উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

গঙ্গাসাগরে আজ মমতার সফরে 'হিন্দুত্বের' আঁচ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৪° / ১০°	২৪° / ১০°	২৪° / ১০°	২২° / ১০°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

রায়ের অপেক্ষায় সুইটির পরিবার ৫

অসমের দায়িত্বে প্রিয়াংকা, আশার আলো দেখছে কংগ্রেস ৭

শিলিগুড়ি ২০ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 5 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 227

সম্বর 'উধাও', সন্দেহে বহিরাগত বুনো

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ২০১৬ সালে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে ১৬টি সম্বর (বড় শিংঘা) আনা হয়েছিল। ১০ বছরের ব্যবধানে পার্কে এই হরিণের সংখ্যা কমে মাত্র ছ'টিতে এসে ঠেকেছে। বাকি হরিণগুলির কী হল? পার্কের একটি সূত্রের খবর, সংলগ্ন বনাঞ্চল থেকে এখানে অবাধে চিতাবাঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। হরিণগুলি সেগুলিরই উদরস্থ হয়েছে বলে পার্কের কর্মীদের একাংশের ধারণা। আর্ন্তজাতিক সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইসিইউএন)'-এর তালিকায় বিপন্নপ্রাণ হিসেবে এই

হরিণগুলিকে লাল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অথচ এগুলিকে নিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষের কোনও মাথাব্যথাই নেই। পার্কটি এতটা এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে আছে যে, সবসময় সমস্ত সম্বরকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় বলে তাদের দাবি।

পার্কের এক কর্মীর বক্তব্য, 'প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল, এখানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছয়টি সম্বরকেই দেখা যাচ্ছে। বাকিগুলির কোনও খোঁজ মিলছে না।' মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে চিতাবাঘ এসে সেগুলিকে খেয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। ডিরেক্টর ই বিজয় কুমারের অবশ্য বক্তব্য, 'এখানে কতগুলি সম্বর রয়েছে তা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তবে এখানে এত বড় এলাকাজুড়ে সম্বরগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে যে, তাদের খোঁজ করা যায় না।' বাইরে থেকে চিতাবাঘের এই পার্কে ঢোকার সম্ভাবনা কম বলে তাঁর দাবি।

২০১৬ সালে শিলিগুড়ির অদূরে সৌরিয়া পার্কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'বেঙ্গল সাফারি পার্ক' তৈরি হয়। যার অন্য নাম 'নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল পার্ক'। এই পার্কে তৃণভোজী প্রাণীর জন্যে ৯১ হেক্টর জমি বরাদ্দ রয়েছে। পাশে মাংসাশী প্রাণীর জন্য পৃথক জায়গা বরাদ্দ রয়েছে। যাতে মাংসাশী প্রাণীগুলি তৃণভোজীদের এলাকায় ঢুকতে না পারে সেজন্য ওই এলাকা এনক্লোজার দেওয়া রয়েছে। পার্কের বাইরে চারিদিকে বৈদ্যুতিক ফেন্সিং রয়েছে। বাইরের প্রাণীর ভেতরে আসা ঠেকাতে এই উদ্যোগ। এই তৃণভোজী প্রাণীর জায়গাতেই সম্বরগুলির ঠাঁই হয়েছিল। আইইউসিএনের লাল তালিকাভুক্ত হওয়ায় এই হরিণগুলির বিশেষ যত্ন নেওয়া হত। নিয়মিত গোনাও হত। তবে হঠাৎ করে কী কারণে তাদের সংখ্যা কমে গেল সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। *এরপর দশের পাতায়*

সময়ের কথা

উন্নয়নের স্পষ্ট প্রেসক্রিপশন দিন নেতারা

সৌরভ কুণ্ডু

নির্বাচন মানেই রাজনীতির আকাশে প্রতিশ্রুতির ঘনঘটা। আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেওয়ার আস্ফালনে আর রঙিন স্লোগানের রোশনাইতে নির্বাচন ক্ষেত্র যেন স্বপ্নের কারবারিদের মৃগয়াক্ষেত্র। সভায়, মঞ্চে ভোটমুখী উত্তরবঙ্গ 'সম্ভাবনার স্বর্গ'। কিন্তু ভোট পেরোতে না পেরোতেই সেই স্বর্গ আবার বাস্তবের রুক্ষ জমিতে নেমে আসে। স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা তাই আর শুধুই আবেগ বা হতাশার নয়, বরং নির্মম বাস্তবতার, উত্তরবঙ্গ কি শুধুই ভোটের ল্যাবরেটরির উৎসর্গীকৃত গিনিপিগ?

উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়নের দায় রাজ্যের শাসক এবং প্রধান বিরোধী দল, কেউই এড়াতে পারেন না। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে প্রয়োজন ছিল বড়মাপের সরকারি বিনিয়োগ। তা হয়নি। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে রায়গঞ্জে এইমস হাসপাতাল না হওয়া তার প্রতীকী উদাহরণ। রাজ্য-কেন্দ্র টানাপোড়েনের রাজনীতিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মতো মৌলিক বিষয় বলি হয়েছে। কেন্দ্র চাইলে বিকল্প কোনও বড় মেডিকেল ইনস্টিটিউট বা রেফারেল হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারত, কিন্তু সেটাও হল না। প্রশ্নটা খুব সোজা- উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন কি রাজনীতির দড়ি টানাটানির বিষয়?

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারত 'টি-টিম্বার-ট্যুরিজম'; চা, বন ও পর্যটনের সমন্বিত অর্থনীতি। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে এই তিন ক্ষেত্রই আজ সংকটে। একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে। নতুন বিনিয়োগ নেই, পুরোনো বাগানের আধুনিকীকরণ নেই, নতুন চা চারাগাছ লাগানো হচ্ছে না। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমছে, চায়ের মান কমছে, রপ্তানি কমছে, কর্মসংস্থান হারাচ্ছে হাজার হাজার পরিবার। চা বাগান পুনরুজ্জীবনের বদলে জমি রিয়েল এস্টেটের হাতে তুলে দেওয়ার প্রবণতা ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ সংকেত দিচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মালদায় উদ্বোধন বন্দে ভারতের

দশের পাতায়

ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ

বারোর পাতায়

আগলে রাখা।। বালুরঘাটে রবিবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

উন্নতি শুধু নেতাদের, গ্রামে অনুন্নয়নের ছাপ

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে কোচবিহার উত্তর

ভোটের অঙ্ক

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

চকচকার এই শিল্পতালুকে গত ১৪ বছরে একটিও নতুন শিল্প আসেনি।

কোচবিহার, ৪ জানুয়ারি : শহর নয় বটে, তবে শহরের ছোঁয়া আছে। কোচবিহার শহর থেকে তিন-চার কিলোমিটারের ডোডেয়ারহাট। মঙ্গল ও শনিবারের এই হাট খাগরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হলে কী হবে, কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অনেক মানুষের আনাগোনা আছে। মানুষের ভিড় যেখানে, আড্ডা সেখানে স্বাভাবিক। তাতে শহরের কথা আসে, গ্রামের কথাও হয়।

ভোট এলে হয় উন্নয়নের কথা। গত শনিবার হাটের এক চায়ের দোকানে কান পেতে তেমনই আলোচনা শোনা গেল। দোকানে বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষ। দুই-একজন সবে বলেছেন, কোচবিহারের রাস্তাঘাট কত ভাঙাচোরা ছিল আর এখন কত সুন্দর। কথাটা শেষ হতে পারল না। পাশের একজন বলে ওঠেন, 'এমন উন্নয়ন হয়েছে যে এখনও বর্ষায় এই হাটে একহাঁটু কাদা জমে।'

আরেকজন বলেন, 'হাটে তো পরিস্রুত পানীয় জল বা ভালো নিকাশিনালার ব্যবস্থাও নেই। আবার উন্নয়নের লেকচার মারিস। থাম তো।' আলোচনায় উঠে আসে, শুধু ডোডেয়ারহাটে নয়, চরম অব্যবস্থার কারণে বর্ষায় কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্ধিষ্ণু এলাকা রাজারহাট যেন ভেনিস শহরের মতো জলবন্দি হয়ে যায়।

অতীতের লালদুর্গ কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে কখনও নীল-সাদার রাজত্ব হয়নি। ২০২১ পর্যন্ত এই কেন্দ্র ছিল বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে। ২০২১-এ কায়েম হয় গেরুয়ারাজ। বিধায়ক এখন বিজেপির সুকুমার রায়। বামেরা এখন হীনবল।

এরপর দশের পাতায়

ট্রাম্পের নজর কিউবা, কলম্বিয়া আর মেক্সিকোতেও

নিউ ইয়র্ক ও কারাকাস, ৪ জানুয়ারি : মগের মুলুক নাকি! কার্যত এই ভাষায় ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানকে বিঁধছে গোটা বিশ্ব। এমনকি আমেরিকার ঘরেও সমালোচনার ঝড়। রাষ্ট্রসংঘ নিন্দা করেছে বটে, কিন্তু এই ঘটনা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে আন্তর্জাতিক এই সংস্থার কার্যকারিতা নিয়ে।

অন্য রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের এই ব্যতিক্রমী নজির বিশ্বের চোখ কপালে তুলে দিয়েছে। চাইলেও যদি কেউ অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে অপহরণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে চায়, তাহলে আন্তর্জাতিক কূটনীতি বা শৃঙ্খলা বলে তো কিছু থাকবে না। তার ওপর শুধু ভেনেজুয়েলা নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে

মার্কিন শাসনে নারাজ ভেনেজুয়েলা

মেক্সিকো, কলম্বিয়া, কিউবাকে একই পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলছেন, তা সত্যিই উদ্বেগের।

ইউক্রেনে কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে আসা রাশিয়াও আমেরিকার এই পদক্ষেপে ঘোর বিরোধী। স্বাভাবিক কারণেই আমেরিকার সামরিক অভিযানটির কঠোর নিন্দা করেছে চিন, কলম্বিয়া, উত্তর কোরিয়া, এমনকি দীর্ঘদিন আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা মালয়েশিয়াও। চিন কড়া ভাষায় ট্রাম্প প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটকে সরকার বদলের খেলায় নামার পরিণতি ভালো হবে না।

রবিবার বেজিং দ্বিতীয় বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে, জোর করে একটি সার্বভৌম দেশের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে দেশছাড়া করে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে আমেরিকা। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই ঘটনাকে বিপজ্জনক নজির বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কলম্বিয়ার আর্জিতে সাড়া দিয়ে ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে নিরাপত্তা পরিষদে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পোপ লিও। *এরপর দশের পাতায়*

সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়েই অভিযোগ উঠছে।

বিতর্ক উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

কর্মী নিয়োগে কেলেঙ্কারি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : চাকরি দেওয়ার নাম করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ টাকার তোলাবাজি চলছে। অভিযোগ, শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের টোপ দিয়ে মাসে প্রায় নয় হাজার টাকা বেতনে মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। বিনিময়ে আড়াই, তিন লক্ষ টাকা করে ঘুষ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এমন ২০ জনকে কাজে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি, ঘটনা জানাজানি হতেই কয়েকজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঘুষের টাকা ফেরতও দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের স্থানীয় এক নেতা তথা জনপ্রতিনিধি ওই এজেন্সির সঙ্গে মিলে লোক ঢোকাচ্ছেন বলেও অভিযোগ। পুরো ঘটনা নিয়ে মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মী ইউনিয়ন সরব হয়েছে। তারা এই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং এখানে সুস্থ পরিবেশ ফেরানোর দাবি জানিয়েছে।

মেডিকেলের কনট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সুপারস্পেশালিটি ব্লকে নতুন করে লোক নেওয়া হচ্ছে বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে বেকার ছেলেমেয়েদের কাজে ঢোকানো হচ্ছে। অথচ আমাদের পিএফ, ইএসআই নিয়মিত জমা হচ্ছে না। এটা নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' নিয়োগকারী এজেন্সির পক্ষে মিঠু সাহার দাবি, 'কোনও নতুন নিয়োগ হয়নি। কয়েক মাস আগে যাঁরা কাজ থেকে বসে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার কাজে ফিরেছেন। টাকার বিনিময়ে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।' হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক এই নিয়োগে তাঁদের হাত নেই বলে দায় এড়িয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই নিয়োগ স্বাস্থ্য ভবন দেখে।'

সুপারস্পেশালিটি ব্লক এখনও পুরোপুরি চালু না হলেও সেখানে ১৭৮ জন অস্থায়ী কর্মী প্রথম থেকেই কাজ করছেন। হাসপাতাল সূত্রের দাবি, যে কয়েকটি বিভাগ চলছে তাতে ৬০-৭০ জন কর্মীই যথেষ্ট। কিন্তু যেখানে-সেখানে লোক বসিয়ে রেখে অথবা শুধুমাত্র খাতায়-কলমে লোক দেখিয়ে বেতন তোলা হচ্ছে। হিসাবের খাতার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। নিয়োগকারীদের বক্তব্য, বর্গফুট অনুযায়ী হিসাব করে কর্মী নিয়োগ করা হয়। এখানেও সেই হিসাবেই কর্মী রয়েছেন।

- শিক্ষিত বেকারদের টোপ দিয়ে মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ, বিনিময়ে আড়াই-তিন লক্ষ টাকা করে ঘুষ
- প্রায় ২০ জনকে কাজে নেওয়া হয়েছে, জানাজানি হতেই ঘুষের টাকা ফেরত কয়েকজনের অ্যাকাউন্টে
- অভিযুক্ত শাসকদলের এক জনপ্রতিনিধি, সরব মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মী ইউনিয়ন

সুপারস্পেশালিটি ব্লকের এজেন্সিকে সরাসরি স্বাস্থ্য দপ্তরের সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড টেন্ডার করে নিয়োগ করেছে। সেই এজেন্সির মাধ্যমে কর্মীরা মাসে ৮৯০০ টাকা করে বেতন পান। যদিও কোনও মাসেই বেতন নিয়মিত নয়। অভিযোগ, প্রতি মাসে ১০ তারিখের মধ্যে বেতন হওয়ার কথা থাকলেও ১৮-২০ তারিখে গিয়ে আন্দোলন করে মাইনে নিতে হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

'ধর্ষণ'-এর দাবি নিয়ে রাজনীতির কাদা ছোড়াছুড়ি

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : কথায় বলে, 'কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ'। ইসলামপুর শহর যেন এরই সাক্ষী।

ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়া যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাকে 'ধর্ষণ' বলে দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। শনিবার রাতে তৃণমূলের প্রেস মিট দিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপিও রবিবার সদলবলে তাদের বহিষ্কৃত যুব নেতা অভিযুক্ত শুভদীপ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ইসলামপুর থানায় হাজির হয়ে লিখিত অভিযোগ জানায়। খবর পেতেই তৃণমূল তেড়েফুঁড়ে ওঠে। ঘাসফুল শিবিরের নেতারাও পরে থানায় পৌঁছে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়। উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযুক্তকে লুকিয়ে রাখার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে, গোটা ঘটনাটি ওই পড়ুয়াকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে বলে পরিবারের দাবি।

- অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর যৌন নিগ্রহ নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে
- মেয়েকে 'ধর্ষিতা' তকমা না দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বাবার কাতর আর্জি
- পকসো আইনে মামলা রুজু হলেও পলাতক অভিযুক্তকে খুঁজতে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে

নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়নি। কিন্তু জোর করে ওকে ধর্ষিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে হাতজোড় করে আমার অনুরোধ, দয়া করে আমার সন্তানের জীবন আরও নরক করে তুলবেন না। যা সত্যি নয়, তা বলে মেয়েকে কলুষিত করবেন না। ওকে মুক্তি দিন।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান নির্মল বেরার বক্তব্য, 'সাংঘাতিক ঘটনা। *এরপর দশের পাতায়*

মোবাইল স্ক্রিনে ডিজিটাল আরোগ্যের মরণফাঁদ

বিশেষজ্ঞ না হয়েও একদল মানুষ নিয়মিত বিলিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘায়ু হওয়ার মহৌষধ। আপাতদৃষ্টিতে এই 'ফ্রি' পরামর্শের ডালিকে জনকল্যাণকর মনে হলেও, চিকিৎসকরা বলছেন, না বুঝে পা ফেলা মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : কুয়াশার চাদর সরিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই আমাদের চোখ যায় বালিশের পাশে রাখা মোবাইলের উজ্জ্বল পর্দায়। ফেসবুকের অলিগলি, ইনস্টাগ্রামের রঙিন জেল্লা কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজের ভিড়ে ভেসে আসে শত সহস্র উপদেশ। ডিজিটাল অরণ্যে প্রতিটি স্ক্রল যেন এক একটি প্রেসক্রিপশন। কারও পরামর্শ এক চিমটি লবণে হার্ট ভালো থাকবে, কেউ বা বিশেষ পানীয়তে ক্যানসার জয়ের আশ্বাস দিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞ না হয়েও একদল মানুষ নিয়মিত বিলিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘায়ু হওয়ার মহৌষধ। আপাতদৃষ্টিতে এই 'ফ্রি' পরামর্শের ডালিকে জনকল্যাণকর মনে হলেও, চিকিৎসকরা বলছেন, এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক মরণফাঁদ, যেখানে না বুঝে পা ফেলা মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা।

সামাজিক মাধ্যমের সেই ফ্রি পরামর্শ মেনে মহাবিপদে পড়েছেন কোচবিহারের গান্ধি কলোনির বছর তিরিশের মৌসুমি সাহা (নাম পরিবর্তিত)। কিছুতেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না তিনি। বাড়তে বাড়তে তাঁর ওজন হয়েছে ৯১ কিলো। মৌসুমির ফেসবুক আইডিতে কয়েকদিন থেকেই বিশেষ পানীয় খেয়ে দ্রুত ওজন কমানোর ভিডিও আসছিল। তা দেখে দিন পনেরো থেকে নিয়মিত খালি পেটে ওই পানীয় খাচ্ছিলেন তিনি। তারপরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, কোচবিহার থেকে তড়িঘড়ি নিয়ে এসে তাঁকে ভর্তি করা হয় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। চিকিৎসক বলেছেন, ওই পানীয় খেয়ে মৌসুমির লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। শুধু মৌসুমি নয়, চিকিৎসকরা বলছেন, সামাজিক মাধ্যমের পরামর্শ মেনে মৌসুমির মতো অনেকেই শরীরকে এক বিপজ্জনক গবেষণাগারে পরিণত করছেন। সুস্থ করতে গিয়ে নিজেদের অজান্তেই শরীরকে ঠেলে দিচ্ছেন বিপদের মুখে।

- চটকদার ভিডিওর মোহে পড়ে নিরাময় খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন উচ্চশিক্ষিতদের একাংশও
- লাইক আর ভিউ-এর সংখ্যার ওপর নির্ধারিত হয় পরামর্শের গুণাগুণ
- মায়াবী পর্দার রঙিন হাতছানিতে বিভ্রান্ত হয়ে নিজের জীবনকে বাজি ধরা কোনও বীরত্ব নয়, বরং তা এক চরম নির্বুদ্ধিতা

উদ্বেগের কথা শুনিয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক উজ্জ্বল আচার্য। তাঁর মত, 'সামাজিক মাধ্যমে অনেক সময় চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞরা নানা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেগুলো সবই সচেতনতার উদ্দেশ্যে। তার বাইরে সামাজিক মাধ্যম এখন স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞে ভরে গিয়েছে। তার মধ্য থেকে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তা যাচাই করা খুব কঠিন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ দেখে এক পা-ও ফেলা উচিত নয়। যাই হোক না কেন, কোনও অবস্থাতেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা না বলে পদক্ষেপ করা মানেই নিজের বিপদ ডেকে আনা।'

নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিতরাই শুধু নন, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার দীর্ঘ পথ না পেরিয়ে চটকদার ভিডিওর মোহে পড়ে নিরাময় খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন উচ্চশিক্ষিতদের একাংশও। যেমনটা হয়েছে সন্দীপ চৌধুরীর ক্ষেত্রে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সন্দীপ শিবমন্দিরে ভাড়া থাকেন। কয়েকদিন থেকে তাঁর মুখে ব্রণ উঠছিল। হোয়াটসঅ্যাপে এক বন্ধু তাঁকে ব্রণ দূর করার উপায় বাতলে একটি ভিডিও পাঠান। তা দেখেই দোকান থেকে ক্রিম এনে লাগান সন্দীপ। তারপরই গোটা মুখে ক্ষত হয়ে যায় তাঁর। আপাতত ত্বক বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। সন্দীপের কথা, 'পনেরো দিনে প্রায় তিন হাজার টাকার ওষুধ খেয়েছি। রক্তের কয়েকটা পরীক্ষা করাতে হয়েছে। খুব বড় বোকামি করে ফেলেছি। আর কোনও দিন ওই ফাঁদে পা দেব না।'

এরপর দশের পাতায়

তুষারপাত, উত্তুরে হাওয়া ও কুয়াশার ত্রিফলায় জবুথবু পাহাড় ও সমতল

রাতে ঠান্ডায় আরও বেশি কাঁপবে উত্তর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : পাহাড়ে বরফ জমতেই হাড় কাঁপছে সমতলের। একেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট, তার মধ্যে নতুন করে কুয়াশার আস্তরণ এবং উত্তুরে হাওয়া। আবহাওয়ার ত্রিফলায় ফের জবুথবু কালিম্পং থেকে কোচবিহার। নতুন করে পারদপতন ঘটায়, সন্ধে না হতেই ঘরমুখী আমজনতা। সর্বত্রই সবার একটাই প্রশ্ন 'এমন পরিস্থিতি আর কতদিন'। আকাশের মর্জিতে স্পষ্ট, আপাতত এমন পরিস্থিতির পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং পারদপতন ঘটার সম্ভাবনাই প্রবল। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'দুই-তিনদিনের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আকাশ পরিষ্কার হলে রাতের তাপমাত্রা আরও কমবে। এসময় প্রবীণ এবং শিশুদের অত্যন্ত যত্নে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে চালকদের।'

পাহাড়ে ঝঞ্ঝার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে তুষারপাত এবং উত্তুরে হাওয়ার দাপট। নতুন করে সমতলে দোসর উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা ঘন কুয়াশা। ক'দিন স্বস্তির পর ফের সূর্যের খোঁজে উত্তর। তুষারপাতের খবরে পর্যটকরা পাহাড়মুখী হলেও, ঠান্ডার দাপটে বাড়ির চার দেওয়ালকেই নিরাপদ মনে করছেন সমতলের মানুষ। উত্তর ও পূর্ব সিকিমে কয়েকদিন ধরে লাগাতার তুষারপাত হচ্ছে এবং আগামী কয়েকদিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুটের মতো জায়গাগুলিতে শনিবারের পর রবিবার সকালেও তুষারপাত হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকটি জায়গায়।

রবিবার সকালে সান্দাকফু।

যার জেরে রবিবার দার্জিলিং শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে গিয়ে ঠেকেছে। মেঘ এবং ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হলে রাতের তাপমাত্রা আরও হ্রাস পাবে বলে পূর্বাভাস আবহবিদদের। তবে পাহাড়ের এমন জাঁকিয়ে শীত উপভোগ করছেন পর্যটকদের অনেকেই।

পাহাড়ে তুষারপাতের পাশাপাশি উত্তুরে হাওয়া ও কুয়াশার প্রভাব পড়ছে সমতলেও। ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়িতে (১৬.৫) দিনের তাপমাত্রা কমেছে প্রায় আট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। প্রায় ছয় ডিগ্রি কমে কোচবিহার দাঁড়িয়ে ১৬.১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। মালদা (১৮.০) এবং আলিপুরদুয়ারের (১৮.০) তাপমাত্রা যথারীতি কমেছে। তবে কিছুটা সূর্যের আলো পাওয়ায় দিনের শিলিগুড়ি ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক। তবে উত্তরের বাকি এলাকাগুলির সঙ্গে শিলিগুড়িও রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে কেঁপেছে। অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে থাকতে চাননি তেমন কেউই। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শরীরে ছিল ভারী গরম পোশাক। এমনই একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সঞ্জীব দত্ত বললেন, 'দিনটা তো বেশ ভালোই ছিল, হঠাৎ যেন আবহাওয়া বদলে গেল সন্ধ্যার পর। কী যে হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

রবিবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

দার্জিলিং -	১.৮
কালিম্পং -	৯.০
শিলিগুড়ি -	১২.৩
জলপাইগুড়ি -	১২.৮
কোচবিহার -	১১.৭
আলিপুরদুয়ার -	১২.৩
মালদা -	১১.৮
বালুরঘাট -	১০.২
রায়গঞ্জ -	১১.৫

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে)

দিনটা ভালো কাটেনি জলপাইগুড়ির। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুরের যতীন রায় বললেন, 'এবছরের মতো দিনের পর দিন টানা কুয়াশা আগে দেখা যায়নি। দু'দিন একটু ভালো না যেতেই আবার সেই ঠান্ডা।'

আপাতত যে নিস্তার নেই, পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের।

রাজ্য কাবাডিতে কুশমণ্ডির প্রকাশ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৪ জানুয়ারি : রাজ্যের অনূর্ধ্ব-১৪ কাবাডি দলে সুযোগ পেয়েছে প্রকাশ রায়। সে কুশমণ্ডি ব্লকে মঙ্গলপুর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। দরিদ্র পরিবারের ছেলে হলেও ছোট থেকেই কাবাডির প্রতি প্রকাশের আগ্রহ। তার বাবা পেশায় কৃষক। শনিবার শীতের সন্ধ্যায় পিঠে ব্যাগ নিয়ে প্রকাশ পাড়ি দেয় কলকাতার উদ্দেশে। সঙ্গে ছিলেন তার স্কুল শিক্ষক রাজু বিশ্বাস। রবিবার কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে প্রকাশ। সেখান থেকে ৬৯তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজ্য কাবাডি দলের সঙ্গে সে চলে যাবে ছত্তিশগড়ে। প্রকাশ খুবই আত্মবিশ্বাসী। তার কথায়, 'কোর্টে নামলে কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। আগামীতে জাতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছে রয়েছে আমার।'

প্রকাশ মঙ্গলপুর হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। রাজ্য স্তরের কাবাডি প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ২৮টি জেলার মধ্যে রানার্স আপ হয় দক্ষিণ দিনাজপুর। সেখানে দুরন্ত পারফরমেন্সের পর রাজ্য দলের দরজা খুলে যায় প্রকাশের জন্য। মঙ্গলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদেব হালদার বলেন, 'জেলা স্তর ও রাজ্য স্তরে প্রকাশ সকলের নজর কাড়ে। আমরা চাই ভবিষ্যতে ও যেন অনেক উন্নতি করে।' শুধু শিক্ষকরাই নন, তার সহপাঠীরাও জাতীয় স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের জার্সিতে প্রকাশকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে।

বাবা বিজয় রায় সহ গোটা পরিবারও প্রকাশকে নিয়ে আশাবাদী। তবে বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। বিজয় বলেন, 'কাবাডি খেলার প্রতি ঝোঁকই ওকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।'

স্মরণে

যত দূরে থাকো তুমি যেখানে থাকো, স্মরণে হাতছানি দিয়ে যে ডাকো। দিদন (তাপসী চক্রবর্তী), ষোলতম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রণাম জানাই। গদ, বুটুম। (C/119740)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় অফিস পিওন (মহিলা) চাই। 12টা থেকে 8:30 পর্যন্ত ডিউটির সময়। বেতন 6000 টাকা, ভালো কাজ করলে 6 মাস পরে বেতন বাড়বে। M : 98308-23555.

●

আন্তর্জাতিক সংস্থায় শিলিগুড়ি / আলিপুর / জলপাইগুড়ি এলাকার বাসিন্দাদের 2/3 ঘণ্টা কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। 9474875922. (K)

●

শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে সবরকম কাজের জন্য (যাহারা মামলা মোকদ্দমা বোঝে) ১ জন ব্যক্তি চাই। M :- 96416 18231. (C/119742)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Abdul Suban আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে তার নাম এবং পদবি ভুল থাকায় গত 17/12/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে Ld. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ে Suhana Suban থেকে Sohana Parvin নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/113660)

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference **NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-009/2025-26** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

সুস্থ থাকতে যোগায় জোর স্বাস্থ্য দপ্তরের

কোচবিহারের একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাসন করানো হচ্ছে। ছবি : জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ জানুয়ারি : শরীর সুস্থ রাখতে যোগাসনের বিকল্প নেই। এবার কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বোকালিরমঠ ও মরাডাঙ্গায় দুটি যোগ প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নতুন করে ১২ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি এপ্রসঙ্গে বলেন, 'যোগাসনের মাধ্যমে অনেক রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব। আমরা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোয় যোগাসনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এই প্রবণতা বাড়াতে আরও বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ৩০টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন যোগাসনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে এই মুহূর্তে ৪৮ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। নতুন দুটি কেন্দ্রের জন্য আরও ১২ জনকে নিয়োগ করা হবে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে মোট ২২২৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কোন কোন যোগাসন করলে কী কী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়েও প্রশিক্ষকরা আলোচনা করেন। আয়ুষ বিভাগের জেলা মেডিকেল অফিসার প্রশান্ত কয়াল বলেন, 'সাধারণ মানুষ যদি নিয়মিত যোগাসন করেন, তাহলে রোগ কম হবে। শুধু তাই নয়, বহু রোগী যোগাসন করে সুস্থ হয়েছেন। তাই আমরা যোগাসনের প্রসার আরও বাড়াতে চাইছি।'

চিকিৎসকরা বলেন, যোগাসন মানেই কেবল শরীরচর্চা নয়, এটি শরীর ও মনের সমন্বয়সাধনের একটি প্রাচীন ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। নিয়মিত যোগাসন করলে শরীর ও মন দুই-ই সুস্থ থাকে। যোগাসন শরীরের পেশি ও জয়েন্টগুলোকে সচল রাখে, ফলে শরীর অনেক বেশি নমনীয় ও কর্মক্ষম হয়। সঙ্গে মানসিক চাপ কমায় ও একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে। যোগাসনের ফলে শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছায়, যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা বাড়ায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়াও ওজন নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপ ও ডায়াবিটিস স্বাভাবিক রাখা, পিঠ ও কোমরের ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস ও বদহজম দূর করা সহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে যোগাসনের জুড়ি মেলা ভার।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি যোগাসন করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক সহজ হয়। তবে শুধু অসুস্থ ব্যক্তিরাই নন, সুস্থ স্বাভাবিক যে কোনও মানুষ যেন যোগাসন প্রশিক্ষণে অংশ নেন, তা নিয়ে প্রচার চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

গা গরমের খেলা।। *রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

অগ্নিবীর রচনা, গর্বিত বনবস্তি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ জানুয়ারি : একসময় ক্যারাটেতে যে মেয়ে প্রতিপক্ষকে অনায়াসে ধরাশায়ী করে ফেলত সেই মেয়ে এখন জঙ্গিদের ধরাশায়ী করার শপথ নিলেন। ফালাকাটা ব্লক শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের উমাচরণপুর বনবস্তির রচনা ছেত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীর হিসেবে যোগদান করলেন। স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত তাঁর গ্রাম। রচনার সঙ্গে দার্জিলিংয়ের নয়নী গুরুংও যোগদান করেছেন সেনাবাহিনীতে।

রচনা মাদারিহাট হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই গত বছরের ২১ মে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন। এরপর বেঙ্গালুরুতে ৩১ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। শিখেছেন গুলি চালানোর কৌশল, গাড়ি চালানো। এছাড়াও বিভিন্ন সংকেত তাঁদের শেখানো হয়েছে। তাঁর কথায়, 'দেশরক্ষার কাজ পেয়ে আমি খুশি। মেয়েরা আরও বেশি অগ্নিবীরে যোগদান করুক, এটাই চাই।' বহুদিন ক্যারাটে শিখেছেন রচনা এবং জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদকও পেয়েছেন।

রচনার বাবা রাজু ছেত্রী পেশায় কৃষক। তাঁর চার মেয়ে এক ছেলে। রচনা সবার ছোট। রাজু বলেন, 'ও ছোটবেলা থেকেই সেনাবাহিনীর চাকরি করার কথা বলত। আমরা ওকে বাধা দিইনি। কারণ দেশরক্ষার থেকে আর বড় কিছু হতে পারে না।' রচনার মা মিনা ছেত্রীর মন্তব্য, 'ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে স্বভাবের রচনা। ছেলেদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে খেলত। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যারাটে শিখেছে।' রচনার বাবার একার রোজগারে সংসার চলে। জমি থাকলেও হাতির অত্যাচারে চাষবাস প্রায় বন্ধ। মেয়ের রোজগারে সংসারের হাল ফিরবে বলেই আশা মিনাদেবীর। তাঁর সংযোজন, 'প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মেয়ে লড়াই করে এই কাজ পেয়েছে, তাতে আমরা গর্বিত।'

গর্বিত উমাচরণপুরবাসীও।

অনন্য মেজাজে রচনা ছেত্রী।

> **দেশরক্ষার কাজ পেয়ে আমি খুশি। মেয়েরা আরও বেশি অগ্নিবীরে যোগদান করুক, এটাই চাই।**
>
> **-রচনা ছেত্রী**

এলাকার বাসিন্দা গোপাল সন্ন্যাসীর মন্তব্য, 'ওকে কেউ অপমান করলে ভয়ংকরভাবে প্রতিবাদ জানাত। ছোটবেলা থেকেই ওর বাবার বাইক নিয়ে চালাত। খুব দাপুটে মেয়ে। অগ্নিবীর হয়ে গ্রামের অন্যান্য মেয়েকে পথ দেখিয়ে দিল রচনা।' একই বক্তব্য কৈলাস কার্জি নামে গ্রামের আরেক বাসিন্দারও। তিনি জানালেন, রচনা এমনই সাহসী মেয়ে যে, কয়েকমাস আগে ওকে একটি ছেলে পথ আটকে বাজে ইঙ্গিত করেছিল। রচনা ক্যারাটে জানত। ছেলেটিকে এমন মেরেছিল যে কোনওভাবে পালিয়ে বাঁচে। গ্রামবাসীর ধারণা, তিনি সেনাবাহিনীর কাজ সফলভাবে করতে পারবেন।

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

Mekliganj Municipality, Mekliganj, Cooch Behar

The Chairman, Mekliganj Municipality invites e-Tender on online mode as per NIeT No : 49/MKG/NIeT/2025-26 & 50 / MKG/NIeT/2025-26.
Tender ID: 2026_MAD_982421_1, 2026_MAD_982990_1, & 2026_MAD_982990_2
Bid submission end date : 27-Jan-2026 11:00 AM & 22-Jan-2026 02:00 PM
Details of tender documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Mekliganj Municipality,
Mekliganj, Cooch Behar.

আজ টিভিতে

বেহুলা রাত ৮.০০ কালার্স বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মিসকল, দুপুর ১.১৫ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৩০ আবার বিবাহ অভিযান, সন্ধে ৬.৪৫ পাগলু, রাত ১০.০০ মন মানে না
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সখী তুমি কার, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.৪৫ চ্যালেঞ্জ-টু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নাগরিক
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্দিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২০ টয়লেট : এক প্রেমকথা, দুপুর ১.৫৩ অখণ্ড, বিকেল ৪.৫০ স্কন্দ, সন্ধে ৭.৩০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.২২ ভোলা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ সূর্যবংশী, বিকেল ৪.৩০ কুঁয়ারা, রাত ১০.০০ চ্যাম্পিয়ন
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৫ সীতা অওর গীতা, দুপুর ১.৫২ মকসদ, বিকেল ৪.৫০ অনাড়ি, সন্ধে ৭.৫১ মেরি বিবি কা জবাব নেহি, রাত ১০.৩৮ সাজন চলে সসুরাল
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.২৫ ফির হেরা ফেরি, দুপুর ২.০৫ সুলতান, বিকেল ৫.৫০ মদানি-টু, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল, রাত ১০.০৯ রেডি
স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.৫৬ হাওয়া, দুপুর ১.০৮ পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া, বিকেল ৪.০৬ জিদ্দি, সন্ধে ৬.৫৫ হঙ্গামা, রাত ৯.২৮ মাস্টারপিস

প্রিডেটর ল্যান্ড সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

নাগরিক দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

আবার বিবাহ অভিযান বিকেল ৪.৩০ জলসা মুভিজ

শুঁটকি, প্যালকায় বাড়তি আকর্ষণ গচিবুনা উৎসবে

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ৪ জানুয়ারি : আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে রাজবংশী সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই দুইদিনের 'গচিবুনা ভাওয়াইয়া উৎসব' হল মেখলিগঞ্জের জামালদহ লালস্কুল ময়দানে। এবার উৎসবের অষ্টম বর্ষ। একঝাঁক স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে জমজমাট ছিল উৎসব প্রাঙ্গণ।

রাজবংশী সংস্কৃতি অনুসারে, জমিতে ধান ও তামাক রোপণের সময় শস্যের দেবীর উদ্দেশ্যে যে পুজো হয় তাই হল গচিবুনা। সেই পুজোর নামানুসারেই এই উৎসবের নাম ঠিক করা হয়। এবারের মঞ্চের নামকরণ হয় বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সংগীতশিল্পী তথা গীতিকার স্বর্গীয় সিদ্ধেশ্বর রায়ের স্মৃতিতে। এছাড়া কবিরত্ন শ্যামাপ্রসাদ বর্মনের নামে তোরণ তথা নগরীর নামকরণ হয়।

জামালদহ গচিবুনা ভাওয়াইয়া উৎসবের মঞ্চে অতিথিরা।

শনিবার অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিদের হলদিয়া গামছা দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্য অতিথি বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সংগীতকার কামেশ্বর রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মন, জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা বর্মন প্রমুখ। ভাওয়াইয়া গান ছাড়াও তুক্কা, মেচেনি, কুষান নৃত্য পরিবেশিত হয়। রবিবার মূল অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা ভাওয়াইয়াশিল্পী দীপক বর্মন, সোনালি বর্মন প্রমুখ মঞ্চ মাতিয়ে তোলেন। এছাড়াও ভাওয়াইয়া গানের চটকা ও দরিয়া বিভাগের উপর একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে বহিরাগত শিল্পীরাও এতে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল রাজবংশী জনজাতির নিজস্ব খাবারের স্টলও। শিদলের অ্যাওটা, শামুকের হোরপা, শুঁটকি মাছের ঝাল, ছ্যাকা, প্যালকা সহ নানা দেশীয় খাবারের সম্ভার ছিল এই স্টলের বিশেষ আকর্ষণ। শুধু ভাওয়াইয়া গানের টানেই নয়, রাজবংশী জনজাতির লোভনীয় এই খাবারের আকর্ষণে প্রচুর মানুষ এই উৎসবে শামিল হন। মাঠের এক কোণে রাজবংশী ভাষায় বিভিন্ন বইয়ের স্টল ছিল।

জামালদহ গচিবুনা ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির সভাপতি ডঃ কমল রায় বলেন, 'রাজবংশী ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতেই প্রতি বছর আমরা এই আয়োজন করে আসছি। রাজবংশী জনজাতির সঙ্গে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে শামিল হন।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলতেও সতর্ক থাকুন, ঝগড়া হতে পারে। প্রেমে শুভ। বৃষ : আজ কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। মিথুন : সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অফিসের কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সিংহ : আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তুলা : প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে তা মিটে যাবে। বৃশ্চিক : আজ বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। পড়ুয়াদের বিদেশ যাওয়ার বাধা কাটবে। ধনু : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা। মকর : ব্যবসায় লাভ হবে। নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কুম্ভ : নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা বাড়বে। মীন : খুব শান্ত থাকুন। আজ মাথা গরম করে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ পৌষ, ৫ জানুয়ারি, ২০২৬, ২০ পুহ, সংবৎ ২ মাঘ বদি, ১৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।২। সোমবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।৪৭। পুষ্যানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৪৩। বিষ্কম্ভযোগ রাত্রি ২।৩৪। গরকরণ দিবা ১২।৪৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।১১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, অপরাহ্ণ ৪।৪৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।৪৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।৪৭ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।২২ গতে ৩।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।৪৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- অপরাহ্ণ ৪।৪৩ মধ্যে নামকরণ নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩ গতে ৮।৪২ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তর দিনাজপুরে জেলা বইমেলায় কচিকাঁচাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। রবিবার ইসলামপুরে। -সুদীপ্ত ভৌমিক

নগদ অর্থ সহ গয়না চুরি উত্তরায়ণে

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : উত্তরায়ণের একটি বাড়ি থেকে গত বৃহস্পতিবার নগদ অর্থ ছাড়াও বিপুল মূল্যের গয়না চুরি হয় বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক প্রিয়াঙ্ক আগরওয়াল বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ'টা পনেরোর দিকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফিরে আসি। এসে দেখি বাড়ির সমস্ত দরজা খোলা। নীচের তলার একটি জানলাও খোলা। জানলার গ্রিল কাটা। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখি আলমারি ভাঙা। আর আলমারির ভেতর থেকে সোনা, রুপো এবং হিরের অলংকার উধাও হয়ে গিয়েছে।'

প্রিয়াঙ্ক শুক্রবার রাতে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ থেকে জানা যায় নগদ অর্থ সহ পাঁচটি হিরের অলংকারের সেট চুরি হয়েছে। চুরি হয়েছে সাত জোড়া হিরের চুড়ি। এছাড়াও চারটি সোনার চেন, আট জোড়া সোনার দুল, ৫টা সোনার আংটি, পাঁচটি পেনডেন্ট, সাতটি সোনার কয়েন চুরি হয়েছে। এছাড়া, পঞ্চাশটি রুপোর কয়েন, থালা-বাটি সহ গোপালের মূর্তি চুরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'এলাকায় নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি দ্রুত অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হবে।'

এর আগেও উত্তরায়ণে একই পদ্ধতিতে জানলার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙে চুরির একাধিক ঘটনা ঘটেছে। চুরিতে জড়িয়ে থাকার সন্দেহে মাস চারেক আগে এক দুষ্কৃতীকে মাটিগাড়া থানার পুলিশ পাকড়াও করলেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ পুলিশের নজরদারির অভাবেই বারবার চুরি হচ্ছে মাটিগাড়ার ওই উপনগরীতে।

দেহ উদ্ধার

ক্রান্তি, ৪ জানুয়ারি : রবিবার সুবর্ণপুর চা বাগান বারোঘরিয়া ডিভিশন চার নম্বর সেকশন থেকে একটি মাদি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বাগানের শ্রমিকরা ওই চিতাবাঘের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন।

প্রধান শিক্ষিকার শাস্তি চান মা

ছাত্রীর মৃত্যুতে থানায় বিক্ষোভ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : স্কুলের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের জেরে আত্মঘাতী হয়েছে এক ছাত্রী। এমনই অভিযোগ তুলে রবিবার মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখাল ওই ছাত্রীর পরিবার ও পাড়াপড়শিরা। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন প্রিয়া নামে ওই ছাত্রীর মা সুনীতা বর্মন রায়। তবে অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন।

প্রসঙ্গত, শনিবার মামার বাড়িতে প্রিয়া নামে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। মৃতার মা সুনীতা অভিযোগ করে বলেন, 'মেয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শনিবার স্কুলে যায়। কিন্তু তাকে ভর্তি নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়। স্কুল থেকে দিদিমণির মোবাইল থেকে ফোন করে মেয়ে জানায়, দিদিমণি বকাবকি করেছেন। অপমান করে মারধরও করেছেন। আমাকে সোমবার স্কুলে দেখা করতেও বলা হয়। তারপরেই ভর্তি নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। আমি দিদিমণির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন মেয়েকে ভর্তি নেওয়া হবে না? আমাকেও অপমান করেন। শনিবার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে বাড়িতে এসে জামাকাপড় বদলাতে ঘরে ঢোকে। ঘর থেকে বের হতে দেরি দেখে দরজা খুলে দেখি, মেয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে।'

ছাত্রীর মামা প্রশান্ত বর্মন বলেন, 'মাটিগাড়ার জ্যোতিনগর কলোনিতে আমার বাড়িতে থেকেই প্রিয়া পড়াশোনা করত। শনিবার প্রিয়াকে ভর্তি না করে দিদিমণি অপমান করেন এবং মারধর করেন বলেই আত্মহত্যা করছে ও।' এদিকে, প্রিয়ার বাবা পুষ্পজিৎ রায়ের কথায়, 'আমার বাড়ি মাথাভাঙ্গায়। মেয়ে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত। নবম শ্রেণিতে ভর্তি না করে দিদিমণি মারধর করেছেন। অপমানিত হয়ে মেয়ে আত্মহত্যা করে।'

এই ঘটনার খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানায় যান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক, জেলার সাধারণ সম্পাদক জীবন মজুমদার, প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য আলি আখতার, জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক অমিতাভ সরকার প্রমুখ। মাটিগাড়া থানার আইসি'র সঙ্গে দেখা করে সঠিক তদন্ত করে দোষীর শাস্তির দাবি তোলেন তাঁরা। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন অবশ্য বলছেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। এখন তো সবাইকে পাশ করানো হয়। ভর্তি না নেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। ওই ছাত্রী মার্কশিটে কলম চালিয়ে ইচ্ছেমতো নম্বর বাড়িয়েছে। ক্লাস টিচার বলেছিলেন, মাকে নিয়ে সোমবার দেখা করতে। কিন্তু তারপরে এমন কাণ্ড করল যে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি।'

স্কুলের শিক্ষাকর্মী বিজন সাহাও বলছেন, 'আমি সারাদিন স্কুলে ছিলাম। এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। প্রধান শিক্ষিকার ফোন থেকে ফোনই করা হয়নি। অথচ মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চাওয়া হয়েছে। সোমবার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে।

মাটিগাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ মৃতার আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের। রবিবার।

- স্কুলে অপমানিত হয়ে এক ছাত্রী আত্মহত্যা করে বলে অভিযোগ
- এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে পরিবার
- যদিও প্রধান শিক্ষিকা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলছেন

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের পাট্টা, দলিল, পানীয় জলের সমস্যা সহ আরও বেশ কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামবে সিপিএম। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের ১৭তম দার্জিলিং জেলা সম্মেলন বস্তি উন্নয়নের জন্য এমনটাই জানালেন অশোক ভট্টাচার্য। রবিবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবঘরে এই সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গের প্লাবন কবলিত এলাকার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে ২৩ হাজার টাকা দার্জিলিং জেলা সিপিএমের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্মেলন শেষে ৩৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। নতুন কমিটির সভাপতি মুকুল সেনগুপ্ত, সম্পাদক পরেশচন্দ্র সরকার নির্বাচিত হয়েছেন। এদিনের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জীবেশ সরকার। আগামী ১০ ও ১১ জানুয়ারি পানিহাটিতে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

মৃত্যুতে ধোঁয়াশা

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : গোঁসাইপুর নতুনপাড়ায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছন থেকে রবিবার সকালে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। অভি গুহ (৩২) নামে ওই তরুণ গোঁসাইপুর পুঁটিমারিতে ভাড়া থাকতেন। এদিন সকালে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনে সেপটিক ট্যাংকের পাশে অভিকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বাগডোগরা থানার পুলিশকে জানান। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসরে ছিলেন ওই তরুণ। তবে ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

দুর্ঘটনায় জখম

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : রবিবার সন্ধ্যায় ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের আসারুবস্তি এলাকায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন চারজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের উদ্ধার করে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবি পোস্টারে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টস আয়োজনের চরম অব্যবস্থার অভিযোগের মধ্যেই রবিবার শিক্ষক সমাজের নামে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে পোস্টার পড়ল। এদিকে, শিক্ষক সমাজ-এর নামে পোস্টার পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিক্ষক মহলে। শিক্ষক সমাজের নাম করে কে বা কারা পোস্টারিং করল তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

যদিও শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় পালটা দাবি করেন, 'আমি ভালো কাজ করার চেষ্টা করি। তা কিছু মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছে না। কিন্তু মানুষের মুখ তো বন্ধ করা যাবে না। আমাকে খাটো করার জন্য কেউ বা কারা ইচ্ছে করে এসব করেছে।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শনিবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিকে নিয়ে

শিক্ষক সমাজের নামে পোস্টার।

ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের আয়োজন করা হয়েছিল। খুঁড়ে রাখা মাটির ওপর হাইজাম্প দিতে গিয়ে এক ছাত্রীর হাত ভাঙে, অপর একজন গুরুতর চোট পায়। এই ঘটনার একদিন পরেই সংসদ সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে পোস্টার পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (এবিপিটিএ) তরফে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের একটি অংশ এই পোস্টারিং করেছে।

এদিকে এমন পরিস্থিতির জন্য ঘুরিয়ে চেয়ারম্যানকে নিশানা করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। সমিতির শিলিগুড়ির জেলা সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা সুরজিৎ বড়ুয়া বলেন, 'চেয়ারম্যানের উচিত ছিল সকলকে নিয়ে বৈঠক করে খেলা পরিচালনা করা। তাহলে বিশৃঙ্খলা হত না। তবে শিক্ষক সমাজ বলে শহরে কারা রয়েছে, তা জানা নেই।'

ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূল নেতাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলেছে বলেও অভিযোগ তুলেছে এবিপিটিএ। সংগঠনের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সংগ্রাম দে দাস বলেন, 'সরকারের থেকে যত টাকা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে আরও ভালো করে খেলা পরিচালনা করা যেত। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের নামে তৃণমূল নেতাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। নেতারা গান করেছে।' সংগ্রামের সংযোজন, 'তৃণমূলের জেলা থেকে ব্লক স্তরের নেতাদের তিন ঘণ্টা ধরে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। যদি আয়োজকরা খেলা পরিচালনায় সময় দিত তাহলে এমন পরিস্থিতি হত না।'

অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি নিয়ে বিজেপির শিক্ষা সেলের সভাপতি বিশ্বদীপ ঘোষ বলেন, 'কিছু বলার থাকলে আমরা সামনে গিয়ে বলব। তবে এই খেলা শুধু তৃণমূলের ছিল, বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা হয়নি।'

হাল ফেরাবেন মৌসম, আশায় কংগ্রেস

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৪ জানুয়ারি : 'অনেকদিন পর ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরেছে। তাকে যেমন তেমন করে তো আর ফেরানো যায় না। তাই ঠিক করেছি, কোতুয়ালিতে মহাধুমধামের সঙ্গে কংগ্রেসে বরণ করা হবে মৌসমকে। পরে দিনক্ষণ জানিয়ে দেব।' মৌসম ফিরে আসায় বেশ আত্মবিশ্বাসী শোনাল জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর গলা।

রবিবার সকালে কোতুয়ালিতে গিয়ে দেখা গেল, অন্য আর পাঁচটা দিনের মতো ভিড় নেই। তবে পরিচিত কংগ্রেস কর্মীদের অনেককেই দেখা গেল ঘোরাঘুরি করতে। দেখা গেল মালদা শহরের বাসিন্দা মির মিন্টুকে। ছেলেবেলা থেকেই কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক। প্রশ্ন করতে মিন্টুর উত্তর, 'আরে মৌসম দিদি ফিরে এসেছেন কংগ্রেসে, এর চাইতে বড় খবর আর কি হতে পারে! ইশা খান দক্ষিণ মালদা ধরে নিয়েছেন। সংগঠন গুছিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু উত্তর মালদা সেভাবে ধরার কেউ ছিল না এতদিন। এবার মৌসম হাল ধরলে বিধানসভায় দারুণ ফল হবে।'

মিন্টু যা বললেন, এটাই কিন্তু এখন কংগ্রেসের মন কি বাত। গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদা জেলার ১২টি আসনের মধ্যে একটি আসনও জিততে পারেননি কংগ্রেসের প্রার্থীরা। এমনকি সুজাপুরের মতো শক্ত ঘাঁটিতেও হারতে হয়েছিল ইশা খান চৌধুরীকে। জেলার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, গত কয়েক বছর ধরে মালদায় তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাংকে থাবা বসিয়েছে কংগ্রেস আর মিম। এই রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মৌসম নুরের কংগ্রেসে ফিরে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এক সময়ের কংগ্রেস গড় সুজাপুরে হেরে গিয়েছিলেন বর্তমান দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। আসন্ন বিধানসভা ভোটে সেই সুজাপুরেই মৌসমের দাঁড়ানোর সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

কথা হচ্ছিল বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রণব ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তিনি অবশ্য মালদার মানুষের কাছে বলাইদা নামে বেশি পরিচিত। প্রণব এখন ইশা খান চৌধুরীর অফিস সেক্রেটারি। কথায় কথায় বললেন, 'মৌসম তো আমাদের দলেরই ছিল। হঠাৎ কী যে হল ...কেন তৃণমূলে যোগ দিল তা আজও বুঝতে পারলাম না। তবে ফিরে এসেছে খুব ভালো।' মৌসম ফিরে আসায় সংগঠনের কি ফায়দা হবে? প্রণবের কথায়, 'ইশা খানের পক্ষে দক্ষিণ মালদার পাশাপাশি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রটাও দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। আর তাছাড়া উত্তর মালদায় বরকতদার পরিবারের কেউ ছিলেন না আমাদের জায়গা ধরার মতো। মৌসম হাল ধরলে উত্তর মালদার ফল অনেকটাই ঘুরে যাবে। আমরা চিন্তাভাবনাও করছি আগামী লোকসভায় উত্তর মালদা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে।'

হাত শিবিরে যখন উল্লাস তখন ঘাসফুল শিবিরে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা। তৃণমূলের নীচুতলার নেতা-কর্মীরা মুখে বলছেন, মৌসম দল ছাড়ায় তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না। তবে তাঁরা কিন্তু মনমরা। তার উপর আর চারদিন পরেই মালদায় আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই কোনও নেতা-নেত্রীই এই দলবদল নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না।

- উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব পেতে পারেন মৌসম
- বিধানসভা ভোটে সুজাপুর আসনের টিকিটও পেতে পারেন
- তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ভাবছে কংগ্রেস

বাংলা সিনেমার 'পাশে নেই' শিলিগুড়ি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়াতে চান? জায়গা অনেক। কারণ, বাংলা সিনেমা চললে হলের অধিকাংশ সিট তো ফাঁকাই পড়ে থাকছে। প্রাইম টাইমে বাংলা সিনেমা চললেও খাঁ খাঁ করে মাল্টিপ্লেক্স। সিঙ্গল স্ক্রিনের ছবিটাও তার থেকে আলাদা কিছু নয়। কালেভদ্রে দুয়েকটা 'মশালা ফিল্মের' ক্ষেত্রে হয়তো একটু ব্যতিক্রম হয়। বলছেন শিলিগুড়ির মাল্টিপ্লেক্সের ম্যানেজার ও সিঙ্গল স্ক্রিনের হল মালিকরা।

প্রোমোশনে অবশ্য কমতি নেই। দর্শকদের সিনেমা হলমুখী করতে ছবি মুক্তি পাওয়ার আগে রাজ্যজুড়ে প্রোমোশন করছেন দেব। সদ্য মুক্তি পাওয়া 'প্রজাপতি ২' প্রচারে শিলিগুড়িতে না এলেও তার আগে 'খাদান' ও 'রঘু ডাকাত' নামের দুটি সিনেমা ধুন্ধুমার প্রচার করে গিয়েছিলেন তিনি। অনেকটা দেবের দেখানো পথেই 'নারী চরিত্র বেজায় জটিল'-নামের সিনেমার প্রচারে রবিবার শিলিগুড়িতে এসেছিলেন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। কয়েকবছর আগেও বাংলা সিনেমার প্রচার ছিল দক্ষিণবঙ্গকেন্দ্রিক। তবে হাল ফেরাতে এখন উত্তরেও নজর দিয়েছেন প্রযোজকরা। এই প্রচার আদৌ কি কোনও প্রভাব ফেলছে? সিঙ্গল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্সগুলোর তথ্য কিন্তু বলছে অন্য কথা।

দেবের মতো সুপারস্টারের সিনেমাও হলের অর্ধেকের বেশি আসন ভরাতে পারছে না। বরং বাংলা সিনেমাকে টেক্কা দিয়ে মাল্টিপ্লেক্সে রমরমিয়ে চলছে নেপালি সিনেমা। 'হাউসফুল'-এর হিসেবেও বাংলার তুলনায় নেপালি সিনেমাই এগিয়ে।

নিউ সিনেমা হলের ম্যানেজার সুজন দে বলছিলেন, 'দেবের সিনেমা যদি হয় তাহলে দর্শকের সংখ্যা বাড়ে হলে। বড়দিন ও পয়লা জানুয়ারি বাংলা সিনেমার শো হাউসফুল হয়েছিল। কিন্তু অন্য অভিনেতাদের সিনেমায় সেভাবে দর্শক হয় না।' সিঙ্গল স্ক্রিনের বাংলা সিনেমার দর্শক থাকলেও মাল্টিপ্লেক্সে সেই সংখ্যাটা বেশ কম। আইনক্সের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিকের কথায়, 'খাদান' সিনেমাটি দর্শকদের মধ্যে ভালো সাড়া ফেলেছিল। কুড়িটির বেশি শো হাউসফুল হয়েছিল। তবে 'রঘু ডাকাত' দর্শক টানতে পারেনি। এমনকি দেব অভিনিত 'প্রজাপতি ২'-এর সাড়াও খুব একটা ভালো না। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' সিনেমাটি তো এতই কম সাড়া ফেলেছে যে এক সপ্তাহ চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। আক্ষেপ করে সেই আধিকারিক বললেন, 'শিলিগুড়ির বাঙালিরা বাংলা সিনেমা দেখেন না। তাঁরা হিন্দি বা ইংরেজি সিনেমা দেখতে বেশি পছন্দ করেন।'

এবার আসা যাক নেপালি সিনেমার কথায়। 'ধামিলো পাহাড়' সিনেমাটি ৭ সপ্তাহ ধরে চলছে। যার বেশিরভাগ শো হাউসফুল। এছাড়াও আরও দুটো নেপালি সিনেমা এখন চলছে শিলিগুড়িতে। সেগুলোতেও বাংলা সিনেমার থেকে ভালো সাড়া পড়েছে।'

শিলিগুড়িতে সিনেমার প্রচারে অঙ্কুশ, ঐন্দ্রিলা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

এদিন শহরের একটি মলে সিনেমার প্রচারে এসেছিলেন অঙ্কুশ। কিন্তু আইনক্সের সেই আধিকারিক নিশ্চিত, এমন সিনেমা খুব একটা চলবে না। আরেকটি শপিং মলে থাকা আইনক্সে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে প্রাইম টাইমে সিনেমার শো থাকা সত্ত্বেও ২০ থেকে ৩০ জনের বেশি দর্শক হচ্ছে না।

শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগের কথায়, 'গল্প ও অভিনয় নির্ভর বাংলা সিনেমা দেখতে দর্শকরা অভ্যস্ত। সেই ফ্লেভার এখন অনেকটা কমে গিয়েছে। হিন্দি স্টাইলের সিনেমা বাংলায় দেখার বদলে দর্শকরা হিন্দি সিনেমাই দেখছেন।'

আরেকটা সত্যি অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। তা হল ওটিটি'র দাপট। রবিবার বিকেলে হিন্দি সিনেমা দেখতে হলে ঢোকার আগে পেশায় ব্যাংককর্মী শুভঙ্কর চৌধুরীর সাফ কথা, 'এখন তো কত্ত অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। বহুদিন পর হলে এলাম। বাংলা সিনেমা দেখতে চাই না।'

ট্যুরিজম স্পট গড়েও আতঙ্কে থাকে সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি

ইকো ট্যুরিজম স্পটই সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তির বাসিন্দাদের দিশা দেখাচ্ছে। বস্তির পাশে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি অস্থায়ী রেস্তোরাঁ অনেককেই বেঁচে থাকার বার্তা দিচ্ছে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি মোমো, চাউমিন, শেলরুটি, থুকপা খেয়ে পর্যটকরা মোহিত হন।

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : হর্ষের আড়ালে বিষাদ লুকিয়ে। বাগডোগরার গভীর জঙ্গলে থাকা সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তির টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পট রোজ তারই সাক্ষী থাকছে।

সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন বনবস্তিগুলির অন্যতম। বাসিন্দাদের দাবি, দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই এখানে বসতি গড়ে ওঠে। তাঁদের হিসেবে বস্তির বয়স ৯০ বছর পেরিয়েছে। প্রবীণ বাসিন্দা কর্ণবাহাদুর সুব্বা খোলসা করে চলেন তাঁদের পথ চলার কথা, 'বনসৃজনের জন্য বন বিভাগের তরফে তাঁদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে ঠাকুরদার মুখে শুনেছি। ১৯৫১ সাল নাগাদ এখানে বসতি স্থাপন শুরু হয়। তখন থেকেই সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি নাম হয়েছে।' কী কারণে এহেন নামকরণ তা অবশ্য মানুষটির জানা নেই। ২৬ হেক্টর বনভূমিতে গড়ে ওঠা বসতিতে প্রথমে ২৭টি পরিবারের বসবাস ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে ৫৬ হয়েছে। সম্মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ২৫০। কর্ণবাহাদুর বলে চলেন, 'এখানে আগে বাঘ ছিল বলে ঠাকুরদার মুখে শুনেছি। চিতাবাঘও ছিল। তবে হাতি ছিল না। ১৯৬৫ সালের ভয়াবহ বন্যার হাত ধরে এখানে হাতিরও আগমন হয়। সেই শুরু, তারপর থেকে এখানে হাতির অত্যাচার এতটাই বেড়ে যায় যে, ১০-১২ বছর ধরে ধান, ভুট্টা, সবজি চাষ বন্ধ। চাষের জমি এখন পতিত জমি। আগে বন দপ্তরে দৈনিক মজুর হিসেবে কাজ করতাম। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে সেই কাজও বন্ধ।'

এই পরিস্থিতিতে ইকো ট্যুরিজম স্পটই এখানকার বাসিন্দাদের পথ দেখায়। বাসিন্দারা দুটি ফুড পার্ক গড়েছেন। রেস্তোরাঁ ও কফি হাউস অনেককে বেঁচে থাকার বার্তা দিচ্ছে। বস্তির পাশে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি মোমো, চাউমিন, শেলরুটি, থুকপা খেয়ে পর্যটকরা মোহিত হন। তবে আড়ালে থাকা মানুষগুলির কষ্টের বিষয়ে কোনও কিছু জানতেও পারেন না।

বাগডোগরার সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি। -সংবাদচিত্র

মাইতে সুব্বা বললেন, 'প্রতি মুহূর্তে বন্যপ্রাণের হানার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থাকি। হাতি এলে সবাই মিলে টিন বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে তাকে তাড়াই। চিতাবাঘ মাঝেমধ্যেই গোরু মারে, ছাগল তুলে নিয়ে যায়।' এখানে কোনও স্কুল নেই। বনবস্তি থেকে বাগডোগরা প্রায় নয় কিলোমিটার। এর মধ্যে সেনাছাউনি বাদ দিলে পুরোটাই বনপথ। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে বিপদের পোয়াবারো। ভয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত এলাকায় আসতে চায় না।

বস্তির জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি উমেশ সুব্বা বললেন, '২০২২ সালে হাতির হানায় আমার মা গীতা সুব্বা, এখানকার বাসিন্দা দেবী তামাং ও সাবিত্রী সুব্বার মৃত্যু হয়। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি আজও কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি।' বনের ভিতরে হাতির আক্রমণে কারও মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ মেলে না বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়ম রয়েছে জানিয়ে উমেশ তা বদলেরও দাবি তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'এনিয়ে প্রশাসনের বহু মহলে আবেদন জানালেও কোনও কাজ হয়নি।'

একটা সময় এখানে চাষ করা ধানে বাসিন্দাদের গোটা বছরের খিদে মিটত। যা বেঁচে যেত তা বাসিন্দারা বিক্রি করে আয় করতেন। প্রচুর পরিমাণে সবজি চাষ হত। বুনোদের হানাদারির কারণে সব বন্ধ। ইকো ট্যুরিজম স্পট কিছু স্বপ্ন দেখালেও সার্বিক স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ।

গয়না নিয়ে চম্পট, শ্রীঘরে 'প্রেমিক'

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৪ জানুয়ারি : অনলাইন ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রেমের পরিণতি শেষপর্যন্ত শ্রীঘরে গড়াল। প্রেমিকার সোনার গয়না পরে ছবি তোলার বাহানায় লক্ষাধিক টাকার অলংকার নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। আশরাফুল মহম্মদ নামে ওই তরুণ রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত শরিয়াবাদ মোহনা এলাকার বাসিন্দা। রবিবার পুলিশ তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করে। বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রায়গঞ্জের জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুরের বাসিন্দা এক তরুণী বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, গত মাসের ২৮ তারিখে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া পার্কে তাঁর সঙ্গে আশরাফুলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অভিযোগ, প্রথম আলাপেই ওই তরুণ

ছবি : এআই

তরুণীর সোনার গয়না পরে ছবি তোলার আবদার জানান। ২ জানুয়ারি করণদিঘির রসাখোয়া এলাকায় নাগর নদীর পাড়ে তাঁরা দুজনে ঘুরতে যান। সেখানে আশরাফুল নিজের কানে দুল পরা সেই ছবি মোবাইলে তুলে রাখার শখ প্রকাশ করেন। প্রেমিকের এমন আবদারে তরুণী নিজের কানের দুল, গলার চেন ও হাতের আংটি খুলে তাঁর হাতে তুলে দেন।

আশরাফুল ওই গয়নাগুলি পরে ছবি তোলার পোজ দেওয়ার মাঝেই হঠাৎ জলপিপাসা পেয়েছে বলে জানান। তরুণী যখন দোকানে জল কিনতে যান, সেই সুযোগে অভিযুক্ত তরুণ বাইক নিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে তরুণী ভাটোল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তরুণী জানান, অভিযুক্ত তরুণ তাঁর কাছ থেকে শুধু গয়না নয়, নগদ ১০ হাজার টাকাও হাতিয়েছেন। এছাড়া বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠও হয়েছেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে রবিবার ভোররাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছেন। তাঁদের মতে, পরিচয় যাচাই না করে অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে কাউকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক হতে পারে।

স্নেহের পরশ। আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। রবিবার।

পিকনিকে মার, মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : বর্ষবরণের রাতে পিকনিকের আসরে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যক্তিকে মারধরের জেরে মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ তুলল পরিবার। শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিখিল লোহার নামে ওই ব্যক্তির চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের রাতে পিকনিকের আসর বসেছিল। সেখানেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন নিখিল। রাতেই পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। শনিবার রাতে নিখিলের মৃত্যু হয়। শনিবার রাতেই তাঁর স্ত্রী অষ্টমী লোহার ৪ জনের বিরুদ্ধে বাগডোগরা থানায় স্বামীকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গোঁসাইপুরের পুঁটিমারি শিমুলতলার বাসিন্দা অষ্টমী বলেন, '৩১ ডিসেম্বর রাতে বাড়ির কাছেই পাড়ার কয়েকজন পিকনিক করছিলেন। সেখানে আমার স্বামী যান। রাতে পিকনিকের জায়গা থেকেই আমাকে ফোন করে জানানো হয়, আমার স্বামী সেখানে পড়ে আছেন। আমরা গিয়ে দেখি, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। বুকের হাড় ভেঙে গিয়েছে। আমরা দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করি। সেখানেই শনিবার রাত ১২টা নাগাদ মারা যান। রাতেই বাগডোগরা থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করি। আমার আশঙ্কা, স্বামীকে মারধর করে অচৈতন্য অবস্থায় পিকনিকের আসরে ফেলে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসকরা অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক তরুণকে রবিবার আগ্নেয়াস্ত্র সমেত গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রফিক আলম। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে স্থানীয় একটি সেতুর কাছে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে সোমবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ফাঁসিদেওয়ায় কৃষকসভার সম্মেলন

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জানুয়ারি : সারা ভারত কৃষকসভার ১৪তম অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কমিউনিটি হলে। রবিবারের এই সম্মেলন থেকে বিধাননগর-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে নিয়ে ২১ জনের নতুন অঞ্চল কমিটি গঠন করা হয়।

সেই কমিটির সভাপতি হয়েছেন গুলজার হোসেন, সহ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন কেশব শর্মা এবং সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি বিশ্বজিৎ নন্দীকে।

এদিনের সম্মেলনে সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস রায় সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বজিৎ বলেন, 'এই প্রথম রাজ্য কৃষকসভার সম্মেলন হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কমিউনিটি হলে। শুধু তাই নয়, এই প্রথম কৃষকসভার অঞ্চল সম্মেলনে প্রায় ৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।'

একাকী।। *আলিপুরদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন হীরক দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আবর্জনায় অতিষ্ঠ ফুলবাড়িবাসী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে আবর্জনা। অভিযোগ, বহুদিন ধরে এলাকার এমন অবস্থা। কিন্তু প্রশাসনের তরফে আবর্জনা পরিষ্কার করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ভোটের সময় নেতারা এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, ভোটের পর সবাই ভুলে যান। আবর্জনার জন্য এলাকায় মশামাছির উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি দুর্গন্ধে এলাকাবাসীর প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। ওই এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প না থাকার জন্য এই সমস্যা বলে মনে করেন এলাকাবাসী। বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে স্থানীয়রা বাধ্য হয়ে ফাঁকা জায়গায় আবর্জনা ফেলে দেন।

এবিষয়ে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সমস্যার বিষয়টি জানি। আমরা এবিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করেছি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।' ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা মালতী রায় বলেন, 'আগের তুলনায় ফুলবাড়িতে জনবসতি অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বর্জ্য ফেলার সঠিক ব্যবস্থা নেই।' একই কথা জানান আরও অনেকে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : স্কুটারে পাথরবোঝাই ব্যাগ তুলতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার সকালে শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে। মৃত মিহিরকুমার সরকার শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগর এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তার পাশে রাখা পাথর ব্যাগে ভরে তোলার সময় আচমকা ওই ব্যক্তি পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বিষয়টি জানান নিউ জলপাইগুড়ির পুলিশকে। পুলিশ মিহিরকে উদ্ধার করে তখনই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার তদন্তে পুলিশের তরফে দেহটি ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

শিলান্যাস

চোপড়া, ৪ জানুয়ারি : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া এলাকায় রবিবার একটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন বিধায়ক হামিদুল রহমান। প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তার জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

চা শ্রমিকদের মজুরি যেন নিলামের ডাক

অভিষেকের ৩০০-র পালটা বিস্টের ৩৫০

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : একদিন আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে ঘোষণা করেন চতুর্থবার রাজ্যে ক্ষমতায় এলে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হবে। রবিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট পালটা দাবি করলেন, 'নয়া শ্রম আইন লাগু হলে শ্রমিকরা ন্যূনতম ৩৫০ টাকা দৈনিক মজুরি পাবেন।' অর্থাৎ ভোটের আগে চা শ্রমিকদের বেতন নিয়ে কার্যত দরকষাকষিতে নেমে পড়ল দুই ফুল।

শ্রমিক স্বার্থের কথা ভেবেই শ্রম আইন চালু করা হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই এই আইন কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। রবিবার শিলিগুড়িতে এসে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য এমনই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'শ্রমিক স্বার্থরক্ষার জন্য দেশজুড়ে চারটি লেবার কোড চালু হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ অন্য সমস্ত সুযোগসুবিধা দিতে নিয়োগকর্তা বাধ্য থাকবে।'

যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা শ্রম বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সদস্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'শ্রম আইন কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ বিষয়। রাজ্যের বিরোধ থাকলে কেন্দ্র এটা লাগু করতে পারে না। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই এই আইন কার্যকর করেছে। শ্রমস্বার্থ বিরোধী এই আইন মানতে রাজ্য বাধ্য নয়।'

রবিবার শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনে চা বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। সেখানে সমতলের পাশাপাশি পাহাড়ের কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকদেরও হাজির করানো হয়েছিল। বিজেপির জোটসঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলির শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। যদিও অভিযোগ, তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদিও সাংসদ রাজুর দাবি সকল সংগঠনকেই ডাকা হয়েছিল।

- শ্রমিক স্বার্থেই শ্রম আইন চালু করা হয়েছে, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
- শ্রম আইন কার্যকর হলে এমনিতেই বাড়বে চা শ্রমিকদের বেতন
- ৩০০ নয়, ন্যূনতম বেতন হবে ৩৫০ টাকা, জানালেন রাজু বিস্ট

এদিনের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'চা শ্রমিকদের জন্য বহু পুরোনো আইন এতদিন লাগু ছিল। আমরা বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন শ্রম আইন লাগু করেছি। এই লেবার কোডে সমস্ত শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবেন। ভারত সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা সহ ইএসআই, গ্র্যাচুইটি সহ অন্য সমস্ত সুযোগসুবিধা মিলবে। কোনও চা বাগানে ১০ জন শ্রমিক থাকলেও এই আইনের মাধ্যমে তাঁদের সেই সুযোগ দিতে হবে। কাজেই প্রতিটি রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এই আইন লাগু করা বাধ্যতামূলক।'

এদিনের সভায় ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজুও। তিনি দাবি করেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের ৩০০ টাকা মজুরির কথা বলছেন। কিন্তু এত বছর তাঁরা কী করলেন?' ভোটের মুখে উত্তরবঙ্গের চা বাগানে রাজ্য সরকারের তরফে স্কুলবাস দেওয়ার বিষয়টিকেও কটাক্ষ করেন রাজু। তিনি বলেন, 'এটা স্কুলবাস নয়, ইলেকশন বাস। ১৫ বছর রাজ্য সরকারের চা শ্রমিকদের সন্তানদের কথা মনে পড়েনি। এখন ভোটের সময় এসে স্কুলবাস দেওয়া হচ্ছে। চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু রাজ্য সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

বিহারে গিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন স্বামী

সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট দেখে হতভম্ব স্ত্রী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : বাড়ির অমতে বিয়ে করেছিলেন প্রেমিককে। বাপের বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রেমিককে ভরসা করেই শুরু করেছিলেন নতুন জীবন। শহরের একটি ভাড়াবাড়িতে ছোট ছেলেকে নিয়ে ভালোমন্দয় কেটে যাচ্ছিল তাঁদের জীবন। বিশ শতকের দুই যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেখানেই বাদ সাধল পণ ছাড়া বিয়ে। এমনটাই আক্ষেপ ওই তরুণীর।

২০২৫-এর নভেম্বরে হঠাৎ করেই জরুরি কাজের দোহাই দিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বিহারে বাড়িতে গিয়েছিলেন স্বামী রূপেশকুমার ঠাকুর। স্ত্রী অঞ্জলি ঠাকুর ভেবেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই 'জরুরি কাজ' সেরে ফিরে আসবেন স্বামী। কিন্তু ফিরে আসা হল কই? যদিও সপ্তাহখানেক আগে শিলিগুড়িতে প্রথম স্ত্রীকে রেখে দ্বিতীয়বার বিয়ের মতো 'জরুরি কাজ'ই সেরেছেন স্বামী। তা আবার ঘটা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্টও করেছেন। বছরের শুরুতেই হঠাৎই স্বামীর প্রোফাইল দেখে মাথায় বাজ পড়ে অঞ্জলির। ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে স্বামীকে তিনি ফোনও করেছিলেন।

অভিযোগ, ফোনের ওপার থেকে জোটে শ্বশুরবাড়ির অশ্রাব্য গালিগালাজ। তারপর থেকে রূপেশ আর ফোন না ধরায় শেষমেশ ছেলেকে নিয়ে প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হয়ে স্বামী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান ওই তরুণী। অঞ্জলির হতাশা, 'আমার তো এখন আর কিছুই রইল না। ছোট সন্তানকে নিয়ে কোথায় কী করব, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

অঞ্জলির কথায়, 'আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া সূত্রেই আলাপ হয়েছিল। ২০১৪ সালে বিহারে গিয়ে বিয়ের পর রূপেশের বাড়িতে উঠি। যদিও খালি হাতে শ্বশুরবাড়িতে ওঠায় অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়। পারিবারিক অত্যাচার বাড়তে থাকায় রূপেশের সঙ্গে আলোচনা করে শহর শিলিগুড়িতে এসে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করি। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ২০১৬-তে আমাদের ছেলেও হয়। গত সপ্তাহে ফেসবুকে ছবি দেখার পরেই ফোন করলে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ের কথা স্বীকার করেন। এরপরই শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন। ফোন কাটার পর আর নতুন করে ফোন ওঠাননি।' শনিবার প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পর তরুণীর আক্ষেপ, 'মনমতো পণ না দিতে পারার কারণেই হয়তো আমাদের এভাবে একা হয়ে যেতে হল।'

২৩টি মোষ উদ্ধার, ধৃত ২

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : কনটেনারে ২৩টি মোষ পাচারের ছক কষেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে শনিবার রাতে এসএসবি-র হাতে ধরা পড়ে যায় দুই পাচারকারী। উদ্ধার করা হয় মোষগুলিকেও। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন অসমের কাজিগাঁও-এর আজিজুল শেখ এবং কোকরাঝাড়ের মইনুলউদ্দিন শেখ। এসএসবি এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কনটেনারে মোষগুলো পাচার করার সময় শনিবার মাঝরাতে বাগডোগরা থানার কেষ্টপুরে আটক করে এসএসবি। পরে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য জংশনে

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : কখনও ভাঙা হচ্ছে গাড়ির কাচ, কখনও আবার হোটেলের বাইরে মদ খেতে বলায় হোটেলকর্মীকে মারধর করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ জংশন এলাকা রাতে যেন হয়ে উঠছে হুজ্জতির জায়গা। একেই নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য, তার মধ্যে প্রায়দিন হুজ্জতি লেগে থাকায়, চিন্তিত স্থানীয় হোটেলকর্মী থেকে দোকানদাররা। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার অবশ্য বলছেন, 'যখন যেমন অভিযোগ পাচ্ছি, আইনত কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছি। এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।'

শুক্রবার রাতে জংশন এলাকার এক তরুণ একটি হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করে ব্যক্তিগত কাজে কিছুটা দূরে গিয়েছিলেন। এসে দেখেন, গাড়ির কাচ ভাঙা। শনিবার রাতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ কুলিপাড়ার আসলাম খানকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত কিছুদিন ধরেই জংশন এলাকায় দাদাগিরি চালাচ্ছেন। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এ ধরনের ঘটনা প্রায়দিনই ঘটে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। কিছুদিন আগেই জংশন এলাকায় একটি হোটেলকর্মীর মাথায় মদের বোতল মারার ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর মূল অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও, তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত বেশ কয়েকদিন ধরেই এলাকায় দাদাগিরি চালাচ্ছে। ইচ্ছেমতো দোকানে ঢুকে মদ্যপান করছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, তল্লাশি চলছে।

স্থানীয় দোকানদার পীযূষ দাসের কথায়, 'এলাকায় এধরনের বেশ কয়েকজন দাদা রয়েছেন। যাঁরা নিজেদের মর্জিমতো কাজ করেন। তাঁদের কথা না শুনলে সমস্যায় পড়তে হয়।' দাদাদের অধিকাংশই শাসকদলের ছত্রছায়ায় রয়েছে বলে স্থানীয় এলাকায় কান পাতলে শোনা যায়। এলাকায় চলা দখলদারির পেছনে এই দাদারাই মূলত নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

> যখন যেমন অভিযোগ পাচ্ছি, আইনত কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছি। এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।
>
> -বাসুদেব সরকার
> আইসি, প্রধাননগর থানা

স্থানীয় একটি হোটেলের ম্যানেজার বিষ্ণু দাস বলছিলেন, 'সন্ধ্যার পর এলাকার পরিবেশ বদলে যায়। অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। যখন-তখন হোটেলে ঢুকে পড়ছে নেশাগ্রস্তরা। সত্যি কথা বলতে, অনেক বুঝেসুঝে আমাদের ব্যবসা করতে হচ্ছে।' স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'এলাকায় কিছু মানুষের মস্তানির কিছু ঘটনা আমরা শুনতে পারছি। ব্যাপারটা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনও নজর রাখছে। তবে আরও নজরদারি প্রয়োজন, যাতে করে বড় কোনও ঘটনা না ঘটে।'

একটা সময় এলাকায় বসতি ছিল খুবই কম। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় শোনা যেত বাঘের ডাক। মনে করা হয় বাঘের ডাক বা ডিগিরন থেকেই 'বাঘডুকরা' এবং পরে বাগডোগরা নামকরণ হয়েছে।

অহরহ বাঘের 'ডিগিরন' থেকেই নাকি বাগডোগরা

কী নামে ডেকে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ জানুয়ারি : বর্তমান সময়ে বাগডোগরা বিশ্বের কাছে পরিচিত। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হলেও, পরিকাঠামোগত দিক থেকে যে কোনও শহরাঞ্চলকে টেক্কা দিতেই পারে। বড় বড় আবাসন, হোটেল, ক্যাফে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সবই রয়েছে এখন। তবে বেশ কয়েকবছর আগেও এমন ছবি ছিল না। একটা সময় বাগডোগরা ছিল চারিদিকে জমি আর জঙ্গলে ঘেরা জনপদ। বসবাসও ছিল খুব কম মানুষের। এলাকায় ঘুরে বেড়াত বাঘ। প্রবীণ বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, অহরহ শোনা যেত বাঘের গর্জন। সেই গর্জনকে এখানে বসবাস করা নেপালি ভাষাভাষীর মানুষজন বলতেন 'বাঘডুকরা'। সেই নাম থেকেই নাকি এই এলাকার নাম হয়েছে বাগডোগরা। যদিও নামকরণের ক্ষেত্রে আরও একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, একটা সময় এই এলাকায় বহু রাজবংশী জনজাতির মানুষের বসবাস ছিল। বাঘের ডাককে তারা 'ডুকরা' বা 'ডিগিরন' বলত। এই রাজবংশী শব্দ থেকেই বাগডোগরার নামকরণ হয়েছে।

কথা হচ্ছিল আপার বাগডোগরা পানিঘাটা রোডের শিশির হালদারের সঙ্গে। বাগডোরার প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে তিনি একজন। এলাকার নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'ছোটবেলায় আমরা বাঘের ডাক শুনতে পেতাম, ঘুরে বেড়াতেও দেখেছি। কারণ এই অঞ্চল তখন জঙ্গলে ভরা ছিল। জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। স্থানীয়

বর্তমানে জমজমাট বাগডোগরা।

নেপালি ভাষাভাষীর মানুষ বাঘের ডাক শুনে বাঘডুকরা বলত। সেই থেকেই এলাকার নাম বাগডোগরা হয়েছে।' এলাকার নাম নিয়ে প্রায় একইরকম কথা বললেন লোয়ার বাগডোগরার প্রবীণ নাগরিক শিশির ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এই এলাকায় এসময় হাতেগোনা লোক বসবাস করত। এশিয়ান হাইওয়ে টু তৈরির আগে জাতীয় সড়ক ছিল। একসময় এই জাতীয় সড়কের পাশ হয়ে রেললাইন ছিল। শিলিগুড়ি জংশন থেকে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করত। আপার বাগডোগরায় রেলস্টেশন ছিল। সেখানে বাগডোগরা নাম লেখা ছিল। তাছাড়া বাগডোগরা পোস্ট অফিসে যে সিলমোহর দেওয়া হত সেটাতে 'Baghdogra' লেখা ছিল। মনে করা হয় এর থেকেই বাগডোগরা নামকরণ হয়েছে।'

তবে এলাকার নামকরণের পিছনে অন্য কারণ রয়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় মহেশ গোপ। তিনি বললেন, 'ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলে এক সময় অজস্র বাঘের আবাসস্থল ছিল। জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজবংশী মানুষের বসবাস ছিল। বাঘের অনবরত গর্জন শুনে রাজবংশী সমাজের মানুষ 'বাঘডুকরা' বলতেন। রাজবংশী শব্দ 'ডুকরা'-র অর্থ হল চিৎকার। এর থেকেই এলাকার নামকরণ হয়েছে।'

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথ রায়ও মনে করেন রাজবংশী শব্দ ডুকরা বা ডিগিরন থেকেই বাগডোগরার নামকরণ হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এই এলাকায় এক সময় রাজবংশীদের বসবাস ছিল। ডুকরা বা ডিগিরন শব্দটি রাজবংশী বা কামতাপুরি শব্দ। সেখান থেকেই বাগডোগরার নাম হয়েছে।' রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক ডঃ অমলকান্তি রায়ও একই মত পোষণ করেছেন।

তবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ নামকরণের পিছনে অন্য যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি জানালেন, খড়িবাড়ি, আঠারোখাই, তারবান্ধা নামগুলি স্থানীয় ভাষা থেকে এসেছে। বাগডোগরা নামও সেইভাবেই হয়ে থাকতে পারে। কেননা ইংরেজ আমলে বাগডোগরা অঞ্চলে কোচ, মেচ, ধিমাল, থারুদের বসবাস ছিল। সেই ভাষাভাষীর মানুষজনের কথোপকথন থেকেই এলাকার নাম বাগডোগরা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

শুনানিতে আহত

এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে মাথা ফাটল তারকেশ্বরের বাসিন্দা ভরতচন্দ্র সামন্তের। টোটো থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হন অশীতিপর ওই বৃদ্ধ। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল।

ঘরবন্দির নিদান

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য যে মহিলারা তৃণমূলকে ভোট দিতে যাবেন, তাঁদের ঘরবন্দি রাখার নিদান দিলেন বিজেপি নেতা কালীপদ সেনগুপ্ত। বিজেপিকে 'মহিলা বিরোধী' বলে কটাক্ষ করেন মন্ত্রী শশী পাঁজা।

ভাটপাড়ায় গুলি

ভাটপাড়ায় রবিবার দুপুরে পর পর চলল গুলি। কয়েকজন দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে গুলি চালায়। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার। পুলিশ তদন্ত করছে।

আরও কাঁপুনি

দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিনে নতুন করে ২-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা নামবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে উত্তরের হাওয়া। এই মুহূর্তে তার হাত থেকে রেহাই নেই বলে পূর্বাভাস।

আমার বাবা ভোলেবাবা... রবিবার বাবুঘাটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

রায়ের অপেক্ষায় সুইটির পরিবার

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : বিশ্বজুড়ে যখন নতুন বছরের উৎসবের আমেজ, বীরভূমের এক ভাঙাচোরা ঘরে তখন কেবলই নিকষ অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর গুমরে মরা কান্না। দু-দেশ আর আইনি জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ওপার বাংলার চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি ঘরে দুই সন্তানকে নিয়ে কার্যত বন্দি হয়ে দিন কাটছে বছর তেত্রিশের সুইটি বিবির। সুপ্রিম কোর্টে ৬ জানুয়ারির আসন্ন শুনানির দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে আছেন তিনি। ফোনে তাঁর একমাত্র আর্তি— 'নতুন বছর কি আমাদের সুসংবাদ দেবে? আমরা কি আর কোনওদিন নিজের ভিটেয় ফিরতে পারব?'

গত বছরের ১৮ জুন দিল্লির কে এন কাটজু মার্গ থানা এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহকারী হিসেবে কর্মরত সুইটি এবং তাঁর দুই ছেলে— ৬ বছরের কুরবান ও ১২ বছরের ইমরানকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযোগ ছিল, তাঁরা নাকি 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'। অথচ তাঁদের কাছে রয়েছে ভারতীয় আধার কার্ড ও পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী ঠিকানার প্রমাণপত্র। তড়িঘড়ি ২৬ জুন তাঁদের বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করা হয়। সেই দলে ছিলেন বীরভূমের সুনালি বিবিও। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ডিসেম্বরে সুনালি সপরিবারে ভারতে ফিরলেও, অজ্ঞাত কারণে ওপারেই থেকে যান সুইটিরা। পাসপোর্ট এবং বিদেশি আইনে তিন মাস ওপার বাংলার জেলে থাকার পর বর্তমানে জামিনে মুক্ত সুইটিরা চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক ব্যক্তির জিম্মায় কার্যত গৃহবন্দি। এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই তাঁদের।

> নতুন বছর কি আমাদের সুসংবাদ দেবে? আমরা কি আর কোনওদিন নিজের ভিটেয় ফিরতে পারব? সুনালি ফিরতে পারল, আমাদের কেন এভাবে ফেলে রাখা হল?
>
> সুইটি বিবি

ফোনে কথা বলার সময় কান্নায় ভেঙে পড়লেন সুইটি। জানালেন, দুই দেশের বর্তমান টানাপোড়েনের কথা ভেবে তাঁরা দিনরাত চরম আতঙ্কে কাটাচ্ছেন। একলা ঘরে বন্দি শৈশব আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, 'সুনালি ফিরতে পারল, আমাদের কেন এভাবে ফেলে রাখা হল?' এদিকে তাঁর ভাই আমির খান ও বীরভূমের পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা সাংসদ সামিরুল ইসলাম বারবার আশ্বস্ত করছেন যে, সুইটির ভারতীয় নাগরিকত্বের যাবতীয় নথি ও আধার কার্ড শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁরাও চান সুইটি দ্রুত নিজের পরিবারে ফিরে আসুক।

এখন কেবল ৬ জানুয়ারির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা গ্রাম। ওদিকে বাংলাদেশে ১১ জানুয়ারি ফের শুনানি। যদি সেখান থেকে কোনও বিরূপ রায় আসে, তবে ফের জেল হতে পারে এই অসহায় মা ও সন্তানদের। ঘর ছেড়ে আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে যে মা সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে রাজধানীতে গিয়েছিলেন, আজ সেই সন্তানদের নিয়ে তিনি বিদেশের মাটিতে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়ছেন। আইনি বেড়াজাল ছিঁড়ে কি শেষ পর্যন্ত নিজের ভিটেয় ফিরতে পারবে এই নিঃস্ব পরিবার? সবার নজর এখন শীর্ষ আদালতের রায়ের দিকে।

গঙ্গাসাগরে আজ মমতার সফরে 'হিন্দুত্বের' আঁচ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর, ৪ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সাগরমেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সশরীর উপস্থিতি কেবল প্রশাসনিক রুটিন নয়, বরং এক গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করছে। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর এই মহাসমাবেশকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ভোটব্যাংক সুসংহত করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিজেপি যেভাবে তীর্থস্থান ও ধর্মীয় আবেগকে রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা 'উন্নয়নমূলক আধ্যাত্মিকতা' দিয়ে তার মোকাবিলা করছেন। গঙ্গাসাগরকে ঢেলে সাজানো এবং কপিল মুনির আশ্রমের অবকাঠামো উন্নয়ন করে তৃণমূল প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা প্রকৃত অর্থে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং উন্নয়নের রূপকার। কেন্দ্রীয় সরকার কুম্ভ মেলাকে যে জাতীয় গুরুত্ব দেয়, গঙ্গাসাগরকে তা দেওয়া হয় না, এই অভিযোগকে তৃণমূল পুনরায় চাঙ্গা করছে। রাজ্যের নিজস্ব অর্থায়নে এত বড় মেলা পরিচালনা করার বিষয়টিকে 'বাঙালির স্বাভিমান' হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যা বিধানসভা ভোটে আঞ্চলিক আবেগকে উসকে দিতে সাহায্য করবে। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে জেলা প্রশাসন যে তৎপরতা দেখিয়েছে, তার আড়ালে রয়েছে বিশাল এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মুড়িগঙ্গা নদীর

কটাক্ষ বিরোধীদের

ওপর সেতু নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবিকে এবারও নির্বাচনের তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার কেন্দ্রের অসহযোগিতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলার কৌশল।

তবে এই প্রস্তুতির পথে কাঁটা কম নেই। বিজেপি ও বাম-কংগ্রেস শিবির এই আয়োজনকে 'নির্বাচনি চমক' হিসেবে চিহ্নিত করছে। বিশেষ করে সরকারি কোষাগারের বেহাল দশার মাঝে মেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করা নিয়ে তারা সরব। তবুও, গ্রামীণ ও তীর্থকামী ভোটারদের কাছে মমতাই এখন মেলার প্রধান অভিভাবক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন। কচুবেড়িয়া ফেরিঘাট থেকে গঙ্গাসাগরের দূরত্ব প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। এই রাস্তার দুই ধারে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সহ বিশাল বিশাল ফ্লেক্স। গত ১৪ বছরে রাজ্য সরকার কী কী উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি। গঙ্গাসাগর ৪ নম্বর রাস্তায় চায়ের দোকান চালান বাসন্তী গিরি। তিনি বলেন, 'মূলত এই সময় একটু বেশি কেনাকাটা হয়। মুড়িগঙ্গার ওপর সেতু হয়ে গেলে লোকজনের আসা-যাওয়া বাড়বে বলেই আশা করা যায়। তাই কিছুটা আশায় আছি।' সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গঙ্গাসাগর মেলা তৃণমূলের জন্য একটি বড় পরীক্ষা।

জ্ঞানেশকে চিঠি মমতার

ফের এসআইআর-এ পক্ষপাত ও অনিয়মের অভিযোগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : পক্ষপাতদুষ্ট নিয়ম ও একাধিক অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এগুলির সমাধান না হলে বৈধ ভোটারদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি চরম অবমাননা করা হবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা প্রায় সাড়ে তিন পাতার এই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে এরাজ্যের ক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিহার এসআইআরে বংশ তালিকাকে (ফ্যামিলি রেজিস্টার) যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এরাজ্যের ক্ষেত্রে তা করা হচ্ছে না। যার ফলে বহু বৈধ ভোটার ভোটাধিকার হারাতে পারেন বলে তাঁর আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এসআইআরে দুই রাজ্যের ক্ষেত্রে দু'রকম নিয়ম হবে কেন?

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, এধরনের বহু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ কমিশন বিধিবদ্ধভাবে না জানিয়ে তা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দেওয়ায় সেই নির্দেশের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শুনানির কাজে ইআরওদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অথচ অনেক ক্ষেত্রে সেই ইআরওদের পাশ কাটিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের আইটি দপ্তর সরাসরি তাতে নাক গলাচ্ছে।

শুনানি শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছিলেন, যে রাজ্যের ভোটারদের শুনানি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি পেতে ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। কলকাতা পুরসভা সহ রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। এরপরই ভোটার পরিচিতিপত্র হিসেবে এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণ না করতে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আধিকারিকদের। এব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এর ফলে রাজ্যের বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভোটাধিকার হারাতে পারেন। যদিও কমিশনের দাবি, যেসব ভোটার অন্য জেলা বা ভিনরাজ্য থেকে ওই শংসাপত্র পেশ করেছেন, কেবলমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জেলা বা রাজ্য থেকে ওই তথ্য যাচাই করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- অভিযোগ, বিহারে বংশ তালিকাকে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এরাজ্যে সেটা হচ্ছে না
- বহু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ কমিশন বিধিবদ্ধভাবে না জানিয়ে তা হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে দেওয়ায় সেই নির্দে-শের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- অনেক ক্ষেত্রে শুনানির কাজে ইআরওদের পাশ কাটিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমি-শনের আইটি দপ্তর সরাসরি নাক গলাচ্ছে

ভোটার তথ্যে অসংগতির দায়ে ২৪ লক্ষ মানুষকে শুনানিতে ডাকতে চলেছে কমিশন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বানান ভুল বা বয়সজনিত তথ্যের গরমিলের জেরে এঁদেরকে শুনানিতে ডাকা হয়রানি ছাড়া আর কিছু নয়। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বয়স্ক, অসুস্থদের শুনানিতে ডাকা নিয়ে চাপে পড়েছে কমিশন। চিঠিতে সেই বিষয়েও তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুনানির নামে কমিশনের হয়রানির অভিযোগ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, অথচ কী ধরনের নথি লাগবে তা জানানো হচ্ছে না। জমা দেওয়া নথির কোনও প্রাপ্তি স্বীকার করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে শুনানিতে যাঁকে ডাকা হয়েছে, তাঁর কাছে কোনও প্রমাণও থাকছে না। সম্প্রতি শুনানির সময় দলের এজেন্টদের থাকতে দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছিল তৃণমূল। যদিও কমিশন পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করে দেয়। তা সত্ত্বেও এদিন চিঠিতে শুনানির সময় বিএলএদের অন্তর্ভুক্তির দাবি খারিজ করা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটের আগে রাজ্য কমিটি গঠন অনিশ্চিত

বঙ্গ সফরে পদ্ম নেতৃত্বকে ইঙ্গিত শা'র

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপির রাজ্য কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা চান না অমিত শা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি রাজ্যে তিনদিনের সফরে এসে কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য নেতৃত্বকে তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন শা। আপাতত নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটিগুলিই যাবতীয় কাজ করবে। নির্বাচনের আগে রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হলে দলে গোষ্ঠী-কোন্দল বাড়বে। যার প্রভাব পড়তে পারে নির্বাচনে। এই আশঙ্কা থেকেই নির্বাচনের আগে রাজ্য কমিটি ঘোষণা কার্যত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন শা।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই ৫০-এর বেশি নির্বাচন কমিটি গড়া হয়েছে বিজেপিতে। এদের কারও দায়িত্ব প্রচারের, কারও বা রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থির করা। এই কমিটিতে পদ বলতে একটি তা হল আহ্বায়ক। বাকিরা সবাই সদস্য। বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, আসলে এই কমিটিতে কাজ আছে, দায়িত্ব আছে। কিন্তু কোনও পদ নেই। সেই কারণে মনে ক্ষোভ থাকলেও পদ প্রাপ্তি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও অসন্তোষ নেই। রাজ্য কমিটি ঘোষণা করতে হলে কমিটির সদস্যদের নির্দিষ্ট পদাধিকারী করতে হত। আর সেই পদপ্রাপ্তি নিয়েই অসন্তোষ তৈরি হত দলে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত, সেই কারণেই নির্বাচনের আগে রাজ্য কমিটির ঘোষণায় সায় দেননি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

২০২১-এর পর থেকে দলবদলু তৃণমূল নেতাদের কারণেই বিজেপিতে আদি-নব্যের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেড়েছে। বেশ কিছুদিন ব্রাত্য থাকার পর দলে আবার স্বমহিমায় ফিরেছে দিলীপ ঘোষ। দিলীপকে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ফলে আপাতত শমীক শিবিরেই দিলীপ। কিন্তু প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামীদের গোষ্ঠীরাও দলে যথেষ্ট সক্রিয়। তাই নতুন করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ। দলে ফেরার পরেই নাম না করে দিলীপ বলেছিলেন, কোনও একজন নেতার পক্ষে গোটা রাজ্যে দলকে জয়ী করা সম্ভব নয়। অনেকেই মনে করেন দিলীপের এই মন্তব্য শুভেন্দুকে নিশানা করে। দিলীপ সক্রিয় হওয়ায় উজ্জীবিত আদি বিজেপি। আদি বিজেপি নেতাদের মতে, এর ফলে পাল্লা ভারী হল আদি বিজেপির। '২৬-এর নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপির এই তিন গোষ্ঠীকে সামাল দেওয়া যথেষ্টই চ্যালেঞ্জ রাজ্য সভাপতির কাছে।

আজ রাজ্যজুড়ে অবরোধের ডাক মতুয়াদের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর ফলে বৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন মতুয়ারা। সম্প্রতি এক মতুয়া গোসাই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়িতে আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যজুড়ে পথ অবরোধ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের অনুগামীরাই গোসাইয়ের ওপর আক্রমণ করেছেন।

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ জানিয়েছে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে ত্রিমুখী দাবি তুলে ধরা হবে। ভোটার তালিকা থেকে বৈধ নাম বাদ দেওয়ার বিষয় নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত করার পাশাপাশি 'চক্রান্তকারী'দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হবে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও। খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলাকালীন সম্প্রতি শান্তনু ঠাকুর সমর্থিত মতুয়া গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হন মমতাবালা ঠাকুর গোষ্ঠীর একাধিক কর্মী-সমর্থক। এরপরই বিজেপি ও আরএসএস-এর দিকে আঙুল তুলেছেন মমতাবালারা। এর প্রতিবাদে দুপুর ১২টা থেকে সোমবার জেলায় জেলায় অবরোধের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, 'খসড়া তালিকা থেকে মতুয়াদের নাম বাদ পড়ার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে গেলে আমাদের ধর্মগুরুদেরই মারধর করা হল। অভিযুক্তদের অধিকাংশ এখনও কেন গ্রেপ্তার হননি।' পালটা শান্তনু ঠাকুর সমর্থিক অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গায়েন বলেন, 'মতুয়ারা তৃণমূলের সঙ্গে নেই, তাই চর্চায় থাকতে এসব কর্মসূচি।'

মৌসম ফেরায় কংগ্রেসেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : দীর্ঘ সাত বছর পর ফের পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নুর। তবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে রাজ্য কংগ্রেসের অন্দরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁকে তড়িঘড়ি সাংগঠনিক দায়িত্বে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছে। প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্যস্তরের এক নেতা বলেন, 'মৌসম বেনজির নুরকে নির্বাচনে টিকিট দেওয়ারও চিন্তাভাবনা রয়েছে। তাঁকে সাংগঠনিক দায়িত্বও দেওয়া হবে।' আর এতেই দলের নীচুতলার কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় সমীকরণ বদলের আশঙ্কা করছেন তাঁরা। তবে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে সংখ্যালঘুদের একাংশের মধ্যে। উত্তরের রাজনীতিতে গনি খান চৌধুরীর পরিবারের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এই পরিস্থিতিতে মালদার মতো জেলার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক ফিরে পাওয়া নিয়ে নতুন করে আশা তৈরি হয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে।

কংগ্রেস নেতা শেখ নিজামুদ্দিনের মতে, 'ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে মৌসমের ফিরে আসা সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা খুশি।' অন্যদিকে, মৌসমের প্রত্যাবর্তনকে সহজভাবে নিচ্ছেন না দলের পুরোনো কর্মীদের বড় অংশ। মালদা জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা আবদুল হান্নান মৌসমকে 'সুখের পায়রা' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, 'কংগ্রেসের দুঃখের দিনে ইনি ছিলেন না, ছেড়ে চলে গিয়েছেন। উনি সুখের পায়রা। যেদিকে সুখ পায় সেদিকে থাকে। আমি মনে করি না উনি কংগ্রেসের সৈনিক।, উনি সুবিধাবাদী।' পালটা ইশা খান চৌধুরির উত্তর, 'অবাক লাগছে উনি এইভাবে কথা বলেছেন। আমাদের সবাইকে দলের সিদ্ধান্ত মানতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যে আমি মালদায় যাব, তারপর তদন্ত করব।'

আরাবুলের ছেলের গাড়িতে হামলা

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল ইসলামের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়। দ্বন্দ্বে জড়ালেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা ও আরাবুলের বাহিনী। রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হাকিমুলের গাড়িতে হামলা চালানো ও তাঁকে ঘিরে গদ্দার স্লোগানের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে শওকত ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও শওকতের দাবি, 'দলে গদ্দারদের জায়গা নেই। দল ওদেরকে চায় না।'

শনিবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ভাঙড়ের তৃণমূল নেতাদের একাংশ। ওই দলে ছিলেন হাকিমুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওদুদ মোল্লারা। অভিযোগ, সেখান থেকে ফেরার পথে রাতেই ওদুদের ওপর চড়াও হন শওকত অনুগামীরা। ওদুদের পাশে দাঁড়াতে সকালে সেখানে যান হাকিমুল ও তাঁর অনুগামীরা। তখনই এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। হাকিমুলের অভিযোগ, 'শওকতের দলবল এই কাজ করেছে। ওদের দাপটে এলাকা অস্থির। পুলিশ ব্যবস্থা নিক।' বিশৃঙ্খলা রুখতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী। তবে শওকত মোল্লার অভিযোগ, 'ভাঙড়ে তৃণমূলকে দুর্বল করার জন্য সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে।'

বিক্ষুব্ধরাও তৃণমূলের কাঁটা

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : প্রথমে হুমায়ুন কবীর ও তারপর মৌসম বেনজির নুরের দল ছাড়ার ঘটনায় মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে উদ্বিগ্ন তৃণমূল। ইতিমধ্যেই জেলা সফর শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭ জানুয়ারি ইটাহার ও ১০ জানুয়ারি তাঁর পূর্বঘোষিত কর্মসূচি আছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই দলের কাছে রিপোর্ট, বিক্ষুব্ধ সংখ্যালঘু নেতাদের একটা বড় অংশ তলায় তলায় কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তাই অভিষেকের এই সফর যে দলের ক্ষত মেরামত করা, তা মনে করছেন অনেকেই। কারণ এই চার জেলায় সংখ্যালঘু ভোটের একটি অংশ তৃণমূলের হাতছাড়া হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আসন পাওয়া সম্ভব হবে না।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৌসম যে দল ছাড়বেন, সেই খবর দলের শীর্ষ নেতাদের কাছে আগেই ছিল। দলেরই এক প্রবীণ নেতাকে দিয়ে তাঁর মান ভাঙানোর চেষ্টাও করানো হয়েছিল। কিন্তু দলের একাংশের ওপর তাঁর ক্ষোভ প্রশমন করার মতো কোনও রাস্তা তৃণমূলের হাতে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা তৃণমূলের হাতে ছিল না। মৌসম কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই এই চার জেলায় সংখ্যালঘু নেতাদের কয়েকজন কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন সেই খবর দলের অভ্যন্তরে এদিনই এসেছে। তারপরই দূত মারফত ওই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন অভিষেক। কংগ্রেস থেকে যে নেতারা এসেছিলেন, তাঁরা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন। মূলত বিজেপি এবং বামেদের থেকে আসা নেতারাই এখন সর্বত্র ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জনজাতি গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গেও অভিষেকের অফিস থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। ওই নেতাদের সঙ্গে জেলা সফরে গিয়ে অভিষেক কথা বলতেও পারেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। তৃণমূলের অন্দরের খবর, সংখ্যালঘু নেতাদের হাতছাড়া না হতে জনজাতি গোষ্ঠীর নেতাদের সাহায্য নেওয়া হতে পারে।

তবে তাঁদের সঙ্গে যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, তা অস্বীকার করেননি নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি। তিনি বলেন, 'বিজেপির সুবিধা হোক, এমন কোনও কাজ আমরা করব না।'

দলের প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও মৌসমের দলত্যাগ নিয়ে অত্যন্ত সাবধানি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'কারোর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। মৌসম বেনজির নুর ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' তবে তৃণমূলের সংখ্যালঘুদের বিক্ষুব্ধ অংশ যে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, সেই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শোভনদেববাবু।

শুভেন্দুর সেবাদান নন্দীগ্রামে

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির পালটা এবার শুভেন্দুর 'সেবাদান'। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার মডেলে নন্দীগ্রামে সেবাদান শিবির খোলার কথা বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই রবিবার নন্দীগ্রামের দাউদপুরে সেবাদান কর্মসূচি শুরু হল। এই শিবিরের উদ্যোক্তা সরাসরি বিজেপি বা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী না হলেও এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। মহাপ্রভু সেবা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবির উদ্বোধন করেন তিনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর খাসতালুকে নির্বাচনের আগে এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির হলে তার প্রভাব পড়তে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই তড়িঘড়ি পালটা শিবিরের উদ্যোগ। যদিও উদ্যোক্তাদের দাবি, এই স্বাস্থ্য শিবির মোটেই নতুন কিছু নয়। বরং নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই কেউ তাঁদের নকল করার কথা ভেবে থাকতে পারে। শুভেন্দু বলেন, '২০১১-র আগে যারা নন্দীগ্রামের জন্যে কিছুই করেনি, তাদের এই এলাকার মানুষ গ্রহণ করবে না।' সবমিলিয়ে অভিষেকের সেবাশ্রয়ের পর শুভেন্দুর সেবাদান কর্মসূচি রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

৩ বছরে ১০০-র বেশি প্লীহার অস্ত্রোপচারে নজির

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : থ্যালাসেমিয়া, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, আইটিপি সহ কঠিন রোগগুলির নাম শুনলেই বহু রোগীর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। অনেকেই বলেন, 'এ তো রাজার অসুখ!' এই কঠিন রোগগুলির অনেক সময় শেষ ভরসা হয়ে ওঠে 'স্পিলিন রিমুভাল সার্জারি', চিকিৎসা শাস্ত্রে যা পরিচিত 'স্পেলেনেকটমি' নামে। প্লীহা কেটে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে এই জটিল অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে।

মাত্র ৩ বছরের মধ্যে এই ধরনের ১০০-র বেশি অস্ত্রোপচার সফলভাবে করে সম্প্রতি কলকাতায় এক বিরল সাফল্যের নজির গড়লেন চিকিৎসকরা। এই কঠিন অস্ত্রোপচারের ফলে এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি দক্ষিণ কলকাতার নয়াবাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালে।

চিকিৎসকদের কথায়, 'স্পেলেনেকটমি' বা প্লীহা বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচার কোনও সাধারণ বিষয় নয়। রোগীদের ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তারপরই অস্ত্রোপচার করা হয়। পরবর্তী পরিচর্যাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি ধাপে সামান্য ভুল হলেও অস্ত্রোপচারের ভবিষ্যৎ মারাত্মক হতে পারে। বছরের পর বছর রক্তের অভাব, বারবার রক্ত নিতে হওয়া, ওষুধে কাজ না করার মতো একাধিক সমস্যাও হতে পারে। তাই এই জটিল চিকিৎসা নিয়ে ভয় কাজ করে রোগীদের মনে। আগে এই ধরনের অস্ত্রোপচারে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার প্রয়োজন হত।

এখন প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে সেই প্রয়োজন অনেকটাই

ঝুঁকি এড়িয়ে সাফল্য

ছবি- এআই

কমেছে। তবে দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্লীহা বাদ দেওয়ার পর সংক্রমণের ঝুঁকি আজীবন থেকে যায়। তাই দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, নির্দিষ্ট জীবনযাপন ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ওপর জোর দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। ৫-৬ বছর বয়সি শিশুরাও এই অস্ত্রোপ্রচারের ফলে দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। রোগীদের সেই সুস্থতার 'সঞ্জীবনী সুধা' ধারাবাহিকভাবে দিয়ে চলেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালের চিকিৎসক রাহুল আগরওয়াল, অনুপম ব্রহ্ম এবং হিমিকা মুখোপাধ্যায়।

রাহুল আগরওয়ালের কথায়, 'রোগীর দেহে ৩০ হাজারের নীচে প্লেটলেট কম থাকলে সাধারণত চিকিৎসকরা এই সার্জারি করতে ভয় পান। আমরা ৭০০০-এর কাছাকাছি প্লেটলেট রোগীর দেহে থাকলেও এই অস্ত্রোপচার সফলভাবে করেছি। তাঁরা সকলেই সুস্থ রয়েছেন। ছোট শিশুদের প্লীহা কেটে বাদ দেওয়া আমাদের কাছে বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল। অপারেশনের পর তারা সকলেই এখনও পর্যন্ত সুস্থ রয়েছে।'

বিরল রক্তাল্পতাজনিত রোগের চিকিৎসায় কলকাতার এই সাফল্যে স্বস্তিতে রোগীরাও। অতি ব্যয়সাপেক্ষ এই চিকিৎসার সুবিধা বেশ কম ব্যয়ে পাওয়ার ফলে তাঁদের আতঙ্কও কমেছে। এই চিকিৎসকদের দক্ষতায় হাসি ফুটেছে চিকিৎসকমহলেও। গত কয়েক বছরে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের সংখ্যা বেড়েছে। রোগীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সাহায্যও করছে এই চিকিৎসা।

অনুপম ব্রহ্ম বলেন, 'রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতেও এই অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে। তবে কম সময়ে সাফল্যের হার এত বেশি হয় না। মফসসল ও গ্রাম্য এলাকার ক্ষেত্রে এখনও এই চিকিৎসায় দক্ষ সার্জনের অভাব রয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এই চিকিৎসায় আরও সাফল্য আনতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। প্রতিটি রোগীকে সুস্থ রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগিয়ে যাব।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৭ সংখ্যা, সোমবার, ২০ পৌষ ১৪৩২

শাপমুক্তি কতটা!

অমিত শা'র বাংলা সফরে যেন শাপমুক্তি ঘটল দিলীপ ঘোষের। কিন্তু বঙ্গ বিজেপি'র শাপমুক্তি কি ঘটবে? সময়ই উত্তর দেবে সেই প্রশ্নের। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির ১৮টি আসন জয়ের প্রধান কারিগর হিসেবে দাবি করা হয় তৎকালীন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটেও তাঁর নেতৃত্বে পদ্ম শিবিরের জয় হয় ৭৭টি কেন্দ্রে।

বলতে গেলে তারপর থেকে দিলীপ দলে কোণঠাসা। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে তাঁর নিজের পুরোনো কেন্দ্র খড়্গপুরে মনোনয়ন না দিয়ে দিলীপকে পাঠানো হয়েছিল বর্ধমান পশ্চিম কেন্দ্রে লড়তে। সেখানে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদের কাছে বিপুল ভোটে হার আজও মেনে নিতে পারেন না দিলীপ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পুরোনো কেন্দ্রে তাঁকে লড়তে দেওয়া হলে তিনি কখনোই হারতেন না।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির আসনসংখ্যা ১৮ থেকে কমে দাঁড়ায় ১২-তে। অথচ সেবার পশ্চিমবঙ্গে আরও ভালো ফল করার জন্য ঝাঁপিয়েছিল বিজেপি। অথচ পাঁচ বছরের ব্যবধানে ছ'টি আসন কমে গিয়েছিল। অনেকে ভেবেছিলেন, এতে দলে দিলীপের গুরুত্ব বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল উলটো। কেননা, যত দিন গড়িয়েছে, দিলীপ দলে তত ব্রাত্য হয়েছেন।

বিয়ে করা নিয়েও দলের একাংশের কড়া সমালোচনার মুখে পড়েন দিলীপ। বিয়েতে তাঁকে নিরস্ত করারও চেষ্টা হয়। সেসব অবশ্য তিনি মানেননি। তবে তাঁকে ঘিরে সবচেয়ে বড় সমালোচনা হয় মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সস্ত্রীক দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ায়। মুখ্যমন্ত্রীর আতিথেয়তা গ্রহণ করে দলের একাংশের তীব্র নিন্দার মুখে পড়েন।

তারপর থেকে দিলীপ আর ডাক পান না দলীয় কর্মসূচিতে। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যত সমাবেশ হয়েছে উত্তরবঙ্গে বা দক্ষিণবঙ্গে, কোনওটিতেই না। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরও অবস্থার পরিবর্তন আশা করা হলেও বাস্তবে তা হয়নি। দিলীপ অবশ্য নিজের মতো কিছু কর্মসূচি পালন করতেন। অবশেষে বিজেপির 'চাণক্য' অমিত শা'র দৌলতে সেই 'বনবাস' শেষ হল দিলীপের।

একান্তে আলোচনা হয়ে দুজনের। শা তাঁকে বলেছেন, দল তাঁকে দায়িত্ব দেবে। দিলীপের সঙ্গে কথা হয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতিরও। শমীক বলেছেন, দিলীপদা সারা মাঠজুড়ে খেলবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, দিলীপ চাইলেও তাঁকে কি দলের সকলে মেনে নেবেন? ইতিমধ্যে দিলীপের বিরুদ্ধে দলে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন কেউ কেউ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যেহেতু এতকাল দিলীপের সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এখন নাম না করে তাঁকে নিশানা করে চলছেন।

আসলে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শা-রা যতই চেষ্টা করুন না কেন, রাজ্য বিজেপিতে গণ্ডগোল সহজে মেটার নয়। আদি-নব্যের ঝগড়া, শুভেন্দু-সুকান্ত ঝামেলা, সর্বোপরি শুভেন্দু-দিলীপের সংঘাত বরং নিয়মিত চলছে। বিধানসভা নির্বাচনে দলের জয়ের চেয়ে গোষ্ঠী রাজনীতিতে বেশি উৎসাহী রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। দিলীপ ঘোষের হাতে এমন কোনও জাদুদণ্ডও নেই যে, তিনি চাইলেই ঘাসফুলের ভরাডুবি হবে নির্বাচনে।

তাছাড়া প্রশ্ন ওঠে, দিলীপের দক্ষতাকে যদি কাজে লাগাতেই হয়, তাহলে তাঁকে এতদিন কেন ব্রাত্য করে রাখা হল? আরও আগেই তাঁকে আসরে নামানো হল না কেন? গত ক'বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জনপ্রিয়তা, তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তির কাছে বারবার হেরে গিয়েছেন শুভেন্দু-সুকান্তরা। দিলীপ ঘোষকে যদি তাঁদেরই উপদেশ মেনে কাজ করতে হয়, তাহলে কাজ আর কী হবে! সেটাও বড় কথা নয়। আসলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্য বিজেপির সমস্ত নেতা কোমর বেঁধে আসরে না নামলে ঘাসফুলকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা কঠিন হবে পদ্ম শিবিরের পক্ষে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

মমতার মন্দিরাভিযান : ভক্তি না ভোটের অঙ্ক?

নীল-সাদা রাজনীতির মানচিত্রে ভক্তির প্রলেপ পড়লে তা আগামীর ক্ষমতার লড়াইয়ের এক অমোঘ নীল নকশা হয়ে ওঠে।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের নতুন 'মহাকাল' এবং রাজনীতির বাঁক

শীতের কুয়াশামোড়া শিলিগুড়ির আকাশ যখন জানুয়ারির মিঠে রোদ গায়ে মাখছে, ঠিক তখনই এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দানা বাঁধছে মহানন্দার পাড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৬-এর জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহেই শিলিগুড়িতে নবনির্মিত 'মহাকাল মন্দির'-এর উদ্বোধন হতে চলেছে। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে মহাকাল মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় যে পরিকল্পনার বীজ মুখ্যমন্ত্রী বুনেছিলেন, তা এখন শিলিগুড়ির মাটিতে মূর্ত হচ্ছে। ২৫ একরের সুবিশাল জমি, সর্বোচ্চ চূড়া আর আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন এই মন্দির কেবল ভক্তদের জন্য নয়, বরং উত্তরবঙ্গের মানুষের 'নাড়ির টান' বুঝে নেওয়ার এক সুকৌশলী চাল।

দীর্ঘ এক দশক ধরে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় বিজেপির যে আধিপত্য দেখা গিয়েছে, তার মূলে ছিল হিন্দুত্বের মেরুকরণ আর 'বঞ্চিত' পরিচিতি সত্তার রাজনীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সেই আবেগকেই নিজের ঝোলায় পুরতে চাইছেন। শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির বা কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের আধুনিকীকরণ— এসবই আসলে বিজেপির 'রাম' ইমেজের বিপরীতে বাংলার নিজস্ব 'শিব' বা 'বিষ্ণু' সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করার প্রচেষ্টা।

- এআই

দিঘা থেকে কালীঘাট : 'টেম্পল ট্যুরিজম'

মমতার এই মন্দিরাভিযান কেবল উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল দিঘায় যে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন, তা এক ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরি করেছে। মাত্র আট মাসের মধ্যে সেখানে ১ কোটি ভক্তের সমাগম ঘটেছে। ২৫০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি কেবল ওড়িশার পুরীর ধাঁচে তৈরি স্থাপত্য নয়, এটি বাঙালির ভক্তির এক নতুন ঠিকানাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া।

একই সুর শোনা যায় কালীঘাটে। বহু টালবাহানার পর ২০২৫-এর এপ্রিলে নববর্ষের উপহার হিসেবে যখন ৯৫ কোটি টাকার কালীঘাট স্কাইওয়াক জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হল, তখন বোঝা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দিতে কতটা সফল। এরপর এসেছে কলকাতা নিউটাউনের 'দুর্গা অঙ্গন'। গত ডিসেম্বর মাসেই মুখ্যমন্ত্রী ১৭ একর জমির ওপর এই সুবিশাল সাংস্কৃতিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। অর্থাৎ, দিঘার জগন্নাথ, কালীঘাটের কালী আর রাজারহাটের দুর্গা— এই 'ত্রিকোণ' সমীকরণে মমতা এখন বাংলার আধ্যাত্মিক আইকন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।

ভক্তি নাকি বাধ্যবাধকতা? বিবর্তনের পথরেখা

তৃণমূলের এই নরম হিন্দুত্বের পথে হাঁটা কিন্তু এক দিনে হয়নি। ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তৃণমূলের গায়ে যে 'সংখ্যালঘু তোষণ'-এর তকমা সেঁটে দিয়েছিল বিজেপি, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তার ফল হাতেনাতে পাওয়া গিয়েছিল। ১৮টি আসন বিজেপির দখলে যাওয়ার পর তৃণমূলের থিংকট্যাংক বা 'আইপ্যাক' (I-PAC) বুঝেছিল যে, কেবল উন্নয়ন দিয়ে হিন্দু ভোটব্যাংক ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এর পর থেকেই শুরু হল বদল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভার শুরুতেই 'চণ্ডীপাঠ' করা শুরু করলেন। পুরোহিত ভাতা চালু হল। সবচেয়ে বড় চমক ছিল দুর্গাপুজোর অনুদান। ২০২৫ সালে রাজ্য সরকার প্রতিটি পুজো কমিটিকে ১.১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছে, যার মোট খরচ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ যখন সরকারি কোষাগার থেকে খরচ হয়, তখন তা আর কেবল সংস্কৃতি থাকে না, তা হয়ে ওঠে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর পালটা লড়াই। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি এনে দেওয়া থেকে শুরু করে রেড রোডে পুজো কার্নিভাল— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে হিন্দু ধর্মকে উৎসবের মোড়কে জনমোহিনী করে তোলার কৌশল তিনি বিজেপির চেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মমতা কি তবে আরএসএস-এর বেঁধে দেওয়া পিচেই খেলতে শুরু করেছেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, এটি মোটেও আত্মসমর্পণ নয়, বরং এক 'কাউন্টার-স্ট্র্যাটেজি'। বিজেপি যেখানে রাম মন্দিরের মাধ্যমে এক দেশ, এক ধর্ম ও এক জাতীয়তাবাদের কথা বলে, মমতা সেখানে 'বাংলার ঘরোয়া ভগবান'দের নিয়ে আসছেন। তিনি সুকৌশলে জগন্নাথ, শিব বা কালীকে বাঙালির নিজস্ব পরিচিতির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন।

এর ফলে বিজেপি যখন তৃণমূলকে 'হিন্দু-বিরোধী' বলে আক্রমণ করতে যায়, তখন দিঘার মন্দির বা শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির সেই আক্রমণকে ভোঁতা করে দেয়। মমতার যুক্তি খুব পরিষ্কার— 'আমি সব ধর্মের সঙ্গে আছি, কিন্তু হিন্দু হিসেবে আমার নিজস্ব আবেগ আছে।' এই ভারসাম্যের রাজনীতির মাধ্যমে তিনি একাধারে যেমন হিন্দু ভোটব্যাংককে আশ্বস্ত করছেন, তেমনই বিজেপির মেরুকরণের পালে হাওয়া কাড়ছেন।

সংখ্যালঘুদের সংশয় ও তৃণমূলের অস্বস্তি

তবে মুদ্রার উলটো পিঠও আছে। মমতার এই মন্দির রাজনীতির ফলে তৃণমূলের দীর্ঘদিনের অটুট সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে চোরা ফাটল দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ২০২৫-এর শেষে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যখন 'বাবরি মসজিদ'-এর ধাঁচে এক বিশাল মসজিদ তৈরির শিলান্যাস করলেন, তখন তা ছিল মমতার মন্দির রাজনীতির এক পরোক্ষ প্রতিবাদ।

সংখ্যালঘু নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন, সরকার যদি ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে মন্দির তৈরি করতে পারে, তবে মাদ্রাসা বা ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য কেন আরও বেশি বরাদ্দ হবে না? এই অসন্তোষকে পুঁজি করে আইএসএফ বা নতুন ছোট ছোট দলগুলো যদি মুসলিম ভোটব্যাংকে থাবা বসায়, তবে ২০২৬-এর লড়াই তৃণমূলের জন্য কঠিন হতে পারে। ২০২৫-এর এপ্রিলে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, তা এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণেরই এক বিপজ্জনক বহিঃপ্রকাশ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব চালাকি করে ধর্মের সঙ্গে 'পর্যটন' এবং 'অর্থনীতি'কে মিশিয়ে দিয়েছেন। দিঘা বা গঙ্গাসাগরের মেগা প্রোজেক্টগুলো কেবল মন্দির নয়, সেখানে হোটেল ব্যবসা, পর্যটনশিল্প আর স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দিঘা আজ কেবল সমুদ্র দেখার জায়গা নয়, জগন্নাথ দর্শনের 'পিলগ্রিমেজ ট্যুরিজম' হাব। এই মডেলটি তিনি এখন উত্তরবঙ্গেও প্রয়োগ করছেন। মহাকাল মন্দিরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির পর্যটনে যে নতুন জোয়ার আসবে, তা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে এক বড় পাওনা। অর্থাৎ, হিন্দুত্বের তাস খেলা হচ্ছে 'উন্নয়ন'-এর তুরুপ দিয়ে।

ভোটের ফলে লুকিয়ে উত্তর

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণদামামা বাজার আগে মমতার এই মন্দিরাভিযান আদতে এক সুগভীর রাজনৈতিক বিবর্তন। বাংলার মাটি বরাবরই ধর্মের গোঁড়ামির চেয়ে উৎসবের মিলনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আবেগকেই আঁকড়ে ধরেছেন। তিনি এক ল্যাবরেটরি তৈরি করেছেন যেখানে 'জয় শ্রীরাম' নয়, বরং 'জয় জগন্নাথ' বা 'জয় মা তারা' হবে লড়াইয়ের রণধ্বনি।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ— রাজনীতির উপাসনায় আজ মন্দির-মসজিদ-গির্জা ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে 'ভোটের গদি'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে এক 'সেকুলার হিন্দু' ইমেজ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন, যিনি মন্দির গড়েন কিন্তু ইদের নমাজেও উপস্থিত থাকেন। এই দুই নৌকায় পা দিয়ে তিনি কি বৈতরণি পার করতে পারবেন? বিজেপি যেখানে কেন্দ্রীয় সংগঠন আর হিন্দুত্বের কট্টর আবেদন নিয়ে আসছে, মমতা সেখানে বাংলার নিজস্ব আধ্যাত্মিকতাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছেন। ২০২৬-এর ভোটের ফলাফলই বলবে— মমতার এই মন্দিরাভিযান ভক্তিতে পূর্ণ ছিল নাকি কেবলই ভোট রাজনীতির এক নিখুঁত অঙ্ক। তবে এটুকু নিশ্চিত, বাংলার রাজনীতিতে ধর্মের ছোঁয়া এখন আর কোনও গোপন চোরাস্রোত নয়, বরং তা এখন প্রকাশ্য রাজপথের এক অনিবার্য বাস্তবতা।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক।)

আজ

১৯৫৫
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৩
অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূল প্রচার করছে সিএএ-র ফর্ম ফিলআপ করলে নিজেকে বাংলাদেশি বলে ঘোষণা করায় ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে। আমি বলছি, যাঁরা ফর্ম ফিলআপ করছেন না, তাঁরাই অসুবিধায় পড়বেন। তৃণমূল তখন পাশে থাকবে না। একজন র‍্যাম্পে হাঁটছেন, র‍্যাম্প থেকে ছিটকে তৃণমূলকে বাইরে নিয়ে যাবেন।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

নয়ডায় চলন্ত গাড়িতে উচ্চগ্রামে বাজছে 'দিল হ্যায় সুনেহরা'। গানের তালে গাড়ির মাথায় উঠে উদ্দাম নাচ তরুণদের। নাচের ঠেলায় গাড়িটিও দুলকি চালে দুলছে। রাস্তায় যানজট। ৬৭ হাজার টাকার ই-চালান পুলিশের।

ভাইরাল/২

পাটায়ার রঙিন রাতের হাতছানিতে গিয়েছিলেন এক ভারতীয় পর্যটক। সেখানে গিয়ে রূপান্তরকামী এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ব্যাপক ঝগড়া হয়। ওই ব্যক্তি ও তাঁর সঙ্গীরা মিলে ওয়াকিং স্ট্রিটের রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করেন ওই ভারতীয় পর্যটককে।

জনমন
জনমত

মানবতা আজ বড়ই বিপন্ন

সভ্যসমাজের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মানবিকতা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দেখলে প্রশ্ন উঠতেই পারে- আমরা কি আদৌ সভ্য আছি? নাকি শুধু প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর অগ্রগতির আড়ালে ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে উঠছি? ভারতের দেরাদুনে ত্রিপুরার তরুণ ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যু এবং বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাসকে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা এই প্রশ্নগুলোকেই আরও নির্মমভাবে সামনে এনে দিয়েছে।

ভিনরাজ্যে পড়াশোনা করতে যাওয়া এক তরুণের অপরাধ ছিল অপমানের প্রতিবাদ করা। সেই 'অপরাধ'-এর শাস্তি হিসেবে তাঁকে প্রাণ দিতে হল। অ্যাঞ্জেল চাকমার মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আজকের সমাজে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুললে জীবনই বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। ভিন্ন পরিচয়, ভিন্ন চেহারা কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হওয়াই যেন অনেক ক্ষেত্রে অপরাধে পরিণত হচ্ছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে দীপু দাসকে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা মানবতার অবক্ষয়ের আরও এক ভয়ংকর চিত্র। আইন, প্রশাসন ও সামাজিক মূল্যবোধ - সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষ যখন মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে পারে, তখন তা শুধু একটি হত্যাকাণ্ড থাকে না, তা হয়ে ওঠে গোটা সমাজের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অভিযোগপত্র।

এই দুই ঘটনা আলাদা দেশ ও আলাদা প্রেক্ষাপটে ঘটলেও তাদের মূলে রয়েছে একই ব্যাধি- সহিষ্ণুতার অভাব, মানবিকতার চরম অবক্ষয় এবং ক্রমবর্ধমান হিংস্রতা। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা বাড়লেও সমাজের বড় অংশ ধীরে ধীরে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। নৃশংসতা যেন আমাদের কাছে 'স্বাভাবিক খবর' হয়ে উঠছে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়াবহ ইঙ্গিত।

যে সমাজে মানুষ নিরাপদ নয়, যেখানে প্রতিবাদ মানেই মৃত্যুর ঝুঁকি, সেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অর্থহীন শব্দে পরিণত হয়। অ্যাঞ্জেল ও দীপুর মৃত্যু আমাদের বাধ্য করছে আয়নায় নিজেদের মুখ দেখতে। আমরা কী এমন এক সমাজ গড়ে তুলছি, যেখানে মানবতার কোনও স্থান নেই?

এখনও সময় আছে। সময় আছে ঘুরে দাঁড়ানোর, সহিংসতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার, প্রশাসনিক ব্যর্থতার জবাবদিহি চাওয়ার এবং সর্বোপরি মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। নচেৎ মানবতা শুধু বিপন্ন থাকবে না- একদিন তা ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া এক শব্দে পরিণত হবে।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বিপন্ন সরকারি শিক্ষা : অনুদান বনাম রাজনীতি

১৫ বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়লেও বিদ্যালয়ের সংগৃহীত অর্থে মরচে ধরেছে। বাংলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সংকটে।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সময় বহমান, কিন্তু সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের ঘড়ি যেন এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ২০১১ সালে বিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক ফি বাবদ ২৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছিল। আজ ২০২৬ সালেও সেই অঙ্কের কোনও পরিবর্তন হয়নি। মাসে মাত্র ২০ টাকা খরচে পড়াশোনার কথা শুনতে শুনতে আমরা আত্মতৃপ্তি পেতে পারি, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। গত ১৫ বছরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়লেও বিদ্যালয়ের সংগৃহীত অর্থে মরচে ধরেছে। এই অসামঞ্জস্য আজ বাংলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

হিসেব বলছে, বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ধরলেও ২০১১ সালের ২৪০ টাকার বর্তমান ক্রয়ক্ষমতা হওয়া উচিত অন্তত ৫০০ টাকা। অর্থাৎ আজ যে শিক্ষার্থীকে মাসে ২০ টাকা দিতে হচ্ছে, বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে তা হওয়া উচিত ছিল কমপক্ষে ৪০ টাকা। অথচ আয়ের পথ সীমিত রেখে সরকার উলটে কমিয়ে দিয়েছে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বরাদ্দ 'কম্পোজিট গ্রান্ট'। আগে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হত, বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশে। সহজ কথায়, পাঁচ বছর আগে বিদ্যালয় চালাতে সরকার যেখানে ১০০ টাকা খরচ করত, এখন দিচ্ছে মাত্র ২০ থেকে ২৫ টাকা। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই সরকারের এই আর্থিক অনীহা বা ঔদাসীন্য আজ স্পষ্ট।

- এআই

সরকারের যুক্তি হল, তারা শিক্ষার্থীদের জন্য কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজ সাথী বা 'তরুণের স্বপ্ন'-এর মতো জনমোহিনী প্রকল্পগুলিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। সরাসরি পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে সরকার রাজনৈতিক বাহবা কুড়ালেও, বিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানটির মেরুদণ্ড গড়ার দিকে তাদের নজর নেই। বিদ্যালয় পরিচালনার মূল রসদ জোগাতে সরকার আজ বিমুখ। ফলে পনেরো বছর আগের তুলনায় বর্তমানের আকাশছোঁয়া দামের কাগজ, কালি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রীর ভার বইতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আগে একাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নিজস্ব খরচে সরবরাহ করত, আজ সেই দায়িত্বও বিদ্যালয়ের ঘাড়ে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র তৈরি, এমনকি বর্তমানের পাঁচ পাতার ডিজিটাল মার্কশিট প্রিন্ট করার খরচও বিদ্যালয়কেই বহন করতে হয়। অথচ সরকার শিক্ষাসামগ্রীর ওপর জিএসটি ট্যাক্স আদায় করতে পিছপা হচ্ছে না। যে রাসায়নিকের দাম কয়েক বছর আগে ১০০ টাকা ছিল, তা আজ ৪০০ টাকা। প্রিন্টারের কালি থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ— সব খরচ বাড়লেও সরকারি অনুদান তলানিতে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নাইট গার্ড বা সাফাইকর্মী রাখার ন্যূনতম খরচটুকুও সরকার দেয় না। অথচ সারাবছরের পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি মেরামত থেকে শুরু করে সরস্বতীপুজোর আয়োজন— সব দায়ভারই বিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিলের ওপর নির্ভরশীল। এই অবস্থায় কোনও কোনও বিদ্যালয় ফি বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে, যা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ও আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আন্দোলনের অভিমুখ শুধু বিদ্যালয়ের দিকে না হয়ে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে হওয়া প্রয়োজন। সরকার চাইলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই পারে, কিন্তু তার জন্য আগে বিদ্যালয়ের প্রাপ্য ফান্ড নিশ্চিত করতে হবে। নচেৎ পরিকাঠামোগত অভাবে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা অচিরেই শুকিয়ে মরবে। শিক্ষার পরিবেশ পুনরুদ্ধারে আজ ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ঐক্যের ভিত্তিতে এক বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। গণিতের প্রণালী ৪। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচয়িতা ঋষিবিশেষ ৫। নিঃশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হলে নিঃশ্বাস গ্রহণের চেষ্টায় মুখ ব্যাদান ৭। শ্বেতপদ্ম, শালুক ৮। টাটকা, সজীব ৯। ক্রমাগত কাশি বা হাসির শব্দ ১১। রামায়ণোক্ত রক্ষসবিশেষ ১৩। জাম, পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম ১৪। অকারণে বেশি কথা বলে এমন ১৫। পালকির আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। ইচ্ছা অনুযায়ী, ইচ্ছাধীন ২। দোষ, অপরাধ ৩। জাতের ভেদাভেদ ৬। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নদীবিশেষ, শ্রীরাধিকার জনৈক সখী ৯। যে জমির কর দিতে হয় ১০। কোমরের বাত বা বেদনা ১১। ছোট মালশা ১২। চণ্ডীদেবী, স্ত্রী লোক।

সমাধান ■ ৪৩৩৫

পাশাপাশি : ১। বাসভূমি ৩। তরিকা ৫। নিদানকাল ৭। চিতই ৯। নারান ১১। মতবিরোধ ১৪। বসতি ১৫। কন্যাপক্ষ।

উপর-নীচ : ১। বালামচি ২। মিলনি ৩। তর্জন ৪। কামিল ৬। কামরা ৮। তলিত ১০। নলিনাক্ষ ১১। মচ্ছব ১২। বিভূতি ১৩। ধনিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসন

দিল্লির শুধু উদ্বেগ, নিন্দা নেই

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে এখন বারুদের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কার্যত ধুঁকছে ভেনেজুয়েলা। সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তার করে নিউ ইয়র্কে তুলে নিয়ে গিয়েছে আমেরিকা। তাঁর বর্তমান ঠিকানা এখন মার্কিন জেলখানা। লাতিন আমেরিকার এই বামপন্থী দেশে মার্কিন আগ্রাসন নিয়ে গোটা বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু এই উত্তাল সময়ে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের অবস্থান কী?

সাউথ ব্লক থেকে প্রথমে ভেসে এল কেবল একটি নিরামিষ সতর্কবার্তা- 'ভারতীয়রা এখন ভেনেজুয়েলা যাবেন না।' পরে বিদেশমন্ত্রক জানাল, তারা এই ঘটনায় 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন' এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। ভারত সব পক্ষকে সংযত থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আলোচনার টেবিলে বসে মিটমাট করার পরামর্শও দিয়েছে। কিন্তু কূটনীতিক মহলের মতে, এই 'উদ্বেগ' আর 'নিন্দা'র মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, তা বুঝতে কোনও রকেট সায়েন্স জানার প্রয়োজন নেই।

অথচ ভারতের সঙ্গীদের দিকে তাকালে ছবিটা সম্পূর্ণ উলটো। ব্রিকসের অন্যতম শরিক চিন, রাশিয়া এবং ব্রাজিল সরাসরি আমেরিকার এই কাজকে 'সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন' বলে তোপ দেগেছে। তারা পরিষ্কার বলেছে, গায়ের জোরে সরকার বদল আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী।

সঙ্গীরা যেখানে সরব, সেখানে নয়াদিল্লি হেঁটেছে অত্যন্ত মেপে।

'বিশ্বগুরু' মোদি সরকারের বয়ানে নেই 'আগ্রাসন' বা 'হামলা'র মতো শব্দ, নেই সরাসরি ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনাও। আছে কেবল হিংসা বন্ধ করে শান্তির পোশাকি পরামর্শ। প্রশ্নটা তাই উঠছেই—ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত হওয়ার দিনে ভারতের এই ভারসাম্যের কূটনীতি কি আসলে ট্রাম্পকে না চটানোর কৌশল? ওয়াশিংটনের সঙ্গে কৌশলগত বন্ধুত্ব আর গ্লোবাল সাউথের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি—এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়েই কি ভারতের নীতি এখন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'? ভারতের সবথেকে বড় সমস্যা হল তারা এখন কোন পক্ষে থাকবে, সেটাই ক্রমশ ধন্দে পরিণত হচ্ছে। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে চিন-রাশিয়া। দু'টি ব্লকের সঙ্গেই ভারতকে নিজের স্বার্থে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে ভেনেজুয়েলাকে নিশানা করেছে, তাতে ওয়াশিংটনকে চটাতে নারাজ নয়াদিল্লি।

একটা সময় ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ভারতের তেল ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ভারত ছিল ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের অন্যতম বড় ক্রেতা। কিন্তু ২০১৯ সালের পর থেকে পরিস্থিতি বদলায়। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার জেরে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল আমদানি কমাতে হয় ভারতকে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণও কমেছে। কিন্তু ভেনেজুয়েলার হাতে অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডার রয়েছে। তার দখল নিতে মরিয়া ট্রাম্প। যা মস্কো, বেজিংয়ের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। ফলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংঘাত চরমে উঠতে পারে বিশ্বে। সেক্ষেত্রে ভারত কোনদিকে ঝুঁকবে, তা এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন। তাই আপাতত সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই মোদি সরকারের।

- এই ঘটনায় 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন' এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে
- ভারতীয়রা এখন ভেনেজুয়েলা যাবেন না
- ভারত সব পক্ষকে সংযত থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি আলোচনার টেবিলে বসে মিটমাট করার পরামর্শও দিয়েছে

আমেরিকার দাদাগিরির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষ। কারাকাসে।

অন্ধকার কারাকাসে ঘরবন্দি ভারতীয়রা

কারাকাস, ৪ জানুয়ারি : চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে চক্কর কাটছে মার্কিন যুদ্ধবিমান। আচমকা গর্জে উঠছে ক্ষেপণাস্ত্র। ভেনেজুয়েলার আকাশসীমায় ঢুকে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক বন্দি করে আমেরিকায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে মার্কিন ডেল্টা ফোর্স। এই পরিস্থিতিতে কার্যত 'অভিভাবকহীন' ভেনেজুয়েলায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা আতঙ্কের প্রহর গুনছেন। মার্কিন হামলায় ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ভেনেজুয়েলার বিদ্যুৎ গ্রিড এবং বিমানবন্দর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। রাজধানী কারাকাসের বিশাল অংশ এখন বিদ্যুৎহীন। এই অবস্থায় কারাকাসে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক সুনীল মালহোত্রার কথায় উঠে এসেছে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'পুরো শহর এখন অন্ধকারে ডুবে। খাবারের দোকান থেকে শুরু করে ওষুধ-সব কিছুর জন্যই মাইলের পর মাইল লম্বা লাইন। পাউরুটি জোগাড় করতেও ৫০০-৬০০ জন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন।' সুনীল বলেন, 'আমেরিকা কারাকাসের বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে। শহরের ১০০ কিলোমিটার দূরে দেশের বৃহত্তম বিমানঘাঁটি রয়েছে। সেখানেও হামলা করা হয়েছে। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে ফুয়ের্তে তিউনাতে।' বিদ্যুৎ না থাকায় বিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট এবং মোবাইল সংযোগও। সুনীল জানিয়েছেন, ফোনের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা কার্যত গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শহরের এক প্রান্তে 'হট-ডগ' বিক্রেতাদের চুরির লাইনে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে মোবাইল চার্জ দিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন তাঁরা। প্রেসিডেন্ট মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে ট্রাম্পের প্রশাসন। মার্কিন অভিযানের পর থেকেই ভেনেজুয়েলার রাস্তায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠী 'কোলেক্তিভোস'। স্থানীয় পুলিশ লোকজনকে বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ করছে।

সুনীল মালহোত্রা বলেন, '২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের স্মৃতি এখনও মানুষের মনে দগদগে। সে সময় মিছিলে গিয়ে কত কিশোর প্রাণ হারিয়েছিল। তাই এখন আর কেউ প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামছে না। সবাই কেবল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘরে সিঁটিয়ে আছে।' কারাকাসে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন এখন ভেনেজুয়েলায় না যান। সেখানে থাকা ভারতীয়দের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

বিপর্যস্ত কারাকাস। রাস্তায় ঠাঁই সাধারণ মানুষের।

ট্রাম্পের নিন্দায় কমলা, মামদানি

আমেরিকাতেও প্রতিবাদ মানুষের

নিউ ইয়র্ক, ৪ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে সরব চিন, রাশিয়া, কলম্বিয়া সহ বিশ্বের একাধিক দেশ। কিন্তু ওই কীর্তির কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন নিজের দেশের সহনাগরিকদের যাবতীয় সমালোচনা, আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। ওয়াশিংটন, শিকাগো সহ মার্কিন মুলুকের একাধিক শহরে ট্রাম্প সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও শুরু হয়েছে।

ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব ডেমোক্র্যাটরা। তাঁদের নেত্রী তথা প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস থেকে শুরু নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র জোহরান মামদানি, প্রত্যেকের গলাতেই শোনা গিয়েছে ট্রাম্পের নিন্দা। কমলা বলেন, 'ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ কখনও আমেরিকাকে সুরক্ষিত বা শক্তিশালী করবে না। মাদুরোকে নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী, অবৈধ শাসক বলে ট্রাম্প কখনও এই ধরনের হামলায় যুক্তি খাড়া করতে পারবেন না।' ভেনেজুয়েলার তেলের জন্যই এই সংঘাত বলে জানিয়েছেন কমলা। অপরদিকে জোহরান মামদানি বলেন, 'ভেনেজুয়েলার মতো একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনার এই একতরফা হামলা যুদ্ধাপরাধ। এভাবে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা শুধু বিদেশে বসবাসকারীদের ওপরই নয়, নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের বিশেষ করে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের ওপর প্রভাব ফেলবে।'

মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করে তুলে নিয়ে আসারও নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পকে ফোন করে নিজের বিরোধিতার কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েও দিয়েছেন মামদানি। মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে নিউইয়র্ক সিটিতেই আনা হয়েছে। তাঁদের ব্রুকলিন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। মামদানি জানিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন নিউইয়র্কের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং জোর দেবে নিরাপত্তার ওপরে। এদিন ওয়াশিংটন ও শিকাগোর রাস্তায় ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সেনা আগ্রাসনের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখান। মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই এই আগ্রাসন চালানো হয়েছে বলে অনেকের মত। তাতে ক্ষুব্ধ মার্কিন নাগরিকরা। বিক্ষোভকারীদের মতে, ভেনেজুয়েলার বিপুল তেলভান্ডারের দখল নিতেই ওই আগ্রাসন চালিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাই শুধু মার্কিন মুলুকেই নয়, বিশ্বের আরও কিছু শহরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। প্যারিসে বিক্ষোভকারীরা আমেরিকার পতাকায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নিউ ইয়র্কে।

> মার্কিন সেনার একতরফা হামলা যুদ্ধাপরাধ। এভাবে শাসনব্যবস্থা পালটানোর চেষ্টা শুধু বিদেশে বসবাসকারীদের ওপর নয়, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দাদের বিশেষত ভেনেজুয়েলানদের ওপর প্রভাব ফেলবে।
>
> **জোহরান মামদানি**

> ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ কখনও আমেরিকাকে সুরক্ষিত বা শক্তিশালী করবে না। মাদুরোকে নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী, অবৈধ শাসক বলে ট্রাম্প কখনও এই ধরনের হামলায় যুক্তি খাড়া করতে পারবেন না।
>
> **কমলা হ্যারিস**

ঠান্ডার মধ্যে... রবিবার প্রয়াগরাজে।

দম্পতির দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : দিল্লির শাহদারা এলাকায় রহস্যজনক মৃত্যু এক বৃদ্ধ দম্পতির। মৃতরা হলেন, বীরেন্দ্র কুমার বনসল ও পরবেশ বনসল। বীরেন্দ্র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আবাসনের চতুর্থ তলার ঘর থেকে দেহ দুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন দম্পতির ছেলে। তিনি জানান, বাবা-মায়ের দেহ আলাদা দুটি ঘরের মেঝেতে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বীরেন্দ্রর মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, খুন করা হয়েছে দম্পতিকে। ডাকাতির সম্ভাবনাও রয়েছে। দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

নেটওয়ার্কের খোঁজে

নয়ডা, ৪ জানুয়ারি : কথা বলার সময় ফোন আউট অফ নেটওয়ার্ক হয়ে গিয়েছিল। তাই ঘর থেকে বারান্দায় এসেছিলেন। কিন্তু অসাবধানতায় পড়ে যান বহুতলের ১৮ তলার বারান্দা থেকে। নয়ডার ঘটনা। মৃত অজয় গর্গ (৫৫) ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মী। স্ত্রীর সঙ্গে নয়ডার সেক্টর-১০৪-এর একটি আবাসনে থাকতেন অজয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মাটিতে অজয়ের নিথর দেহ পড়েছিল। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফের প্যারোল রাম রহিমের

চণ্ডীগড়, ৪ জানুয়ারি : ফের কারামুক্ত হতে চলেছেন ডেরা সাচ্চা সওদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। রবিবার হরিয়ানা প্রশাসন তাঁকে ৪০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করেছে। ২০১৭ সালে ধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে গত ৮ বছরে ১৫ বার প্যারোল পেলেন। জানা গিয়েছে, তিনি বাঘপত আশ্রম অথবা সিরসার ডেরা সদর দপ্তরে কাটাবেন।

অবৈধ পাথর খাদানে বিস্ফোরণ, মৃত ২

ভুবনেশ্বর, ৪ জানুয়ারি : ওড়িশার ঢেঙ্কানলের গোপালপুর গ্রামের কাছে একটি অবৈধ পাথর খাদানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে দুই শ্রমিকের। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছেন অনেকে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শ্রমিকরা খনন কাজ চালানোর সময় খনির একটি বড় অংশ ধসে পড়ে। বিস্ফোরণের শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকল। আনা হয় ডগ স্কোয়াডও। রাতের অন্ধকারে উদ্ধারকাজে সমস্যা হলেও রবিবার ভোর থেকে পুরোদমে কাজ শুরু করেছে সাতটি উদ্ধারকারী দল। তবে বিশালাকার পাথর সরাতে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের।

বিপর্যয়ের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঢেঙ্কানলের জেলা শাসক আশিস ঈশ্বর পাতিল এবং এসপি অভিনব সোনকার। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। সমাজমাধ্যমে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ঢেঙ্কানলের এই ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ঠিক কী কারণে এবং কোন পরিস্থিতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখার জন্য উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি শ্রমিকদের সুরক্ষা বিধি মানা হচ্ছিল কি না, তাও দেখা দরকার।'

এই পাথর খাদানে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর এই খাদানটি বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করেই কাজ চলছিল।

ঘটনাস্থল থেকে মৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার। রবিবার ঢেঙ্কানলে।

মাস্কের ফ্রি ইন্টারনেট

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর গ্রেপ্তারির পর বিদ্যুৎহীন কারাকাসের একাধিক এলাকা। ভেঙে পড়েছে সেদেশের ইন্টারনেট ব্যবস্থা। এই অবস্থায় ভেনেজুয়েলাবাসীকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিনামূল্যে হাইস্পিড ইন্টারনেট দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন স্পেসএক্স কর্তা এলন মাস্ক। স্টারলিংকের মাধ্যমে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। সংস্থার তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিষয়টা জানানো হয়েছে।

সেনা ভবনে রাজ

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি : বছর কুড়ি পর শিবসেনার সদর দপ্তর সেনা ভবনে উপস্থিত হলেন রাজ ঠাকরে। রবিবার বিকালে সেনা ভবনে এসে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'মনে হচ্ছে যেন জেল থেকে বেরোলাম।' আসন্ন বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচনে ভাই উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে একসঙ্গে লড়বেন রাজ। এদিন শিবসেনা ইউবিটি ও এমএনএস তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। সেনা ভবনে উপস্থিত হয়ে তিনি আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, আজ প্রথমবার নতুন ভবনটি দেখছি।

জেলেনস্কি কথায় পুতিন চর্চা

কিভ, ৪ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে সস্ত্রীক সেদেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তাঁদের শোওয়ার ঘর থেকে বন্দী করে তুলে নিয়ে গিয়েছে আমেরিকার ডেল্টা ফোর্স। ভেনেজুয়েলার ঘটনায় ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি। সেইসঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই ধরনের অভিযানের পরবর্তী লক্ষ্য বলে আকারে ইঙ্গিতে খোঁচাও দিয়েছেন তিনি। জেলেনস্কি বলেন, 'যদি এভাবে (ভেনেজুয়েলার ঘটনা) মাদুরোর মতো একনায়কদের মোকাবিলা করা যায় তাহলে এর পরে কী করতে হবে আমেরিকা জানে।' তিনি মুখে না বললেও জেলেনস্কি যে পুতিনকেই ঘুর পথে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন সেটা স্পষ্ট। রাশিয়া অবশ্য ভেনেজুয়েলার ঘটনায় মার্কিন পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে। মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার দাবিও তুলেছে মস্কো। কিন্তু ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ গত চার বছর ধরেই চলছে। টানাপোড়েন এখনও থামেনি।

> যদি এভাবে (ভেনেজুয়েলার ঘটনা) মাদুরোর মতো একনায়কদের মোকাবিলা করা যায় তাহলে এর পরে কী করতে হবে আমেরিকা জানে।
>
> **ভোলোদোমির জেলেনস্কি**

অসমের দায়িত্বে প্রিয়াংকা, আশার আলো দেখছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি ও গুয়াহাটি, ৪ জানুয়ারি : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতকে কংগ্রেসমুক্ত করার স্বপ্ন সফল করেছিল বিজেপি। এবার ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার নেতৃত্বে অসমকে বিজেপি-মুক্ত করার সংকল্প হাতে নিল কংগ্রেস। আসন্ন বিধানসভা ভোট উপলক্ষ্যে রবিবার অসম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরির জন্য স্ক্রিনিং কমিটির ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। তাতে অসমের জন্য গঠিত স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে। এই প্রথম নেহরু-গান্ধি পরিবারের কোনও সদস্যকে স্ক্রিনিং কমিটির চেয়ারপার্সন পদে নিয়োগ করা হল। এর ফলে আসন্ন বিধানসভা ভোটে অসমে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার পাশাপাশি কাদের সঙ্গে জোট হবে এবং কারা কতগুলি আসনে প্রার্থী দেবে সেই সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রিয়াংকা। তাঁর সঙ্গে ওই কমিটিতে রাখা হয়েছে দলের লোকসভার দুই সাংসদ ইমরান মাসুদ ও সপ্তগিরি শংকর উলাকা এবং সিরিভেলা প্রসাদকে।

গত ১০ বছর ধরে অসমের মসনদের বাইরে রয়েছে হাত শিবির। গোষ্ঠীকোন্দল, দলে ভাঙনের মতো একাধিক সমস্যায় জর্জরিত তারা। হিমন্তের নেতৃত্বে বিজেপি ক্রমাগত অসমে শক্তিবৃদ্ধি করছে তখন কংগ্রেস ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থায় প্রিয়াংকার নেতৃত্বে অসমে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে কংগ্রেস। যদিও কাজটি যে সহজ নয় সেটা কংগ্রেসের অজানা নয়। এর আগে ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসকে ঘুরে দাঁড় করানোর সক্রিয় চেষ্টা করেছিলেন প্রিয়াংকা। কিন্তু সেবার হিন্দি বলয়ের সবথেকে বড় রাজ্যের বিধানসভা ভোটে মোট ৪০৩টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসন জিততে সক্ষম হয়েছিল কংগ্রেস। তখন প্রিয়াংকার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু দাদা রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া কেরলের ওয়েনাড লোকসভা আসনে উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকে সংসদে রাজীব-সোনিয়া তনয়ার রীতিমতো ঝোড়ো ইনিংস খেলতে শুরু করেছেন। তাঁর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধির ছায়া দেখা যায় বলে অনেকেই দাবি করেন। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছায়া থেকে বেরিয়ে প্রিয়াংকার এহেন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তোলার প্রয়াস দেখে কংগ্রেসের অনেকেই তাঁকে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলে মনে করছেন। এবার তাঁর সেই তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে অসমের মাটিতে ব্যবহার করে বিজেপিকে কুর্সিচ্যুত করতে চাইছে কংগ্রেস। নাম ঘোষণা না করলেও দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে লোকসভায় রাহুলের ডেপুটি গৌরব গগৈ এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন। দেখার বিষয়, প্রিয়াংকা-গৌরব জুটি অসমে হাতের সুদিন ফেরাতে সক্ষম হন কিনা।

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

ববিতা দে, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

২০২৬-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা আসন্ন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিয়ে পড়ে নিতে হবে। বিশেষ করে ইতিহাসের প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে প্রত্যেকটি লাইন খুব মন দিয়ে পড়তে হবে। সব ছোট প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে হলে বই পড়াটা অত্যন্ত জরুরি। তবে মাঝারি এবং বড় প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য পাঠ্যবই সহ অতিরিক্ত কিছু বইয়ের সহায়তায় নোটস তৈরি করে নিলে পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভালোভাবেই নেওয়া যাবে। ইতিহাস প্রশ্নপত্রে তিনটি বড় প্রশ্ন দেওয়া হয়। প্রত্যেকটির মান ৮ থাকে। যে কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়। প্রথম অধ্যায় এবং অষ্টম অধ্যায় থেকে কোনও বড় প্রশ্ন দেওয়া হয় না। ২০২৬-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাব্য কিছু বড় প্রশ্ন (মান ৮) দেওয়া হল।

● উনিশ শতকে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজগুলির ভূমিকা কীরূপ ছিল?

● ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথা বিরোধী প্রচেষ্টাগুলির পরিচয় দাও। রামমোহন রায় কীভাবে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন?

● নবজাগরণ বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা করো? এই নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাগুলি কী ছিল?

● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই বিষয়ে তিনি কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন?

● সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে বিশেষত নারীশিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করো।

● উচ্চশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করো।

● পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকাশে ডেভিড হেয়ার ও বেথুন সাহেবের অবদান সম্পর্কে লেখো।

● নীল বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা করো। ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে যা জানো লেখো।

● 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কীভাবে জাতীয়তাবাদের রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

● উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।

● 'সভা সমিতির যুগ' বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে 'হিন্দুমেলার' অবদান কী ছিল?

● ছাপা বইয়ের সঙ্গে বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক কী ছিল?

● বাংলায় ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। হ্যালহেডের 'এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বাংলা ছাপাখানার বিকাশে চার্লস উইলকিনসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

● বিংশ শতকের ভারতে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা আলোচনা করো।

● বারদৌলি আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তোমার কি মনে হয় যে এই আন্দোলন ভূমিহীন কৃষক শ্রেণি এবং কৃষিশ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সফল হয়েছিল?

● বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল? তাদের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কী?

● সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা কী ছিল?

● বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

ভৌতবিজ্ঞান সাজেশান

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

পর্যায় সারণি ও মৌলদের ধর্মের পর্যাবৃত্ততা

প্রশ্নমান 3

1. মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা বলতে কী বোঝো? মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতার সঙ্গে জারণ ধর্মের সম্পর্ক কী?

2. X, Y ও Z মৌলগুলির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 10, 12 ও 17।
(a) Z মৌলটি দীর্ঘ পর্যায় সারণির কোন শ্রেণিতে অবস্থিত?
(b) কোন মৌলটির বিজারণ ধর্ম সবচেয়ে বেশি?
(c) কোনটির আয়নীভবন বিভব সর্বোচ্চ?

3. হ্যালোজেন মৌল কাদের বলে? হ্যালোজেন মৌলগুলির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

4. ক্ষারীয় মৃত্তিকা মৌল কাদের বলে? জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় এরা কী উৎপন্ন করে? একটি ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলের উদাহরণ দাও।

5. সুপার হ্যালোজেন মৌল কাকে বলা হয় এবং কেন বলা হয়?

6. মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণি অপেক্ষা দীর্ঘ পর্যায় সারণি অধিক গ্রহণযোগ্য কেন?

7. কোনও মৌলের পরমাণুর আয়নাইজেশন শক্তি কাকে বলে? B, N, C ও O-কে আয়নাইজেশন শক্তির ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও।

8. সন্ধিগত মৌলগুলি পর্যায় সারণির কোথায় অবস্থিত? এদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

9. মৌলের জারণ ও বিজারণ ক্ষমতা বলতে কী বোঝো? পর্যায় সারণিতে পর্যায় ও শ্রেণি বরাবর এই ধর্ম কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

10. মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম বলতে কী বোঝায়? একটি ধর্মের উল্লেখ করো যেটি পর্যাবৃত্ত নয়।

আয়নীয় ও সমযোজী বন্ধন

প্রশ্নমান 2

1. A ও B মৌল দুটির পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 8 ও 13। পরমাণু দুটির দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত ও প্রকৃতি লেখো।

2. উদাহরণ সহ সমযোজ্যতা ও সমযোজী যৌগের সংজ্ঞা দাও।

3. অষ্টক সূত্র বলতে কী বোঝায়? কোন মৌল পর্যন্ত অষ্টক সূত্র প্রযোজ্য?

4. সোডিয়াম ক্লোরাইডের বন্ধন Na–Cl হিসাবে প্রকাশ করা যায় না কেন?

5. নিম্নলিখিত যৌগগুলির লুইস-ডট গঠন চিত্র অঙ্কন করো।
নাইট্রোজেন, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন, মিথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, জল।

6. সমযোজী যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের মান সাধারণত কম হয় কেন?

7. HCl গ্যাস তড়িৎ পরিবহণ করে না, কিন্তু HCl -এর জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহণ করে কেন?

8. Na ও Na+ এর মধ্যে কোনটি বেশি সুস্থিত ও কেন?

9. তড়িৎযোজী যৌগে প্রকৃত অণুর অস্তিত্ব নেই কেন?

10. তড়িৎযোজী ও সমযোজী যৌগের দুটি পার্থক্য লেখো।

তড়িৎপ্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া

প্রশ্নমান 3 :

1. ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ এবং তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎবিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহণের পার্থক্য লেখো।

2. গলিত খাদ্যলবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোড ও অ্যানোডে কী কী উৎপন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করো।

3. তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি সংক্ষেপে লেখো।

4. কপার তড়িদ্দার ব্যবহার করে কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

5. প্ল্যাটিনাম তড়িদ্দারের সাহায্যে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িদ্দারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো। এই তড়িৎ বিশ্লেষণে জলে সামান্য অ্যাসিড বা লবণ মেশানো হয় কেন?

6. তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

7. দেখাও যে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে বিজারণ ও অ্যানোডে জারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

8. মৌলিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্ভব কি? ব্যাখ্যা করো।

9. NaCl -এর জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ হয় কিন্তু চিনির দ্রবণে হয় না কেন?

10. তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় গলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎবিশ্লেষ্যের দ্রবণে অসংখ্য ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন থাকলেও দ্রবণটি তড়িৎ-প্রশম হয় কেন?

পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক শিল্পে অজৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে দেখাও যে, অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী।

2. লাইকার অ্যামোনিয়ার বোতলকে খোলার আগে ঠান্ডা করে নেওয়া উচিত কেন?

3. রুপোর তৈরি অলংকার কিছুদিন ব্যবহারের পর কালো হয়ে যায় কেন?

4. সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে যে কালো রঙের অধঃক্ষেপ পড়ে তার নাম ও সংকেত লেখো।

5. হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্তুতিতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না কেন?

6. সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে সরাসরি জলে দ্রবীভূত করে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয় না কেন?

7. নাইট্রোলিম প্রস্তুতির শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

8. হাইড্রোজেন সালফাইডের বিজারণ ধর্মের বিক্রিয়ার উদাহরণ সমিত সমীকরণ সহ লেখো।

9. ক্লোরিন জলে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস চালনা করলে কী ঘটে সমীকরণ সহ লেখো।

10. নেসলার বিকারক কী?

প্রশ্নমান 3

1. হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদনের শর্ত ও বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো।

2. লা-ব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণ দাও।

3. স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্ত সহ সমীকরণগুলি লেখো।

4. অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতির নীতি ও সমীকরণ লেখো।

5. পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতির নীতি, সমিত সমীকরণ ও গ্যাস সংগ্রহ পদ্ধতি লেখো।

6. নাইট্রোজেন গ্যাসকে শনাক্ত করবে কীভাবে? তরল নাইট্রোজেন কী?

7. অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হালকা তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো।

8. কীভাবে প্রমাণ করবে যে হাইড্রোজেন সালফাইডে হাইড্রোজেন ও সালফার আছে?

9. পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থেকে কীভাবে জলীয় বাষ্প, অ্যাসিড বাষ্প ও হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করবে?

10. পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্তুত প্রণালীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করো –
প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানসমূহ, বিক্রিয়ার শর্ত ও সমীকরণ।

ধাতুবিদ্যা

প্রশ্নমান 2

1. খনিজ মল কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

2. 'সব আকরিকই খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নয়' - ব্যাখ্যা করো।

3. সংকর ধাতু ব্যবহারের সুবিধাগুলি লেখো।

4. অ্যামালগাম বা পারদ-সংকর কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

5. কপারের পাত্র আর্দ্র বায়ুতে ফেলে রাখলে সবুজ ছোপ পড়ে কেন?

6. থার্মিট পদ্ধতি কী? এর একটি ব্যবহার লেখো।

7. থার্মিট পদ্ধতির নীতি বিক্রিয়া সহ লেখো।

8. ক্লোরাইড আয়নের উপস্থিতি লোহায় মরচে পড়াকে কীভাবে ত্বরান্বিত করে?

9. Na, Mg, Ca প্রভৃতি ধাতুগুলিকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না কেন?

10. লোহার মরিচা পড়া রোধে জিঙ্ক লেপন না টিন লেপন – কোনটি বেশি উপযোগী ও কেন?

জৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2 :

1. কার্বন পরমাণু ক্যাটিনেশন ধর্ম প্রদর্শনে সক্ষম কেন?

2. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ বলতে কী বোঝায়?

3. কার্যকরী মূলক কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

4. সমগণীয় শ্রেণির যে কোনও দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

5. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

6. গঠনগত সমাবয়বতা ও অবস্থানঘটিত সমাবয়বতার উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দাও।

7. অ্যালকাইন কী? এর সাধারণ সংকেত লেখো।

8. ইথিলিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার শর্ত সহ সমীকরণ দাও।

9. Na দ্বারা ইথানল শুষ্ক করা যায় না কিন্তু ডাই মিথাইল ইথার শুষ্ক করা যায় কেন?

10. টেফলনের মনোমারের নাম ও সংকেত লেখো। টেফলনের ব্যবহার উল্লেখ করো।

প্রশ্নমান 3 :

1. জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের ধর্মের পার্থক্যগুলি লেখো।

2. কার্বনের চতুস্তলকীয় মডেল অনুসারে মিথেন অণুর গঠন ব্যাখ্যা করো।

3. মিথেনের শিল্প উৎস ও এর প্রধান ব্যবহার লেখো।

4. ইথিলিনের পলিমারিজেশন বিক্রিয়ার শর্ত সহ সমীকরণ দাও।

5. ক্লোরিনের সঙ্গে মিথেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার শর্ত কী? বিক্রিয়ার সবগুলো ধাপের সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো।

6. অ্যালকেন কাকে বলে? এর সাধারণ সংকেত লেখো। সরলতম অ্যালকেনের নাম লেখো।

7. এস্টারিফিকেশন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

8. ইথেনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কিন্তু ইথিলিনকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন?

9. বায়োগ্যাস বলতে কী বোঝো? বায়োগ্যাসে সব থেকে বেশি কোন গ্যাসীয় উপাদান থাকে?

10. রেকটিফায়েড স্পিরিট কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

নিরলস পরিশ্রমে সাফল্য

২০২৫ মাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী অনিন্দিতা সরকার ভৌতবিজ্ঞানে ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **অনিন্দিতা সরকার।**

২০২৬ সালে আমার প্রিয় ভাইবোনেরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ প্রথমেই তোমাদের সকলের জন্য রইল আমার শুভকামনা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পথে যাত্রা করছ তোমরা। আশা করি, তোমাদের প্রস্তুতিও তুঙ্গে। আমি এই মুহূর্তে মাধ্যমিক 'ভৌতবিজ্ঞান'-বিষয়ের ওপর ঠিক কেমনভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তা তোমাদের সকলের সামনে তুলে ধরলাম।

■ **সিলেবাস ও নম্বর বিভাজন সম্পর্কিত ধারণা :-**

প্রথমেই মাধ্যমিক পরীক্ষার 'ভৌতবিজ্ঞান' বিষয়ের পূর্ণ সিলেবাসটি ভালোমতো বুঝে নিয়েছিলাম। কোন কোন অধ্যায় থেকে বেশি নম্বরের প্রশ্ন আসে তা জানা ভীষণ জরুরি। এছাড়াও আমি বলব, অধ্যায়ের ভিতরে প্রবেশ করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করবে সবসময়।

■ **পাঠ্যগ্রন্থের গুরুত্ব :-**

'ভৌতবিজ্ঞান'- নামটির মধ্যেই কেমন যেন ভয় লুকোনো আছে তাই না। কিন্তু বিশ্বাস করো, যদি কোনও ছাত্র বা ছাত্রী ভালোবেসে ও মনোযোগ সহকারে এই বিষয়টি পড়ে এবং সারাবছর ধরে পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়ে, তবে পরীক্ষায় সে ভালো মার্কস তুলতে অবশ্যই সক্ষম হবে। কেননা পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই।

■ **শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাইডলাইন অনুসরণ করা :-**

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তো সারাবছর ধরে তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এছাড়াও তোমরা প্রত্যেকেই নিশ্চয় কোনও না কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে এই বিষয়টি পড়ছ। সেক্ষেত্রে আমি বলব তাঁরা যেভাবে পরামর্শ দেবেন এই বিষয়টির ওপর, সবসময় তাঁদের কথা মেনে চলবে। তাঁরা যেভাবে বলবেন ঠিক সেভাবেই এই বিষয়টির ওপর প্রস্তুতি নেবে।

■ **মডেল প্রশ্নপত্র সমাধান :-**

বিগত বছরের প্রশ্নপত্রগুলো (প্রায় পাঁচ বছর) এবং তার সঙ্গে মক টেস্টের প্রশ্নপত্রগুলো সমাধান করা প্রয়োজন। এটি তোমাদের প্রশ্নপত্রের ধরন বুঝতে সাহায্য করবে এবং সময় ব্যবস্থাপনার অভ্যাস গড়ে তুলবে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকাতেও বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারা সাজেশন হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো মানের প্রশ্নাবলি আলোচনা করে থাকেন, তাঁদের

টপার্স টিপস

দেওয়া প্রশ্নগুলোকে ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

■ **সময় ব্যবস্থাপনা :-**

যে কোনও প্রশ্নপত্র সমাধান করার সময় দেখবে বেশ কিছু রিপিটেড কোয়েসচন পাবে সেগুলো বারবার না লিখে আনকমন প্রশ্নগুলোকে ভালোমতো দেখবে। আর ওই রিপিটেড কোয়েসচনগুলোকে মার্ক করে রাখবে। প্রতিদিন যদি সম্ভব না হয়, তবে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা মতো সময় দাও এই বিষয়টির ওপর। মনে রাখবে, যে কোনও প্রশ্নপত্র সমাধান করার সময় অবশ্যই ঘড়ি ধরে অনুশীলন করবে, এটি তোমাদের লেখার গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

■ **আত্মবিশ্বাস বজায় রাখো :-**

পরীক্ষার চাপ এড়িয়ে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে হবে। কোনও অধ্যায়ে বা অংশে একটু দুর্বল মনে হলে সেই অধ্যায়টি বা অংশটি বারবার পড়ে মেমোরাইজ করার চেষ্টা করো। আর বিশেষ করে বিগত বছরের প্রশ্নপত্রগুলো থেকে গাণিতিক উদাহরণগুলো ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং অন্যান্য কোয়েসচনগুলোকেও দেখবে। তোমাদের পাঠ্যবইয়ের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ 'জৈব রসায়ন'-এর থেকে ইউপ্যাক নামকরণগুলো খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করবে এবং অধ্যায়ের শেষের দিকে যে বিক্রিয়াগুলো রয়েছে সেগুলো খুব ভালো করে দেখবে। 'অজৈব রসায়ন' অধ্যায় থেকে 'স্পর্শ পদ্ধতি' ও 'অসওয়াল্ড পদ্ধতি' দুটো ভালোভাবে পড়বে।

■ **নিয়মিত অধ্যয়ন :-**

একটি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে পড়লে 'ভৌতবিজ্ঞান' বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা সহজতর হয়। এছাড়াও রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরামর্শ অবলম্বন করে অধ্যয়ন যা তোমাদের সাহস এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করবে। তাই সারাবছর তাঁদের কথামতো এই বিষয়ের ওপর প্রস্তুতি নেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। কোনও অধ্যায়ে বা অংশে একটু সমস্যা হলেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেবে, প্রয়োজনে তোমার সহপাঠীদেরও সাহায্য নিতে পারো।

সবশেষে এটাই বলব যে, পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ো, কেননা পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই। পরীক্ষা তোমার জ্ঞান যাচাই করার একটি সুযোগ মাত্র। তাই চাপমুক্ত থেকে তোমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। কঠোর এবং নিরলস পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি।

বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতবর্ষ

ঐশ্বর্য মজুমদার, *গবেষক*
রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি
উত্তর দিনাজপুর

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বায়ন অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারতে বিশ্বায়নের প্রভাবের পর্যালোচনা। এই অধ্যায় থেকে ৬ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। ভারতে বিশ্বায়নের প্রভাবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

জাতীয় সীমানা পেরিয়ে দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করার অন্য একটি মাধ্যম হল বিশ্বায়ন। এই বিশ্বায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের সূত্রপাত হয় মূলত ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। মূলত ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের গতি আনার জন্য ভারত সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রতিষ্ঠার পর ভারত আন্তর্জাতিক মুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়।

আজকের আলোচনার বিষয় হল, ভারতবর্ষে এই বিশ্বায়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব।

ক) ইতিবাচক প্রভাব বা সুফল :

১. অর্থনৈতিক প্রভাব :- ১৯৯৫ সালের পর বিশ্বের বহুজাতিক কোম্পানি (FDI) ভারতে বিনিয়োগ করার ফলে তৎকালীন সময়ে ভারতের GDP অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাওয়ায় ভারতবর্ষে রপ্তানির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ওষুধ ও বস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। শুধু ওষুধ এবং বস্ত্রই নয়, প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম ও মহাকাশ প্রযুক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ বিশ্ব বাণিজ্যে বেশ খ্যাতি লাভ করে। এককথায়, ভারতের অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়নের এক ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভারতের অর্থনীতির পুরোনো ধারণা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

২. রাজনৈতিক প্রভাব :- বিশ্বায়নের ফলে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। জাতিসংঘ, WTO, IMF ও বিশ্ব ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের এক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। G20, BRICS এবং BIMSTEC-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষ সংযুক্ত হয়। তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের বিকাশ ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছে যার ফলস্বরূপ মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের প্রতি গুরুত্ব বেড়েছে।

৩. সামাজিক প্রভাব :- বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিকতা আসায় জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। সমাজের ওপর এটি একটি বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব।

খ) নেতিবাচক প্রভাব বা কুফল :

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্র :- বিদেশি বড় কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরীণ ছোট ও কুটির শিল্পগুলি টিকে থাকতে না পারায় শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়। এর ফলে ধনী ও গরিবের মধ্যে আয়ের এক বিশাল ব্যবধান দেখা দেয়। ধনীরা আরও ধনী এবং গরিবরা আরও গরিবে পরিণত হয়।

২. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র :- পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভাষা, রীতি এবং সংস্কারের রূপান্তর দেখা যায়।

৩. সামাজিক ক্ষেত্র :- শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য বেড়ে যাওয়ায় সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার ধরনের অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসে।

উপসংহার : বিশ্বায়ন আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল প্রক্রিয়া। কিন্তু এর দীপাক্ষিক প্রভাব বর্তমান।এর প্রভাবে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে, অন্যদিকে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি, আয় বৈষম্য বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মতো নেতিবাচক প্রভাবও দেখা দিয়েছে। যদিও বিশ্বায়নের কিছু কুফল রয়েছে, তবুও আধুনিক বিশ্বে বিশ্বায়ন ছাড়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; তাই এর ক্ষতিকর দিকগুলো পরিহারের চেষ্টা করা আবশ্যক। সুফল গ্রহণ ও কুফল বর্জনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

গৌতমের বার্তা, টাইগার আভি জিন্দা হ্যায়

জনসংযোগে পথে নেমে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝালেন, শিলিগুড়ি কেন্দ্রেই প্রার্থী হতে পারেন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : ভোটের বছরের প্রথম রবিবারে জনসংযোগে রাস্তায় নামলেন মেয়র গৌতম দেব। দলীয় কর্মীদের প্রশ্নে আভাস দিলেন, 'দাঁড়াতে পারি। সবাইকে সক্রিয়ভাবে কাজে নামতে হবে।' বছরের প্রথম রবিবারে মাটিতে নেমে গৌতমের মানুষের কাছে যাওয়ার এই পদক্ষেপ বাড়তি অক্সিজেন জোগাতে শুরু করেছে দলীয় কর্মীদের। যদিও এবারের নির্বাচন অতটা সহজ নয় বলেই মনে করছেন গৌতম। প্রত্যাশামতো কাজ না হওয়ায় মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে দলীয় নেতাদের রাগ-অভিমানের কাঁটা। এর আগে দল টিকিট দিলে তিনি কোন কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। প্রশ্ন ওঠে তিনি শিলিগুড়িতে প্রার্থী হবেন না ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি? এই জল্পনার সূত্রেই তাঁর প্রার্থী হওয়া না হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি শীর্ষ নেতৃত্বের ওপরেই ছেড়ে দেন। বলেন 'পুরোটাই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়। দল বললে নিশ্চয়ই বিধানসভা ভোটে দাঁড়াব।'

কিন্তু এদিন তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝা যায়, তিনি শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হতে পারেন। তাই মিত্র সম্মিলনীর গলি সংলগ্ন হিলকার্ট রোডের ফুটপাথে বসা চায়ের আড্ডা থেকেই জনসংযোগ শুরু করেন তিনি। ওই চায়ের আড্ডায় তৃণমূল নেতা বিকাশ সরকারকে কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। বলেন, 'পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড ভালো করে দ্যাখো। একটু রাস্তায় নামো। পুরোনো ছেলেদের ডাকো।' দীর্ঘদিনের নেতা দীপক শীল-কেও কাছে টেনে নিয়ে বলেন, 'টাইগার আভি জিন্দা হ্যায়।'

গৌতমের এই জনসংযোগকে বিশেষ আমল দিতে চাইছেন না বিজেপির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'তাঁর কাজের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। তাই কাউন্সিলার হওয়ার পর প্রতিশ্রুতিমতো ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি থাকেন না।'

মেয়র গৌতম দেব এদিন জনসংযোগে যেখানে গিয়েছেন সর্বত্রই একই চর্চা ছিল, তাহলে শিলিগুড়িতে দাঁড়ানোর ব্যাপারে তিনি কি সবুজ সংকেত পেয়ে গিয়েছেন? শহর শিলিগুড়িতে তাঁর প্রার্থী হওয়ার প্রধান কাঁটাই ছিল, পুরনিগমে শীর্ষ পদে থেকেও প্রত্যাশিত উন্নয়ন করতে না পারা। এদিন জনসংযোগ চলাকালীন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর কথায়। এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'উড়ালপুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজেরই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো শেষ হতে হতে অবশ্য বিধানসভা নির্বাচন কেটে যাবে। ভোট পরবর্তী সময়ে কিংবা ২০২৭ সালে শেষ হবে। তাই আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-রাগ নিয়েই এগোতে হবে।'

রবিবার শিলিগুড়িতে জনসংযোগে মেয়র গৌতম দেব। -সংবাদচিত্র

মেয়রকে এদিন পথচলতি মানুষের সঙ্গেও ভোট প্রচারের আদলেই মুখে হাসি নিয়ে হাত নেড়ে যোগাযোগ করতে দেখা গিয়েছে। বিধান রোডের রাস্তার ধারে মুড়িমুড়কি নিয়ে বসেছিলেন মিনতি দাস। হঠাৎ শুনলেন, 'নমস্কার। ভালো আছেন? আমাকে চিনতে পারছেন?' চোখে তুলে তাকাতেই সামনে দেখলেন মেয়র গৌতম দেবকে। মিনতি অবাক। মুখে হাসি নিয়ে বললেন, 'আপনি তো গৌতম দেব।'

- পুরনিগমে শীর্ষ পদে থেকেও প্রত্যাশিত উন্নয়ন করতে না পারা
- শিলিগুড়ি শহরে উড়ালপুলের কাজ সময়মতো শেষ না হওয়া
- বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর ওপর দলীয় নেতাদের রাগ ও অভিমান

সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে গৌতম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, 'হিলকার্ট রোডের ফুটপাথের চল্লিশ বছরের সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছি। জংশনের বাসগুলো মাটিগাড়ায় নিয়ে যাব। তিনবাত্তি মোড়ের বাসস্ট্যান্ডে লোকাল বাস নিয়ে যাওয়া হবে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট-বিধান মার্কেটে চলা দখলদারিও সাফা করব।'

গৌতমকে হাতের নাগালে পেয়ে ক্ষুদিরামপল্লির সবজি ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিনের দাবির কথা তুলে ধরেন। তাঁদের জন্য চাতালের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। বিষয়টা শোনামাত্র পুরনিগমের সচিবকে ফোন করেন মেয়র। এদিন নেতাজি কেবিন-এও কিছুক্ষণ সময় কাটান গৌতম। ক্ষুদিরামপল্লির পুরোনো বাসিন্দা দীপেন্দ্রনারায়ণ বোসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। জনসংযোগ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'আমি এখানে কোনও রাজনীতি করতে আসিনি। ভোটের সময় রাজনীতি হবে। নতুন শহর পুরোনোকে মনে রাখতে পারছে না। সেটা মনে রাখার আমি নিজেও চেষ্টা করছি।'

শিশুমৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত পরিবার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে গাফিলতির অভিযোগ। রবিবার এই ঘটনায় মাটিগাড়া থানা এলাকার একটি নার্সিংহোম ভাঙচুর চালালেন শিশুর পরিজনরা। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, শনিবার রাতে তাকে অসুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। যদিও এদিন সকালে এসে তারা জানতে পারে, ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এরপর ভাঙচুর চালানো শুরু হলে মাটিগাড়া থানার পুলিশকে খবর দেয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এব্যাপারে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দুর্ঘটনা এড়াতে বার্তা

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : পিকনিকে আনন্দ করতে গিয়ে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে সেজন্য পিকনিকের উদ্দেশে যাওয়া গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে সচেতন করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। গোরা মোড়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। ট্রাফিক এসিপি অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'এখন পিকনিকের মরশুম। অনেকে বাইরে বেরোচ্ছেন কিন্তু সিট বেল্ট লাগাচ্ছেন না বা হেলমেট না পরে বাইক চালাচ্ছেন। ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কর্মসূচি করা হয়েছে।' দ্রুতগতিতে বা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পুরস্কার বিতরণী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : রবিবার নর্থবেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্টের তরফে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মিত্র সম্মিলনী হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সবিতা মিশ্র। এই ট্রাস্টের তরফে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য অঙ্ক পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এই পরীক্ষায় যারা ৬০ শতাংশের ওপরে নম্বর পেয়েছে উত্তরবঙ্গের সেই সকল পড়ুয়াকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

নতুন শৌচালয়

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে নতুন শৌচালয় পেল শ্রীলাল সিং প্রাথমিক স্কুল। রবিবার এই নতুন শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হয়। সংস্থার এই উদ্যোগে খুশি স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা।

আজ শহরে

- সন্ধে সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৬-এ সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তৃতীয় সূত্রের দুটি নাটক 'শূন্য থেকে শুরু' এবং 'জাগরণে যায় বিভাবরী'।

কনকনে ঠান্ডায় রাস্তায় কাঠ জ্বালিয়ে একটু স্বস্তির খোঁজে। রবিবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ক্ষোভে ফুঁসছে একতিয়াশাল

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : এক দশকেও হয়নি রাস্তা সংস্কারের কাজ। বেহাল এলাকার নিকাশি ব্যবস্থাও। ভাঙা রাস্তায় ইটের টুকরো, বালি, পাথর ফেলে চলাচলের কিছুটা যোগ্য করে তোলেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু বর্ষার সময় সেই উপায় থাকে না। অন্যদিকে, নিকাশিনালার কোনও কাজ না হওয়ায় দূষিত জল রাস্তায় যেমন চলে আসছে, তেমনই ঢুকছে বাড়িতে। এমন পরিস্থিতিতে চরম ক্ষুব্ধ পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের একতিয়াশাল এলাকার বাসিন্দারা।

ওয়ার্ডের অধিকাংশ রাস্তাই বেহাল। মোটরবাইক, স্কুটার নিয়ে চলাচল তো ঝুঁকির, হেঁটে যাওয়াও কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনই একটি রাস্তা দিয়ে টোটো চালাচ্ছিলেন স্থানীয় দিলীপ রায়। রাস্তা প্রসঙ্গ তুলতেই দিলীপ বললেন, 'এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তায় খুব সাবধানে টোটো চালাতে হয়। অধিকাংশ রাস্তা খানাখন্দে ভরা। একটু অসাবধান হলেই টোটো উলটে যাবে। ক'দিন আগেই আমার এক বন্ধুর টোটো উলটে গিয়েছিল। জখম হয়েছিল ওই বন্ধু।' স্থানীয় বাসিন্দা বাবু সরকার বললেন, 'প্রায় দশ বছর ধরে এলাকার সিংহভাগ রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি। চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একদিন মোটরবাইক নিয়ে পড়ে যাওয়ায় হাতে চোট পান এক ব্যক্তি। এমন ঘটনা প্রায়দিনই ঘটছে। কিন্তু রাস্তা সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।' শুধু রাস্তা নয়, নিকাশিনালাগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় কয়েক বছর ধরে তা পরিষ্কার করা হয়নি। যথারীতি মশামাছির উপদ্রব রয়েছে। হাওয়ায় দুর্গন্ধ এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে এলাকায় টেকা দায় হয়ে পড়ে, বক্তব্য অনেকেরই। মতি বর্মন, রানা মণ্ডলদের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার রাজেশ প্রসাদ শা বলছেন, ''এলাকার ওই রাস্তাগুলির সংস্কারের জন্য 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে' দেওয়া হয়েছে। দ্রুত রাস্তাগুলির কাজ শুরু হবে। বাকি বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে।''

একতিয়াশালে এই বেহাল রাস্তা নিয়েই ক্ষোভ বাড়ছে।

ভ্যানচালকের ঘরে ভাবী ক্রিকেটার

দুই যুগ আগে যে ভ্যানে মানুষ চড়ত আজ সেই ভ্যানে ওঠে ভাঙাচোরা, লোহালক্কড়, সিমেন্ট-বালি-পাথর। দোকান-বাড়িতে জিনিস বয়ে দেওয়া-নেওয়া করতে ডাক পড়ে এই ভ্যানচালকদের। আগের মতো কামাই নেই। তবুও মুখ গুঁজে পড়ে থাকা। কখনও ভালোবেসে আবার কখনও নিরুপায় হয়ে।

ফুটপাথনামা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : প্রায় ৫৫ বছর ধরে ভ্যানই সঙ্গী কর্ম বর্মনের। শেষ কবে ভ্যানে যাত্রী তুলেছিলেন আজ আর মনে করে বলতে পারলেন না, শুধু বললেন অন্তত ৩৫ বছর আগে তো হবেই। বললেন, 'চাইলে কোনও মালিকের টোটো চালাতে পারতাম। কিন্তু এত বছরে ভ্যানের প্রতি একটা এমন ভালোবাসা জন্মেছে যে এটা আর ছাড়তে পারিনি।'

স্ত্রী ঊষাধারা ৩৫ বছর আগে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন। ছেলে আপন সংসারে ব্যস্ত। ঘরে তাঁর সঙ্গে রয়েছে স্ত্রীর ছবি, সেটাই তাঁর সম্বল। ভোরে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাজে বেরোনো, বাজার করা, সবজি কাটাকুটি, রান্না করা এসব করতে করতেই দিন কেটে যায়। রাত ৯টায় ঘুমিয়ে আবারে ভোরে ওঠা। বললেন, 'যেদিন কাজ পাই সেদিন ৪০০-৫০০ টাকা কামাই হয়। আর যেদিন কাজ পাই না সেদিন একটু মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে যাই।'

দিনহাটার গোসানিমারি থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে শিলিগুড়িতে চলে এসেছেন পুণ্য বর্মন। শান্তিনগর এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকেন। গ্রামে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে শহরের বুকে আসা একটু বাড়তি কামাই এর আশায়, ভবিষ্যৎটা আরও একটু ভালো করার আশায়। খুব ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে পেরেছেন তা মোটেই নয়, সব স্বপ্ন সত্যি হয়েছে তাও নয়। তবে ছোট ছেলেকে একটা ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এখনও চলছে তাঁর অবিরাম পরিশ্রম। দুই মেয়ে, এক ছেলে তাঁর। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছোট ছেলেকে ভর্তি করেছেন ক্রিকেট কোচিং-এ। তাঁর কথায়, 'সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও ছেলের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। পড়াশোনার পর ফাঁকা সময়ে যাতে কোনও খারাপ সঙ্গে পড়ে উচ্ছন্নে না যায় তাই ভালো কিছুর মধ্যে ওকে ব্যস্ত রাখতে চাইছি।' প্রতিদিন সকালে বৌ বাজারে ভ্যান এনে দাঁড় করান পুণ্য। রোজ যে কাজ থাকে এমনটাও নয়। তবে খুব বেশি অভিযোগ-অনুযোগও নেই। দিন ঠিক কেটে যাচ্ছে তাঁদের।

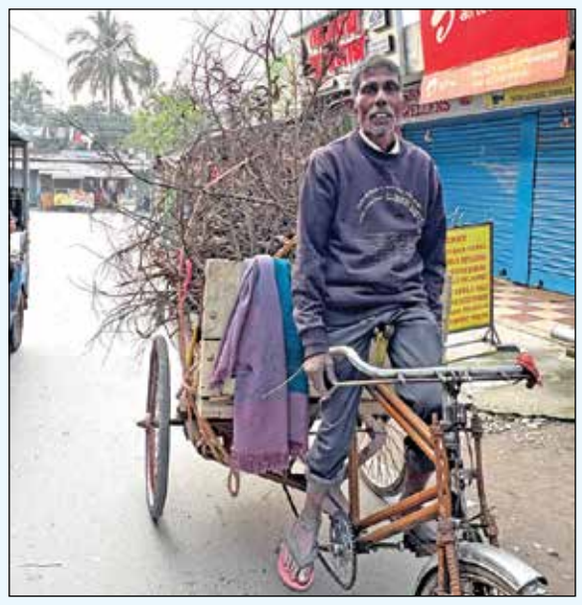

> সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও ছেলের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। ওকে ক্রিকেট কোচিংয়ে ভর্তি করেছি। পড়াশোনার পর ফাঁকা সময়ে ভালো কিছুর মধ্যে ব্যস্ত রাখতে চাইছি।
>
> -পুণ্য বর্মন

কর্মেই বিশ্বাসী ফাড়াবাড়ির বিশ্বনাথ দাস। আগে রিকশা চালাতেন কিন্তু সেটায় আর এখন কামাই নেই বলে বছর পনেরো ধরে ভ্যান চালাচ্ছেন। টোটো কেনার সামর্থ্য নেই তাই ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন হয় তাতে ডালে-ভাতে দিন চলে যায় তাঁর। আজই এক বাড়ি থেকে প্রচুর ডালপালা ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। আদেশ ছিল সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়ার। সারাদিনে ৩০০ টাকা উপার্জন হয়েছে।

প্রতিদিন সকাল ৯টা নাগাদ বের হন বাড়ি থেকে, কাজ শেষে ফিরে যান দুপুরে। ভালো খোলকরতাল বাজান বিশ্বনাথ, গান না শিখেও সেই তালে তালে গান করেন স্ত্রী বীণা। তাই সারাদিনের কাজের পর কী পেলাম আর কী পেলাম না সেই অভিযোগ-অনুযোগ ভুলে একটু গানবাজনার মধ্যে দিয়েই আনন্দ খুঁজে নেন দুজনে। মাঝেমধ্যে ভ্যানে চাপিয়ে ঘুরিয়েও আনেন স্ত্রীকে। শীতের ভোরে দুজনে বেরিয়ে পড়েন কীর্তন করতেও। বিশ্বনাথ বলছিলেন, 'কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েই চিন্তায় থাকতে হয় আজ বাজারটা ঠিকমতো নিয়ে ফিরতে পারব কি না, কিছু উপার্জন হবে কি না। এত চিন্তা নিয়ে তো সারাটা মাস বা সারাটা জীবন কাটানো যায় না, কর্ম কিছু করে পেটের খিদে সারিয়ে নেওয়া যাবে। তাই চেষ্টা করি বাড়িতে যেন একটা খুশির আবহ রাখতে পারি যাতে প্রতিদিন নতুন উদ্যমে কাজে বেরোতে পারি। মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে ভ্যানে বসিয়ে ঘুরিয়েও নিয়ে আসি আশপাশে থেকে।'

সারাদিন শরীরে খেটে পরিশ্রম করে চলা এই মানুষগুলোর জীবনে উঁকি দিলেও নজরে আসে নানা কাহিনী। সেই কাহিনী কখনও সাহস জোগায় আবার কখনও আরও শক্তি এনে দেয়।

'বুদ্ধিজীবী ঠেক'-এ সৌজন্যের রসায়ন

লুকানো ঠিকানায়

ইসলামপুর শহরের পিডব্লিউডি মোড়ে শহরের প্রভাবশালীদের আড্ডা বসে। স্থানীয় মানুষ এই আড্ডার নামকরণ করেছেন 'বুদ্ধিজীবী ঠেক'। একসময় সিপিএম, কংগ্রেস এবং অন্য বাম নেতাদের আসর বসত এই ঠেকে। তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক হলেও কখনও তা সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করত না।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : রাত প্রায় ৯টা। কুয়াশার চাদরে ঢেকেছে ইসলামপুর শহর। ইতিউতি সাধারণ মানুষের যাতায়াত। কিন্তু প্রবীণ ও নবীন মিলিয়ে জনা পঁচিশেক মানুষ বিভোর হয়ে রয়েছেন আড্ডায়। চায়ের কাপের উষ্ণতার তরঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত। এমন চিত্রই ধরা পড়ল শহরের পিডব্লিউডি মোড়ের 'বুদ্ধিজীবী ঠেকে'। সদ্য শেষ হওয়া বছরে এই ঠেক ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। তিন-তিনটি প্রজন্মের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এই ঠেকের সঙ্গে। ৭০-এর দশক থেকে টানা তিন দশক বুদ্ধিজীবী ঠেকই ছিল ইসলামপুর শহরের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহ শাসন ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র। কারণ, দাপুটে সিপিএম নেতা তথা ইসলামপুর পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান অধীর বিশ্বাস, তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতা সুবীর বিশ্বাস, প্রভাবশালী ডানপন্থী নেতা গৌতম গুপ্ত, প্রয়াত পুর চেয়ারম্যান পরিমল আচার্য, সরকারি আধিকারিক সাধন সেন, পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ দাপুটে আইনজীবীদের একটা অংশের এই ঠেকে ছিল রোজকার যাতায়াত। মূলত প্রয়াত গৌতমবাবু ও সাধনবাবুর হাত ধরেই আড্ডার জন্ম বলে দাবি সদস্যদের সকলের। 'কমলদার চায়ের দোকান থেকেই এই ঠেকের জন্ম। কত স্মৃতি'... বলতে বলতে কানাইয়ার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। বুদ্ধিজীবী ঠেক যে শহরের রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্র ছিল তা বলাই বাহুল্য।

'আজও ইসলামপুর শহরে রাজনৈতিক সৌজন্যতা টিকে থাকার মূলে এই ঠেকের অবদান অস্বীকার করা যাবে না', বলে উঠলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অপূর্ব সরকার। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সাল থেকে আড্ডার সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে পিডব্লিউডি মোড়ে দুর্গাপুজো শুরু করেন। 'গত বছরও বেশ জাঁকজমক করে পুজো হয়েছে। আমরা চাঁদা তুলি না। নিজেরাই পুজোর খরচ বহন করি', বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলেন জগন্নাথ সরকার। জগন্নাথের সংযোজন, 'আড্ডায় না আসতে পারলে যেন দিনটাই মাটি। ফলে পাঁচ মিনিটের জন্যও আমরা আসিই। আসলে আড্ডা গত ৫০ বছরে পরিবারে পরিণত হয়েছে।'

ঐতিহ্যবাহী এই আড্ডার নাম বুদ্ধিজীবী ঠেক শহরের সাধারণ মানুষের দেওয়া। তৎকালীন সিপিএম, কংগ্রেস এবং অন্য বাম দলের নেতাদের হাট বসত এই ঠেকে। ফলে কেউ কটাক্ষ করে আবার অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আড্ডার নামকরণ 'বুদ্ধিজীবী ঠেক' করে ফেলেন। যদিও বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এই আড্ডা চলে পিডব্লিউডি মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাবে। শনিবার রাতে পৌঁছে দেখা গেল, পিকনিকের প্রস্তুতি নিয়ে সদস্যরা ব্যস্ত রয়েছেন। আড্ডার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সিনহা ও সভাপতি নিতাই ঘোষ রায় পিকনিকের খাবারের মেনু তৈরিতে ব্যস্ত। আড্ডার সহ সভাপতি অনাথবন্ধু সাহা ব্যাংকের ম্যানেজার পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তিনি বলেন, 'গত চার দশক আমি এই আড্ডার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। পূর্বসূরিদের সঙ্গে কাটানো সময় নস্টালজিয়ায় টেনে নিয়ে যায়। অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। যাঁরা আছেন তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।' আড্ডার সম্পাদক সুরেশ বলেন, 'নিছক আড্ডা নয়। অসহায়দের পাশে আমরা সবসময় দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।'

উল্লেখ্য, ৭০-এর দশকে ভিন্ন দলের হয়েও আড্ডায় যেমন খোলামনে রাজনৈতিক তর্জা চলত। আজও তাতে কোনও ভাটা পড়েনি বলে হেসে উঠলেন আড্ডার সভাপতি নিতাই। আড্ডার তৃতীয় প্রজন্মের নবীন সদস্য তথা ক্রিকেট কোচ জয়ন্ত চন্দের প্রতিক্রিয়া, 'প্রাচীন ইসলামপুরের আড্ডার বহর কেমন ছিল আড্ডায় এসে সেই স্বাদ পাই। দেখুন না, এত তীব্র ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশাতেও সকলের কি উৎফুল্ল উপস্থিতি। হয়তো এই আড্ডার প্রবাহেই বেঁচে থাকবে ইসলামপুরের পুরোনো ঘটনাক্রম ও সৌজন্যের ইতিবৃত্ত।'

ইসলামপুর শহরের পিডব্লিউডি মোড়ের 'বুদ্ধিজীবী ঠেক'।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : রবিবার ইসলামপুরে আয়োজিত হল ভারত-নেপাল ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। সোতোকান ক্যারাটে-ডু অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ইসলামপুর শহরের মুক্তমঞ্চে এই আয়োজন হয়। শহরে আন্তর্জাতিক মানের এমন প্রতিযোগিতা আয়োজনে ক্যারাটে প্রশিক্ষণেও যুবসমাজে আগ্রহ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, নেপাল এবং কলকাতা সহ ভারতের অন্য এলাকার প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

রাতের শহরে দুর্ঘটনা ইসলামপুরে

ইসলামপুর, ৪ জানুয়ারি : শনিবার গভীর রাতে পিকনিক করতে যাওয়ার পথে ইসলামপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস। রাজ্য সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বাসটি। তবে যাত্রীদের কারও গুরুতর আহত হওয়ার কোনও খবর নেই। যাত্রীরা রায়গঞ্জ থেকে কোচবিহারের রসিকবিলে পিকনিক করতে যাচ্ছিলেন। তখনই চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটি। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে বাসটির চাকা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাশাপাশি, বাসটির ট্যাংক ফেটে সমস্ত জ্বালানি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন উদ্ধারকার্যে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ পৌঁছোয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চালক ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। যাত্রীদের বক্তব্য, বাসের গতি স্বাভাবিক ছিল। তবে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় দুর্ঘটনা ঘটে।

সোমনাথের ইতিহাস স্মরণ মোদির

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি : ১০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে গজনীর মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছিলেন, ২০২৬ সালে তার এক হাজার বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কলম ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী তথা সোমনাথ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, 'সোমনাথ কেবল একটি মন্দির নয়, এটি ভারতের শাশ্বত আত্মার এক ঘোষণা। হাজার বছরের আক্রমণ ও লুটতরাজ সত্ত্বেও সোমনাথের ঘুরে দাঁড়ানো প্রমাণ করে যে, ধ্বংসকারী শক্তির চেয়ে সৃজনশীল বিশ্বাস অনেক বেশি শক্তিশালী।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিবন্ধে উল্লেখ করেন, অতীতে বহুবার মন্দির ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ভারতের সভ্যতা ও সাধারণ মানুষ তাকে বারবার পুনর্নির্মাণ করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করেন। নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'তৎকালীন প্রশাসনিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং ১৯৫১ সালে মন্দিরের উদ্বোধনে অংশ নিয়েছিলেন। সেই ঘটনা ২০২৬ সালে ৭৫ বছর পূর্ণ করবে।'

মোদি আরও বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ সোমনাথ দর্শন করে বলেছিলেন যে, ধ্বংসস্তূপ থেকে বারবার মাথা তুলে দাঁড়ানোই ভারতের জাতীয় জীবনধারা।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'অতীতের সেইসব আক্রমণকারী আজ ইতিহাসের পাদটীকায় ধূলিকণায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু সোমনাথ সমুদ্রের গর্জনের মতোই অম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' মোদি মনে করেন, সোমনাথের এই পুনরুত্থান ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিরও ইঙ্গিত। হাজার বছরের ক্ষত সারিয়ে যদি সোমনাথ স্বমহিমায় ফিরতে পারে, তবে ভারতও বিশ্বমঞ্চে তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে একটি উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

রেলের মাইলফলক

মালিগাঁও, ৪ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-এর ডিসেম্বরে একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ অ্যাসেম্বলড ডেমু ডিপিসি বগির জন্য একটি স্বদেশি টেস্ট বেঞ্চ তৈরি করেছে। যার ফলে ট্র্যাকশন মোটরের প্রি-ইনস্টলেশন টেস্টিং এবং ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব। ওই পদ্ধতিতে এক ঘণ্টার বাধ্যতামূলক রান টেস্ট, ভাইব্রেশন ও বেয়ারিংয়ের তাপমাত্রার রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং হাই-অ্যাকিউরেসি ডায়াল গেজ ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট ব্যাকল্যাশ পরিমাপ করা যায়। এতে সময় ও ম্যানপাওয়ার সাশ্রয় হয়।

সম্বর 'উধাও'

প্রথম পাতার পর

পাশেই মহানন্দা অভয়ারণ্য রয়েছে। সেখান থেকে যে কোনও সময় বন্যপ্রাণী এখানে চলে আসার আশঙ্কা রয়েছে। পার্কের চারপাশে বৈদ্যুতিক ফেন্সিং রয়েছে ঠিকই তবে বর্তমানে বেশ কিছুটা অংশে এই বেড়াজালের কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই বাইরে থেকে যেমন বন্যপ্রাণীর এখানে আশার আশঙ্কা রয়েছে তেমনভাবেই পার্কের বন্যপ্রাণও বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জু সুপারভাইজারের এই বিষয়গুলির ওপর সবসময় নজর রাখার কথা। দুটি শিফটে জু সুপারভাইজারদের কাজ থাকে। সকালের শিফটে যিনি কাজ করবেন তিনি দায়িত্ব ছাড়ার আগে রাতের শিফটে থাকা জু সুপারভাইজারকে সবটা জানাবেন। তখনই জানানো হবে যে বাইরের ফেন্সিংয়ে কতটা বিদ্যুৎ প্রবাহ রয়েছে এবং কখন থেকে চালু রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টিও ঠিকমতো মানা হয় না বলে অভিযোগ।

দুটি রেককে সবুজ পতাকা প্রধানমন্ত্রীর, নজিরবিহীন পথে হাঁটছে রেল

মালদায় উদ্বোধন বন্দে ভারতের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : জোড়া ট্রেনের উদ্বোধন একসঙ্গে! ভোটমুখী বাংলা ও অসমকে বন্দে ভারত স্লিপার দিয়ে চমক দিয়েছিল কেন্দ্র। এবার ট্রেনটির উদ্বোধনেও থাকছে নজিরবিহীন চমক। বন্দে ভারত স্লিপারের দুটি রেক একসঙ্গে যাত্রা করবে হাওড়া এবং কামাখ্যার উদ্দেশে। কোনও ট্রেনের প্রথম যাত্রায় এতদিন যা দেখা যায়নি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারকে সবুজ পতাকা দেখানোর জন্য হাওড়া নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৭ জানুয়ারি আসছেন মালদায়। তবে সকালে না বিকেলে হবে উদ্বোধন, তা রবিবার পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'সকাল ১০টা এবং বিকেল ৪টা, প্রস্তাব আকারে দুটি সময় পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও)। সমস্তকিছু নির্দিষ্ট করবে পিএমও।' হাওড়ার পরিবর্তে মালদাকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে বিজেপির ভোটের অঙ্ক। কেননা, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দুই দিনাজপুর মিলে রয়েছে ৪৯টি বিধানসভা কেন্দ্র।

প্রস্তুতি শুরু হতেই উদ্বোধনের স্থান বদল। দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধনের জন্য যখন হাওড়ায় জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল, তখন সেখান থেকে নতুন নজিরের জন্য মালদাকে বেছে নিল অশ্বিনী বৈষ্ণোর রেলমন্ত্রক। সাধারণত কোনও ট্রেনের উদ্বোধনে একটি রেককে সবুজ পতাকা দেখানো হয়। ট্রেনটির চলাচলের সঙ্গে যুক্ত বাকি স্টেশনগুলিতে উদ্বোধন ভার্চুয়ালি দেখানো হয়। অতীতে চেয়ারকার বন্দে ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কিন্তু বন্দে ভারত স্লিপারের ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙছে রেল। রেল সূত্রে খবর, আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদা টাউনে থাকবে দুটি বন্দে ভারত স্লিপার। ট্রেন দুটিকে একসঙ্গে সবুজ পতাকা দেখাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপর একটি ট্রেন কামাখ্যার দিকে এবং অন্যটি হাওড়ার দিকে রওনা দেবে। তবে মালদা টাউন থেকে না পুরাতন মালদার মাধাইপুর থেকে মোদি বন্দে ভারত স্লিপারের দুটি রেককে সবুজ পতাকা দেখাবেন, তা রবিবার পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। ওইদিন মাধাইপুরে রয়েছে মোদির জনসভা। তবে টাউন স্টেশন থেকে মোদি ট্রেনের উদ্বোধন করতে পারেন, এমন সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি

■ বন্দে ভারত স্লিপারের ক্ষেত্রে প্রথা ভাঙছে রেল

■ আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদা টাউনে থাকবে দুটি বন্দে ভারত স্লিপার

■ একটি ট্রেন কামাখ্যার দিকে এবং অন্যটি হাওড়ার দিকে রওনা দেবে

> সকাল ১০টা এবং বিকেল ৪টা, প্রস্তাব আকারে দুটি সময় পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও)। সমস্তকিছু নির্দিষ্ট করবে পিএমও।
>
> -রেলের আধিকারিক

মালদা টাউন স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও ট্রেনের স্টপ না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'রেল বোর্ডের নির্দেশে দুটি প্ল্যাটফর্মকে দুইদিন ফাঁকা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রবিবার মালদা টাউনে পৌঁছান রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সতীশ কুমার, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ কে দেওউস্কার, ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্ত সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা স্টেশন পরিদর্শন এবং পরিকাঠামো সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি, পূর্ব রেলের ইঞ্জিনিয়ার সহ কয়েকটি বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ট্র্যাক, সিগন্যালিং সহ খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয়েও খোঁজ নেন। যদিও তাঁদের মধ্যে কেউই বন্দে ভারত স্লিপার চালুর বাইরে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

কিন্তু ট্রেনটির উদ্বোধনের জন্য হাওড়ার পরিবর্তে মালদা টাউনকে বেছে নেওয়া হল কেন? ট্রেনটির প্রথম চলাচলের ক্ষেত্রে ভোটমুখী বাংলা এবং অসমকে যেমন বেছে নেওয়া হয়েছে, তেমনই এই ক্ষেত্রেও রয়েছে ভোটের অঙ্ক। মালদা ১২, মুর্শিদাবাদে ২২, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৬ এবং উত্তর দিনাজপুরে ৯টি বিধানসভা কেন্দ্র থাকায়, এমন সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। মালদায় মোদির উপস্থিতি এবং বন্দে ভারতের উদ্বোধনের প্রভাব চারটি জেলাতে পড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পরোক্ষভাবে প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলছেন, 'একটি ট্রেন দিয়ে সমস্ত বিচার করা ঠিক নয়। তবে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের প্রভাব পড়বেই। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়ন করছে, তার প্রভাব নিশ্চিতভাবেই ভোটে পড়বে।'

গ্রামে অনুন্নয়নের ছাপ

প্রথম পাতার পর

ফলে এই বিধানসভা কেন্দ্রে মূল লড়াই এখন ঘাসফুল ও পদ্মফুলের। কোচবিহার জেলায় সংখ্যালঘুদের বসবাস ভালো হলেও এই কেন্দ্র ব্যতিক্রম। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘুরা মোট ভোটারের ২০ শতাংশেরও কম। তাতে সুবিধা হয়েছে বিজেপির। তবে মুদ্রার যেমন উলটো পিঠ থাকে, তেমনই ভালোর বিপরীতে মন্দও আছে। এলাকা ঘুরে আঁচ পাওয়া যায়, পাঁচ বছর দলীয় বিধায়ক থাকলেও উন্নয়ন বলতে প্রায় কিছুই করেনি বিজেপি। পদ্ম শিবিরের পালটা দাবি আছে ঠিকই যে, প্রশাসন ও তৃণমূল তাদের কাজ করতে দেয়নি। কিন্তু বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে যা করাতে পারত, তা-ও তো করায়নি।

সেই উদাহরণটিই উঠে এল নিউ কোচবিহার স্টেশন চত্বরে কয়েকজন তরুণের আলোচনায়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক নিউ কোচবিহারে ঘটা করে আন্তর্জাতিকমানের স্পোর্টস হাবের শিলান্যাস করেছিলেন। স্থানীয় ছেলেমেয়েরা তাতে সুযোগ পাবে। এলাকার অর্থনীতি উজ্জ্বল হবে- এই আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্থানীয় লোকজন।

ওই তরুণরা দেখালেন, কোথায় কী, স্পোর্টস হাবের জন্য চিহ্নিত মাঠে এখন গোরু চরছে। বিজেপির আরেক বিড়ম্বনা হয়েছে সম্প্রতি তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে গুলি করার ঘটনায় দলীয় বিধায়কের ছেলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায়। বিধায়ক-পুত্রকে বেশ কিছুদিন হাজতবাসও করতে হয়। সেই ক্ষত এখনও টাটকা।

এই বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্বপ্রান্তে চকচকায় কার্যত কোচবিহার একমাত্র শিল্পকেন্দ্র। বাম শাসনের ৩৪ বছরে কিছু হয়নি বলে মিটিং-মিছিলে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা গলা ফাটান বটে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই চকচকার শিল্পকেন্দ্র বামফ্রন্ট সরকারই করে গিয়েছে। তারপর রাজ্যে তৃণমূলের রাজত্ব ১৪ বছর হয়ে গেলেও সেখানে নতুন আর একটি শিল্পও আসেনি। খাগরাবাড়িতে বাম আমলে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহর উদ্যোগে তৈরি ক্যানসার সেন্টারটি এখন অস্তিত্ব সংকটে। কৃষিপ্রধান এলাকাটিতে বহুমুখী হিমঘর নেই। সেই দাবি দীর্ঘদিনের হলেও পূরণ হয়নি। এলাকার অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের সমস্যা তো রয়েছেই। পুণ্ডিবাড়িতে দমকলকেন্দ্রের দাবি দীর্ঘদিনের। সেটাও হয়নি। ফলে অসন্তোষের বীজ এলাকার আনাচকানাচে। সেই অসন্তোষে বিদ্ধ তৃণমূল, বিজেপি- দুই দলই।

সম্প্রতি একটি খুনের অভিযোগে দলের ব্লক সভাপতি সজল সরকার গ্রেপ্তার হওয়ায় শাপে বর হয়েছে তৃণমূলের। আগে ব্লক সভাপতি বনাম জেলা সভাপতির দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ছিল দলে। এখন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ শুভঙ্কর দে নতুন ব্লক সভাপতি হওয়ায় তৃণমূল মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ। যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির। যদিও জেলার বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামীদের এই নেতৃত্বের সঙ্গে তেমন বোঝাপড়া নেই।

আবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ আছে। গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, বাণেশ্বর, খাগড়াবাড়ি, খোল্টা-মরিচবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে ও ব্লকে দলের দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের অনেকে একসময় ছাত্র পড়াতেন, কেউ অন্যের দোকানে খাতা লিখতেন, আবার কারও সামান্য লাইটের দোকান ছিল, কেউ আবার ভাঙা সাইকেলে চড়ে সংগঠন করতেন। তৃণমূল করার সুবাদে তাঁরা সকলে এখন কোটিপতি। একদিকে এলাকার অনুন্নয়ন, অন্যদিকে তৃণমূল নেতাদের চোখধাঁধানো উন্নতি যে চোখে পড়ার মতোই।

'ধর্ষণ'-এর দাবি

প্রথম পাতার পর

এই ধরনের ঘটনায় নির্যাতিতাকে গোটা জীবন ট্রমায় থাকতে হয়।' নির্যাতিতার দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন বলে তিনি জানিয়েছেন। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

শনিবার রাতে তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সভাপতি বাপি পাল চৌধুরী নির্যাতিতাকে নিয়ে প্রেস মিট করে বলেছিলেন, 'বিজেপি তাদের ধর্ষক নেতাকে লুকিয়ে রেখেছে। এটাই বিজেপির চরিত্র।' রবিবার বিজেপির নেতারা সদলবলে থানায় পৌঁছে অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে আইসিকে লিখিত দাবি জানান। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় দলের ইসলামপুর বিধানসভার কনভেনার সন্দীপ ভট্টাচার্য কটাক্ষের সুরে বলেন, 'তৃণমূল শনিবার রাতে প্রেস মিট করেছে তার জন্য ধন্যবাদ। কারণ এই প্রথম তারা কোনও ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে মুখ খুলেছে।' উল্লেখ্য, বিজেপির নেতা-কর্মীরা থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তৃণমূল টাউন নেতৃত্ব থানায় পৌঁছায়। তাঁরাও অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে আইসির কাছে লিখিত দাবি জানান।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় যৌন নিগ্রহের শিকার পড়ুয়াকে 'ধর্ষিতা' বলে তকমা দেওয়ার বিষয়টি কেউ মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, নির্যাতিতার পরিবারের করা এফআইআর-এ ধর্ষণের উল্লেখ নেই। শনিবার নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নথিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে নির্যাতিতাকে একটি হোমে রাখা হয়েছে।

নির্যাতিতার বাবার আর্জির প্রশ্নে তৃণমূলের টাউন সভাপতি বলেন, 'প্রেস মিটে ধর্ষক শব্দটি ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভুলবশত এমনটা বলে ফেলেছি। ওই পড়ুয়া যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে। বিজেপি অভিযুক্তকে লুকিয়ে রেখে থানায় এসে নাটক করছে। পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করলে জোরদার আন্দোলন শুরু করব।' বিজেপির কনভেনার সন্দীপ বলেন, 'তৃণমূলের প্রেস মিটের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ ফসকে ধর্ষণের বিষয়টি বলে ফেলেছি। আমি তার জন্য দুঃখিত।' যদিও বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায় বলেন, 'তৃণমূল নোংরা রাজনীতি করছে। পুলিশ তো ওদের। ওরাই যে অভিযুক্তকে আড়ালে রেখে রাজনীতি করছে না সেটা কে বলবে? ধর্ষণ শব্দ প্রয়োগে দলের সমস্ত নেতাকে সতর্ক করা হয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

সবুজ চামড়ার শিশু

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের উলপিট গ্রামে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন গ্রামের গর্তের পাশে দুটি ছোট বাচ্চাকে পাওয়া যায়—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাদের গায়ের চামড়ার রং ছিল পাতার মতো সবুজ!

তারা এমন ভাষায় কথা বলছিল যা কেউ বুঝতে পারছিল না এবং তারা কেবল কাঁচা শিম ছাড়া আর কিছু খাচ্ছিল না। গ্রামের এক জমিদার তাদের আশ্রয় দেন। পরে তারা ইংরেজি শেখে এবং স্বাভাবিক খাবার খেতে শুরু করলে তাদের গায়ের সবুজ রং মিলিয়ে যায়। মেয়েটি পরে জানিয়েছিল, তারা 'সেন্ট মার্টিনস ল্যান্ড' নামে এক পাতালপুরী থেকে এসেছিল, যেখানে সূর্য ওঠে না, কেবল গোধূলির আলো থাকে। ইতিহাসবিদদের মতে, তারা হয়তো ফ্লেমিশ অভিবাসীদের সন্তান ছিল এবং অপুষ্টির (ক্লোরোসিস) কারণে তাদের ত্বক সবুজ হয়ে গিয়েছিল। তবে রহস্যটি আজও লোককথার আড়ালে ঢাকা।

প্লাম্বাররাই আগামীর কোটিপতি?

ছেলেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন তো সব বাঙালি বাবা-মায়ের। কিন্তু চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়া-র সিইও জেনসেন হুয়াং এবার যে ভবিষ্যৎবাণী করলেন, তাতে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। তিনি বলছেন, আগামীদিনে সিলিকন ভ্যালির কোডাররা নন, বরং প্লাম্বার, ইলেক্ট্রিশিয়ান বা দক্ষ মিস্ত্রিরাই হবেন আসল কোটিপতি!

যুক্তিটাও বেশ জোরালো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন চোখের পলকে সফটওয়্যার কোড লিখে ফেলছে, অফিসের ডেস্কের কাজ কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু রোবট বা এআই দিয়ে কি এখনই আপনার বাড়ির জলের পাইপ লিক সাড়ানো বা ইলেক্ট্রিকের তার জোড়া সম্ভব? একেবারেই না। আমেরিকায় এখনই ৫ লক্ষ দক্ষ কারিগরের সংকট। সেখানে একজন প্লাম্বার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান বছরে যা আয় করছেন, তা অনেক বড় আইটি চাকরির চেয়েও বেশি। ঋণের বোঝা নেই, চাকরি যাওয়ার ভয় নেই—শুধু হাতে রেঞ্চ বা প্লাস থাকলেই কেল্লা ফতে। জেনসেনের মতে, ল্যাপটপ ছেড়ে কোমরে 'টুল-বেল্ট' বাঁধার দিন আসছে। হাতের কাজকে যাঁরা এতদিন ছোট নজরে দেখতেন, তাঁদের এবার নড়েচড়ে বসার সময় এসেছে।

লাল চিনে যিশুর রাজত্ব

কমিউনিস্ট চিনে নাকি উলটপুরাণ ঘটতে চলেছে। যে দেশে একসময় ধর্মচর্চা ছিল কড়া নজরে, সেখানেই নাকি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সব রেকর্ড ভেঙে দেবে। শুনে অবাক লাগলেও, গবেষকদের দাবি কিন্তু তেমনই। তাঁদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে চিনই হতে পারে বিশ্বের বৃহত্তম খ্রিস্টান রাষ্ট্র। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, প্রায় পঁচিশ কোটির গণ্ডি পেরোতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভাবা যায়? খোদ আমেরিকা বা ব্রাজিলের মতো দেশও নাকি এই দৌড়ে চিনের পেছনে পড়ে যাবে। ১৯৪৯ সালে যখন মাও-এর কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসে, তখন এই সংখ্যাটা ছিল মাত্র পঞ্চাশ লাখের আশপাশে। অথচ এখন নাকি চিনা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ঝোঁক বেড়েছে। সরকারি চোখরাঙানি এড়িয়ে, গোপনে গড়ে ওঠা 'হাউস চার্চ' বা ঘরোয়া প্রার্থনাসভাতেই বাড়ছে ভিড়। নাস্তিকতার দুর্গে এই নিঃশব্দ বিপ্লব সত্যি হলে তা হবে ইতিহাসের এক বড় চমক।

মল থেকে দামি কফি

কফি খেতে আমরা অনেকেই ভালোবাসি। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি তৈরি হয় বিড়ালের মল থেকে! এর নাম 'কোপি লুয়াক'। ইন্দোনেশিয়ায় একধরনের গন্ধগোকুল বা সিভেট ক্যাট কফি বাগানের সবচেয়ে পাকা ও মিষ্টি কফি ফলগুলো বেছে খায়।

ফলের মাংসল অংশ হজম হলেও বীজ বা কফি বিনগুলো তাদের পেটে হজম হয় না এবং মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। বিড়ালের পেটের এনজাইমের কারণে কফি বিনের তেতো ভাব চলে যায় এবং এক অদ্ভুত সুগন্ধ তৈরি হয়। চাষিরা সেই মল কুড়িয়ে, ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে এই কফি তৈরি করেন। এর এক কাপের দাম বিদেশে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। রুচিতে না আটকালে, কফিপ্রেমীদের কাছে এটি অমৃতসমান!

ট্রাম্পের নজর কিউবা, কলম্বিয়া আর

প্রথম পাতার পর

তবে ইজরায়েল, গ্রিসের মতো দেশগুলি ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে একই সারিতে দাঁড়িয়েছে ইউক্রেন। কেবলমাত্র ঘটনাটিতে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের নিন্দায় একটি শব্দও খরচ করেনি ভারত। কংগ্রেস নেতা কার্তি চিদম্বরম কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি তুলেছেন।

আমেরিকা ভেনেজুয়েলা চালাবে বলে ট্রাম্পের দাবি সত্ত্বেও ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে বলেছে। ট্রাম্প আবার তাঁকে সমর্থনের বার্তা দিয়েছেন। ট্রাম্পের এই বার্তা কার্যত খারিজ করে রডরিগেজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভেনেজুয়েলা কারও অধীনে থাকবে না।

সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে মাদুরোর গ্রেপ্তারকে 'অপহরণ' বলে বর্ণনা করে তিনি টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেছেন, 'মাদুরো'ই দেশের একমাত্র প্রেসিডেন্ট।' ট্রাম্প অবশ্য ভেনেজুয়েলার নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর প্রস্তাব মানেনি। মাচাদো ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিরোধী শিবিরের প্রার্থী এডমন্ড গঞ্জালেজ উরুশিয়াকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।

কিন্তু ট্রাম্পের বক্তব্য, ভেনেজুয়েলায় মাচাদো জনপ্রিয় বা সম্মানিত নেত্রী নন। ডেলসি রডরিগেজের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলাকে মহান বানাতে আমরা যেসমস্ত কাজকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, উনি সেগুলি করতে প্রস্তুত।' ভেনেজুয়েলার আগ্রাসনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে রক্তের স্বাদ পেয়েছেন, কিউবা, কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোর উদ্দেশে তাঁর বার্তায় তা স্পষ্ট।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, মেক্সিকো চালাচ্ছেন ড্রাগ কার্টেলরা, প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাউম নন। তাঁর হুংকার, 'মেক্সিকোকে নিয়ে আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।' কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রোর উদ্দেশে অশ্রাব্য ভাষায় তিনি বলেন, 'পেট্রো কোকেন বানাচ্ছেন আর আমেরিকায় পাঠাচ্ছেন। উনি যেন নিজের পিঠ বাঁচিয়ে চলেন!'

কমিউনিস্ট শাসিত কিউবাকেও চোখ রাঙিয়েছে ওয়াশিংটন। ট্রাম্পের চোখে 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' কিউবায় খুব শীঘ্র মার্কিন হস্তক্ষেপ হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। মাদক পাচারের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার গুরুতর অভিযোগে সোমবার ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানকে ম্যানহাটন আদালতে পেশ করার কথা।

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ট্রাম্পের পদক্ষেপকে বেআইনি আখ্যা দিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি এই 'কাউবয় স্টাইল' অপারেশনকে 'যুদ্ধাপরাধ' বলে দেগে দিয়েছেন। তিনি সরাসরি ট্রাম্পকে ফোন করে জানিয়েছেন, এই আগ্রাসন তিনি সমর্থন করেন না। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস এই অভিযানকে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত বলেছেন। ট্রাম্পের ভেনেজুয়েলা আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বহু মার্কিন নাগরিক।

পাতা হল খাঁচা

রাজগঞ্জ ও মালবাজার, ৪ জানুয়ারি : কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে রাজগঞ্জ ও মালবাজার ব্লকের একাধিক জায়গায়। রবিবার চিতাবাঘ ধরতে রাজগঞ্জ ব্লকের অঙ্গদগছে সাহু নদীর পাড়ে খাঁচা পেতেছেন বন দপ্তরের কর্মী এবং আধিকারিকরা। মাল ব্লকের ডামডিম নীচু বাজার এলাকায় খাঁচা পাতার দাবি উঠলেও এখনও বন দপ্তর সেব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি।

কর্মী নিয়োগে

প্রথম পাতার পর

কর্মীদের মাইনে থেকে টাকা কেটে নিলেও এজেন্সি নিয়মিত ইএসআই এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডেও (পিএফ) টাকা জমা করছে না বলেও অভিযোগ।

এরই মধ্যে ডিসেম্বর মাসে নতুন করে ১৭ জনকে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আড়াই-তিন লক্ষ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এ মাসে ফের পাঁচজন নতুন মুখকে কর্মীরা এই ব্লকে দেখতে পাচ্ছেন। অভিযোগ, শাসকদলের স্থানীয় এক নেতা তথা জনপ্রতিনিধি ওই এজেন্সির সঙ্গে মিলে লোক ঢোকাচ্ছেন। আর এর বিনিময়ে প্রত্যেকের কাছে মোটা টাকা আদায় করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেডিকেল সংলগ্ন একটি গ্রামের বাসিন্দা এক তরুণ বললেন, 'স্নাতক হয়ে বসে রয়েছি। কোনও কাজকর্ম নেই। তাই মেডিকেলে লোক নেবে শুনে যোগাযোগ করি। প্রথমে চার লক্ষ টাকা চেয়েছিল। দরকষাকষি করে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে কাজে ঢুকেছি। এখনও এক মাসের মাইনেও পাইনি।' অপর এক কর্মী বললেন, 'আমাদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা করে নিয়েছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই সবাইকে টাকা ফেরত দেবে বলেছে। কয়েকজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫০-৬০ হাজার টাকা করে এসেছে। কিন্তু বাকি টাকা কবে দেবে, আদৌ দেবে কি না জানি না।'

উন্নয়নের স্পষ্ট প্রেসক্রিপশন দিন নেতারা

প্রথম পাতার পর

চা শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অথচ জমির দালালি রমরমিয়ে চলছে!

পর্যটনের ক্ষেত্রেও একই, স্বল্পদৃষ্টির রাজনীতি। প্রকৃতিকে রক্ষা করে ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলার বদলে পাহাড় ও ডুয়ার্সে চলছে কংক্রিটের দখলদারি। নদীর ধার ঘেঁষে, কখনও নদীর বুকেই, নিয়ম ভেঙে হোমস্টে তৈরি হচ্ছে। ফলাফল ফ্ল্যাশ ফ্লাড, ভূমিধস, প্রাণহানি। এখানে শুধু প্রকৃতি নয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতাও সমান দায়ী। সংরক্ষিত অরণ্যে প্রবেশকর তুলে দিয়ে অযথা ভিড় বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু বনরক্ষা বাড়েনি। বন্যপ্রাণের নিরাপত্তা কমেছে, মানুষের সঙ্গে সংঘাত বেড়েছে। বনবস্তির মানুষদের বন সংরক্ষণের অংশীদার না করে তাঁদের বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি পরিবেশের পক্ষে আত্মঘাতী।

পরিকাঠামোর কথাও নতুন করে বলার নয়। কোচবিহার বিমানবন্দর প্রায় নিষ্ক্রিয়। বালুরঘাট বিমানবন্দর শুধু নির্বাচনি সমীক্ষার খাতায় বেঁচে আছে। অথচ সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে একটি কার্যকর বিমানবন্দর শুধু যাত্রী পরিষেবা নয়, কৌশলগত নিরাপত্তা ও শিল্প বিনিয়োগের দরজাও খুলতে পারত। প্রতিবেশী বাংলাদেশে চিন ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির নিরিখে বালুরঘাট বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি সামরিক বেস এই এলাকার গুরুত্ব আমূল বদলে দিতে পারত। উন্নয়ন মানে শুধু রাস্তা আর সেতু নয়, উন্নয়ন মানে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তৈরি করা।

কৃষিক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গ অবহেলিত। তিস্তা প্রকল্প থমকে আছে। কৃষকরা ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। ন্যূনতম সহায়কমূল্য কাগজে-কলমে আছে, কিন্তু মান্ডিতে সাধারণ কৃষকের প্রবেশাধিকার নেই। ফড়েদের দাপটে কৃষক বাধ্য হচ্ছেন কম দামে ফসল বিক্রি করতে। আমার নিজস্ব ভাবনায়, এখানে শুধু দামের সমস্যা নয়, নীতির সমস্যাও আছে। কৃষিকে এখন সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে না। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, স্টোরেজ, স্থানীয় বাজার- এই তিনটি স্তম্ভ গড়ে না তুললে কৃষক কখনও স্বনির্ভর হবে না।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গায় ছবিটা আরও বিবর্ণ। বিজেপি উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় দল হয়েও এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সুস্পষ্ট কোনও রোডম্যাপ দিতে পারেনি। ভোটের আগে আলাদা রাজ্যের কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে কোনও প্রকল্পের দেখা মেলে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গের একজন ভূমিপুত্র গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি তিনি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীও বটে। উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রকল্প তৈরির এটাই ছিল সবচাইতে আদর্শ সময়। কিন্তু আক্ষেপের কথা, এখনও তেমন কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত আছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ে কোনও বড় পরিকল্পনা বিজেপি সরকার এখনও নিতে পারেনি। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে মেঘালয় রাজ্যের মহেন্দ্রগঞ্জ-তুরা অবধি করিডর তৈরির প্রকল্প বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে থমকে আছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাতে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং দল হিসাবে বিজেপিকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

উত্তরবঙ্গে বামপন্থী রাজনীতিও কার্যত নিস্তেজ। ধারাবাহিক আন্দোলন, বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা, এই জায়গায় বামপন্থীরা বিশেষভাবে ব্যর্থ। সংখ্যায় দুর্বল হলেও রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরিতে বামপন্থীদের প্রাসঙ্গিকতা এখনও কোনওভাবেই কম না। তাঁরা চাইলে উত্তরবঙ্গের দাবিকে জাতীয় আলোচনায় বা মানুষের প্রতিদিনের চর্চায় আনতে পারতেন, কিন্তু সেকাজে তাঁরা কার্যত ব্যর্থ।

এই অবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা উঠে আসে, উত্তরবঙ্গের মানুষ এবার কী করবেন? আমার মনে হয়, এখানেই পরিবর্তনের আসল চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। ভোট চাইতে এলে শুধু হাতজোড় করলেই হবে না, প্রশ্ন তুলতে হবে। গতবারের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? আগামী দশ বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষি, পরিবেশ নিয়ে আপনার দলের পরিকল্পনা কী? শুধু ভাতা আর খেলা মেলা উৎসব নয়, শুধু পরিচয়ভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরা নয়, আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার এবং আপনার দলের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

রাজনীতিতে প্রচলিত একটি কথা আছে, গণতন্ত্রে ভোট একটি অধিকার নয়, একটি দায়িত্ব। উত্তরবঙ্গের মানুষ যদি এই 'দায়িত্ব'-কে প্রশ্নে, দাবিতে ও সচেতন ভোটে রূপান্তরিত করতে পারেন, তবেই রাজনীতি বাধ্য হবে উত্তর দিতে। খণ্ড খণ্ড উপহার আর বিভাজনের রাজনীতি নয়, এবার দরকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্পষ্ট প্রেসক্রিপশন। আশা সেখানেই, যেদিন মানুষ প্রশ্ন করবে, সেদিনই বদলাতে শুরু করবে রাজনীতি।

লেখক পেশায় চিকিৎসক।
বালুরঘাটের বাসিন্দা

মরণফাঁদ

প্রথম পাতার পর

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ত্বকের বিশিষ্ট চিকিৎসক পিনাকী তরফদার। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিদিনই এরকম অনেক রোগীই তাঁর কাছে আসছেন, যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ার চমকে ভুলে পণ্য ব্যবহার করে ত্বকের ক্ষতি করেছেন। পিনাকীবাবুর কথা, 'সোশ্যাল মিডিয়া দেখা ভালো। কিন্তু বিশ্বাস করা ভালো নয়। কেউ যদি ভেবে থাকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বুদ্ধি নিয়ে তা শরীরের উপর প্রয়োগ করব, তা ভুল। প্রয়োজনে চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নয়।' সামাজিক মাধ্যমের গোলকধাঁধায় তথ্য থাকলেও তা যাচাইয়ের উপায় নেই। সেখানে লাইক আর ভিউ-এর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় পরামর্শের গুণাগুণ। অথচ মানবদেহের জটিল রসায়ন প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন। একজনের জন্য যা অমৃত, উপযুক্ত রোগ নির্ণয় ছাড়া অন্যজনের জন্য তা বিষ হয়ে উঠতে পারে। হুজুগে গা ভাসানো মানুষগুলো ভুলে যান, কয়েক সেকেন্ডের রিল বা ভিডিও কোনওভাবেই কয়েক দশকের গবেষণালব্ধ চিকিৎসার বিকল্প হতে পারে না। না বুঝে এই অবৈজ্ঞানিক পথে হাঁটার বিপদ অতি ভয়ানক হতে পারে। যা অনেক সময় মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁরা বলছেন, ভিডিও দেখে 'অলৌকিক' নিরাময়ের আশায় ভেষজ পথ্য ব্যবহারের ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ কম-বেশি হয়ে যে কেউ কোমায় চলে যেতে পারে কিংবা অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপের কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোক হতে পারে।

পিঠের ব্যথা কমানোর ভিডিও দেখে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই ব্যায়াম শুরু করেছিলেন অসমের হালাকুরার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অমৃতলাল সাহা। ওই ব্যায়ামের ফলে তাঁর মেরুদণ্ডের হাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয় যা তাঁকে চিরস্থায়ী পক্ষাঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শিলিগুড়িতে আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কিছুদিন চিকিৎসা করানোর পর সম্প্রতি চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে গিয়েছেন তিনি।

মনোরোগের চিকিৎসক উত্তম মজুমদারের বক্তব্য, 'বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের দেশে এখনও বিশ্বাস মেনে চলার লোক বেশি। তাই ফেসবুকের চমকদারি ভিডিওকে বিশ্বাস করে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনছি আমরা। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, তথ্য এবং জ্ঞানের মধ্যে এক বিশাল সমুদ্রের ব্যবধান রয়েছে। সুস্থ থাকা কেবল কিছু রেসিপি বা কসরত নয়, এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলা। মায়াবী পর্দার রঙিন হাতছানিতে বিভ্রান্ত হয়ে নিজের জীবনকে বাজি ধরা কোনও বীরত্ব নয়, বরং তা এক চরম নির্বুদ্ধিতা।' স্বাস্থ্য রক্ষায় সামাজিক মাধ্যমের উপর ভরসা করা উচিত নয় বলেই জানিয়েছেন আরেক চিকিৎসক বিশ্বপ্রিয় সিনহা। তাঁর বক্তব্য, 'অনেক সময়ই দেখা যায়, সামাজিক মাধ্যমে কোনও ডায়েটের ভিডিও দেখে কেউ সেরকমভাবেই ডায়েট করা শুরু করে দিয়েছে। শেষে তা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং আমাদের কাছে ছুটে আসছে। কিন্তু যখন আসছে তখন অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।'

দিনভর স্ক্রিন আমাদের অনেক কিছু দেখায়, কিন্তু সেগুলোর সব সত্য নয়। তাই নিজেকে প্রশ্ন করা, সন্দেহ করা এবং বিশেষজ্ঞের দরজায় কড়া না নাড়লে অবধারিতভাবেই পড়তে হবে বিপদের মুখে।

গম্ভীরদের সিদ্ধান্তে অবাক ইরফান

আর কী করবে ও, প্রশ্ন সামির কোচের

মোরাদাবাদ, ৪ জানুয়ারি : মহম্মদ সামির সামনে কি ভারতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল? নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজের দল ঘোষণার পর থেকে সেই সম্ভাবনা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

ছন্দে আছেন। টানা বাংলার হয়ে ম্যাচ খেলছেন। তারপরও ভারতীয় দলে ব্রাত্য! ইঙ্গিত পরিষ্কার, সামি নয়, অজিত আগরকার, গৌতম গম্ভীরদের চোখ তরুণ পেস ব্রিগেডে। তাই অগ্রাধিকার পাচ্ছেন হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণারা।

> একজন খেলোয়াড়ের আর কী করার থাকতে পারে? আর কত বেশি উইকেট নিতে হবে? আসল কথা হল, সামিকে ওরা ওডিআই টিমে চাইছেই না। কিন্তু এখনও ওর অনেক কিছু দেওয়ার আছে।
>
> **-মহম্মদ বদরুদ্দিন**
> সামির কোচ

যদিও নির্বাচক কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের ঝড়। সামির কোচ মহম্মদ বদরুদ্দিন রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিলেন আগরকার-গম্ভীরদের প্রতি। দাবি, চোট সারিয়ে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। ফিটনেসের প্রমাণ রাখছেন একটানা ম্যাচের ধকল নিয়ে। নির্বাচকরা আর কী চাইছেন সামির থেকে?

আগরকার-গম্ভীরদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বদরুদ্দিনের দাবি, 'একজন খেলোয়াড়ের আর কী করার থাকতে পারে? আর কত বেশি উইকেট নিতে হবে? আসল কথা হল, সামিকে ওরা ওডিআই টিমে চাইছেই না। কিন্তু এখনও ওর অনেক কিছু দেওয়ার আছে।' প্রত্যাবর্তনের পর ১৬টি ঘরোয়া ম্যাচের বাংলার হয়ে ৪৭টি উইকেট নিয়েছেন সামি (রনজি ট্রফিতে ২০টি, সৈয়দ মুস্তাক আলিতে ১৬ (টি২০), বিজয় হাজারেতে (৫০ ওভার) এখনও পর্যন্ত ১১টি)।

একই সুর ইরফান পাঠানের গলাতেও। প্রাক্তন পেস অলরাউন্ডারের দাবি, পারফরমেন্সই শেষকথা। সাফল্য পেলে কারও সামনে ভারতীয় দলের দরজা বন্ধ করা উচিত নয়। বলেছেন, 'মূল প্রশ্ন, সামির কেরিয়ার কোন দিকে গড়াচ্ছে। ভবিষ্যৎই বা কী। ৪৫০-৫০০ আন্তর্জাতিক উইকেট রয়েছে ওর। আর চারশো প্লাস উইকেট নেওয়া কাউকে বাদ দিলে প্রশ্ন উঠবে। আর ফিটনেস নিয়ে যুক্তি খাটে না। প্রত্যাবর্তনের পর ২০০ ওভারের বেশি বল করেছে ও। আর কতটা উন্নতি করতে হবে সামিকে? নির্বাচক কমিটিই একমাত্র বলতে পারবে, ওরা কী চাইছে।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবশ্য অবাক নন। প্রাক্তন অফস্পিনারের যুক্তি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারদের সঙ্গে এক 'ব্র্যাকেটে' সামিকে রাখা ভুল। বিরাটরা ব্যাটার, সামি পেসার। ফলে ওয়ার্কলোড, ২০২৭-এ ওর ফিটনেস কেমন থাকবে, তা বিচার্য। নির্বাচকরা যা গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভালো খেলার পরও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের বাদ পড়ার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেন, 'রুতুরাজকে কি রাখা যেত না দলে? আমি মনে করি যেত। সুস্থ হয়ে শ্রেয়স আইয়ার ফিরবেন, প্রত্যাশিত। আমার ধারণা বাঁহাতি হওয়ার কারণে ঋষভ পন্থ গুরুত্ব পেয়েছে রুতুরাজের তুলনায়।'

বাজছে ডব্লিউপিএলের বাজনা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যোগ দিয়ে নাচ হরমনপ্রীত কাউরের। তাঁকে স্বাগত জানালেন ঝুলন গোস্বামী, অরুন্ধতী রেড্ডিরা।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর রিচা ঘোষের সঙ্গে ঠাট্টা অস্ট্রেলিয়ান গ্রেস হ্যারিসের।

কোমা থেকে বেরিয়ে কথা বলছেন মার্টিন

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : বাইশ গজের মতো জীবনযুদ্ধেও প্রত্যাবর্তনের রূপকথা লিখছেন ড্যামিয়েন মার্টিন। কোমা থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। এখন মার্টিন কথাও বলতে পারছেন। শীঘ্রই তাঁকে আইসিইউ থেকে সাধারণ বেডে দেওয়া হবে বলে আশা। প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারের দীর্ঘদিনের সতীর্থ অ্যাডাম গিলক্রিস্টের থেকেই যা জানা গিয়েছে।

গিলক্রিস্ট বলেছেন, 'শেষ ৪৮ ঘণ্টায় যা হয়েছে তা অবিশ্বাস্য। চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছে, কথাও বলতে পারছে। কোমা থেকে বেরিয়ে আসার পর অসাধারণ উন্নতি করেছে মার্টিন। ওরা পরিবারের মতে, যা অলৌকিক।'

গিলক্রিস্ট আরও বলেছেন, 'ওর পরিবার তো আশা করছে খুব তাড়াতাড়ি ওকে আইসিইউ থেকে সাধারণ বেডে দেওয়া হবে। সুস্থ হয়ে ওঠার সব লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। মার্টিন নিজেও আশাবাদী। খুব তাড়াতাড়ি সব বদলে গেল। সকলে যেভাবে ওর জন্য প্রার্থনা করেছে তাতে মার্টিনও অসম্ভব খুশি। ওর চিকিৎসা অবশ্য চলবে। তবে পরিস্থিতি ভালোর দিকেই।'

অলৌকিক বলছে পরিবার

খুশি প্রাক্তন অজি ক্রিকেটারের স্ত্রী আমান্ডাও। গিলি বলেছেন, 'যে ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও যত্ন পেয়েছে তার জন্য আমান্ডা সকলকে ধন্যবাদ দিতে চায়। সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাতেও ও খুশি। প্রয়োজনের সময় অনেকেই ওর পাশে দাঁড়িয়েছে।'

ফেডারেশনকে বিঁধলেন জন

সদস্যদের না জানিয়েই কিছু ক্লাবকে চিঠি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : ফুটবলারদের পর এবার অভিনেতা থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সকলেরই তীর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দিকে।

সারা পৃথিবীতে যেখানে শীর্ষ লিগ প্রায় শেষের পথে, সেখানে এদেশে এখনও লিগ শুরুই হল না। অগাস্ট মাসে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে নয়া চুক্তি নিয়ে স্বচ্ছতা না থাকায় এফএসডিএল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিতের কথা জানায়। তারপর গঙ্গা-যমুনা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। কখনও একে অপরের বিপক্ষে কাদা ছোড়াছুড়ি, কখনও আলোচনার টেবিলে বসার পরেও ২০২৫ চলে গিয়ে এসেছে ২০২৬। অথচ লিগ শুরু করা যায়নি। ফুটবলকে ঘিরে যাপন যাঁদের, সেই ফুটবলার থেকে কিট বয়, সকলেরই প্রতিটি দিন কাটছে প্রবল আশঙ্কার মধ্যে। এমনকি ফুটবলাররা পর্যন্ত এআইএফএফ কর্তাদের সঙ্গে বসেছেন আলোচনার টেবিলে। তারপরেও কাটেনি মেঘ। এবার আর তাই ধৈর্য রাখতে না পেরে গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিংগান, সুনীল ছেত্রীদের মতো ভারতীয় থেকে কালোসি দেলগাডো, হুগো বৌমৌসদের মতো বিদেশিরাও চাইছেন ফিফপ্রো ও ফিফার হস্তক্ষেপ। তাঁরা বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় এই আবেদন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে হাজির হলে হইচই পড়ে যায়। এরপরেই তিন সদস্যের কমিটির প্রস্তাব মেনে নিয়ে লিগ পরিকল্পনার কথা তড়িঘড়ি জানায় এআইএফএফ। কিন্তু ফেডারেশন কর্তাদের হঠাৎ হওয়া এই বোধোদয় একেবারেই খুশি করতে পারছে না দেশের সেলেব্রিটি থেকে সাধারণ মানুষ কাউকেই। এদিন সেই ভিডিও ফের পোস্ট করে নিজের এক্স হ্যান্ডলে অভিনেতা এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির কর্ণধার জন আব্রাহামের প্রতিক্রিয়া, 'লজ্জা!' তিনি লেখেন, 'আমাদের জন্য লজ্জা.... এমন একটা অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি।' আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়ালও বিঁধেছেন ফেডারেশন কর্তাদের। তিনিও লেখেন, 'খেলাধুলোয় স্বচ্ছ ও দায়িত্ববান নেতৃত্ব এবং অ্যাথলিটদের প্রতি সম্মান। এটা রাজনীতি বা ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়। ফুটবলার ও সমর্থকদের জন্য এদেশে আরও ভালো কিছু প্রয়োজন।' শশী থারুর নিজেকে ফুটবল পাগল রাজ্য কেরলের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করে লেখেন, 'আইএসএল-কে ঘিরে যা চলছে তা এদেশের ফুটবলের জন্য গভীর সমস্যা।' বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে দেলগাডো ইতিমধ্যেই ফেডারেশন কর্তাদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছেন।

> খেলাধুলোয় স্বচ্ছ ও দায়িত্ববান নেতৃত্ব এবং অ্যাথলিটদের প্রতি সম্মান। এটা রাজনীতি বা ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়। ফুটবলার ও সমর্থকদের জন্য এদেশে আরও ভালো কিছু প্রয়োজন।
>
> **-অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

তিনি একটি ওয়েবসাইটকে জানান, তাঁদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে লিগ শুরু করার কথা বলা হয় সেই নভেম্বর মাসে। যা আদতে মিথ্যা বলা হয়েছিল। কারণ সেই কথা ২০১৫ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও রাখতে পারেনি ফেডারেশন।

এদিকে, শনিবার রাতে লিগ শুরু নিয়ে যে পরিকল্পনা হয় ফেডারেশনের বিশেষ সভায়। সেই বিষয়টি জানিয়ে কিছু ক্লাবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেন এআইএফএফের সহ সচিব এম সত্যনারায়ণন। অথচ কার্যনির্বাহী সমিতি এবং বিশেষ সাধারণ সভায় সম্মতি পেলেই তিনি এটা পাঠাতে পারেন। যা তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার পর আর বাকি ক্লাবের কাছে চিঠিটি না যাওয়ায় আবার বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অনেকেই বলছেন, এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ফেডারেশন কীভাবে চলছে। এখন দেখার কবে লিগ শুরুর কথা জানায় এআইএফএফ।

আশার আলোয় উজ্জীবিত মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দেখানো আশার আলোয় স্বস্তি।

অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলারদের চনমনে দেখালেও একটা চাপা উদ্বেগ কাজ করছিল এতদিন। এআইএফএফ-এর বার্তা পেয়ে সেই আশঙ্কার মেঘ আরও খানিকটা কেটে গিয়েছে। প্রস্তুতিতেও আরও উজ্জীবিত সবুজ-মেরুন শিবির। যদিও ফেডারেশনের থেকে সরকারিভাবে এখনও চিঠি পায়নি মোহনবাগান। তবুও আশ্বাসেই আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন কোচ সের্জিও লোবেরা থেকে তাঁর দলের ফুটবলার সকলেই।

রবিবার বিকেলে সর্বসাকুল্যে এক ঘন্টা অনুশীলন করলেন বিশাল কেইথ, সাহাল আব্দুল সামাদ, জেমি ম্যাকলারেনরা। প্রস্তুতি চলল হালকা মেজাজে। বাগান ফুটবলারদের শরীরি ভাষায় স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। মাঠ ছাড়ার সময়ও চওড়া হাসি দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সদের মুখে। বেশ কয়েকজন জানিয়েও গেলেন, আইএসএল নিয়ে 'আশা' দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা। কোচ লোবেরাও গলা মেলালেন সেই সুরেই।

অনুশীলনের ফাঁকে গল্পে মেতে কামিন্স, পেত্রাতোস, ম্যাকলারেন।

এরইমধ্যে এদিন অতিথি হয়ে বাগানের প্রস্তুতিতে হাজির হন জামশেদপুর এফসির দুই ফুটবলার জার্মানপ্রীত ও মনভীর সিং। তাঁদের দাবি, ব্যক্তিগত কাজেই কলকাতায় আসা। তারই মাঝে ঢু মারলেন সবুজ-মেরুন শিবিরে। জানা গেল পঞ্জাবের মনবীর সিং, মেহতাব সিংদের সঙ্গে দেখা করতেই মোহনবাগান অনুশীলনে এসেছিলেন তাঁরা। এদিনই আবার দীর্ঘদিনের বান্ধবী মিহিরা সিংয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন কিয়ান নাসিরি।

শচীনের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন রুট

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে স্টার্কের নজির

ইংল্যান্ড-২১১/৩
(প্রথম দিনের শেষে)

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : শেষ পর্বে অ্যাসেজ।

সিডনির নিউ ইয়ার টেস্ট দিয়ে ইতি অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের চলতি সিরিজে। রবিবার শুরু যে সিডনি দ্বৈরথের প্রথম দিনে ঘটনার ঘনঘটা। ম্যাচের শুরুতে গত ডিসেম্বরে বন্ডি বিচে জঙ্গিহানায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে।

নিহতদের পরিবারের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেদিনের ঘটনায় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকের প্রাণ বাঁচানো আহমেদ আল আহমেদকেও। গুলি খেয়েও এক আততায়ীর কাছ থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে এদিন মাঠে এসেছিলেন।

বাইশ গজের দ্বৈরথে অবশ্য জো রুট স্পেশাল, মিচেল স্টার্কের নজির। সিরিজের ফয়সালা আগেই হয়ে গিয়েছে। সিডনির দ্বৈরথ কার্যত নিয়মরক্ষার দ্বৈরথ। যদিও উসমান খোয়াজার ফেয়ারওয়েলের আকর্ষণ ছিল। ম্যাচ শুরুর আগে অজি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ বার্তাও দেন বিদায়ি নায়কের উদ্দেশ্যে।

টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর শুরু অস্ট্রেলিয়ার। বাকি সময়ে রুট-হ্যারি ব্রুকের যুগলবন্দিতে ইংল্যান্ডের প্রত্যাঘাত। ব্যাট-বলের উপভোগ্য যে দ্বৈরথে জল ঢেলে অন্তিম সেশনে প্রকৃতির ছড়ি ঘোরানো। প্রথমে মন্দ আলোর, তারপর ঝোড়ো দমকা হাওয়া এবং সব শেষে দোসর হিসেবে হাজির বৃষ্টি। অন্তিম সেশনের খেলা ধুয়েমুছে সাফ। গোটা দিনে হওয়া ৪৫ ওভারে ইংল্যান্ড ৩ উইকেট খুইয়ে ২১১। ৫৭/৩ হয়ে যাওয়ার পর অবিচ্ছিন্ন চতুর্থ উইকেটে ১৫৮ তুলে পরিস্থিতি সামাল দেন রুট-ব্রুক।

বন্ডি বিচে জঙ্গিহানার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন আহমেদ আল-আহমেদ। রবিবার সিডনিতে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন শেষ টেস্ট খেলতে নামা উসমান খোয়াজা।

ব্রুক ৯২ বলে আক্রমণাত্মক ৭৮ করে দিনের খেলা শেষ করেছেন। ৬৭তম হাফ সেঞ্চুরি করে ৭২ রানে অপরাজিত আছেন রুট। যার সুবাদে শচীন তেন্ডুলকারের (২০০ টেস্টে ৬৮টি হাফ সেঞ্চুরি) রেকর্ড দখলের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন রুট।

ম্যাচে প্রথম বল পড়ার আগেই নজির অস্ট্রেলিয়ারও। গত ১৩৮ বছরে সিডনি টেস্টে প্রথমবার কোনও বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়াই খেলতে নামল ক্যাঙারুরা। দিনের শুরুতে পেসারদের দাপটের চেনা ছবি। শুরুটা গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, ব্রেট লি-র পর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামা স্টার্কের (১০৫টি টেস্ট, ১৩০টি ওডিআই, ৬৫টি টি২০)। সপ্তম ওভারে ঝোলায় বেন ডাকেট (২৭)।

অপর ওপেনার জ্যাক ক্রলিও (১৬) বেশিক্ষণ ক্রিজে স্থায়ী হননি। প্রথম ড্রিংকস ব্রেকের পর চাপ বাড়িয়ে স্কট বোল্যান্ড ফেরান জ্যাকব বেথেলকে (১০)। ৫৭/৩। মেঘলা দিনে ইংল্যান্ড সাজঘরের পরিবেশ গুমোট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখান থেকেই রুট-ব্রুকের প্রত্যাঘাত।

সফরের শুরুটা রুট করেছিলেন সেঞ্চুরিতে। কিন্তু তারপর ব্যাটে রান নেই সেভাবে। ব্রুকের হালও তথৈবচ। এদিন দলের সঙ্গে নিজেদেরও সাফল্যের ট্রাকে ফেরানোর বাড়তি তাগিদের প্রতিফলন দেখা গেল। ফল লাঞ্চে ১১৪/৩। মাঝের সেশনে কোনও উইকেট না খুইয়ে আরও ৯৭ রান যোগ। যদিও রুটদের যে দাপটে ব্রেক লাগিয়ে শেষে প্রকৃতির খেল। ইংল্যান্ড যখন ২১১/৩, খেলা বন্ধ হয়, বাকি দিনে যা আর শুরু করা সম্ভব হয়নি।

জোড়া গোল করা আর্সেনালের ডেকলান রাইসকে নিয়ে উচ্ছ্বাস পিয়েরো হিনকাপায়ের।

আটকে গেল লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

লন্ডন, ৪ জানুয়ারি : রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ ড্র করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'রোজেস ডার্বি'-তে ম্যাচের ৬২ মিনিটে ব্রেন্ডন অ্যারোনসেনের গোলে লিড নিয়েছিল লিডস ইউনাইটেড। তিন মিনিট পরে রুবেন অ্যামোরিমের দলকে সমতায় ফেরান ম্যাথিয়াস কুনহা। এদিন ড্রয়ের সুবাদে ২০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট পেয়েছে ম্যান ইউ।

শুরুতে পিছিয়ে পড়েও ফুলহ্যামের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে লিভারপুল। ১৭ মিনিটে ফুলহ্যামকে এগিয়ে দেন হ্যারি উইলসন। ফ্লোরিয়ান রিৎজ ৫৭ মিনিটে লিভারপুলকে সমতায় ফেরান। এরপর সংযোজিত সময়ের চতুর্থ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন কোডি গাকপো। কিন্তু একেবারে শেষলগ্নে হ্যারিসন রিডের গোল তাদের আশাহত করে। এদিন ড্র করে লিভারপুল ২০ ম্যাচে পৌঁছাল ৩৪ পয়েন্টে।

জিতেই চলেছে আর্সেনাল

তারা রয়েছে চতুর্থ স্থানে। রবিবার নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট পরে ম্যাচটি শুরু হয়েছিল। ইপিএলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মেডিকেল ইমার্জেন্সির কারণে ম্যাচটি দেরিতে শুরু হয়েছে।

ইপিএলে শনিবার এক উত্তেজক ম্যাচে আর্সেনাল ৩-২ গোলে হারিয়েছে বোর্নামাউথকে। ১০ মিনিটে এভানিলসনের গোলে পিছিয়ে পড়ে মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ১৬ মিনিটে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ৫৪ ও ৭১ মিনিটে গোল করে গানার্সকে এগিয়ে দেন ইংলিশ মিডিও ডেকলান রাইস। ৭৬ মিনিটে বোর্নামাউথের হয়ে একটি গোল শোধ করেন এলি জুনিয়ার ক্রুউপি।

ম্যাচের পর কোচ আর্তেতা বলেছেন, 'জানুয়ারি মাসে আমাদের আরও নয়টি ম্যাচ বাকি রয়েছে। টানা ম্যাচ খেলার জন্য ফিটনেসের পাশাপাশি নিজেদের মনঃসংযোগ ধরে রাখাটা জরুরি। আমাদের সেটাই করতে হবে।' পরে মিডিও রাইসের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'আমার চোখে ডেকলান এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা মিডিও। ও প্রতিনিয়ত নিজের খেলায় উন্নতি করে চলেছে। আমাদের দলে ডেকলান একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।' এই জয়ের সুবাদে ২০ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে আরও কিছুদিন শীর্ষে থাকা নিশ্চিত করল আর্সেনাল।

অন্যদিকে চোট-আঘাত নিয়ে চিন্তায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন স্যাভিনহো। আগেই চোট পেয়েছিলেন মাতেও কোভাকিচ, জন স্টোনসের মতো ফুটবলার। এছাড়া আফ্রিকা কাপ অফ নেশন্সের জন্য রায়ান আইত-নুরি ও ওমর মারমৌশকে পাচ্ছেন গুয়ার্দিওলা। তবে আশার কথা রড্রি ও জেরেমি ডোকু চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন। যদিও তাদের নিয়ে বেশ সতর্ক গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে রড্রি ও জেরেমি দলে ফিরেছে। তবে ওদের খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমরা মেডিকেল টিমের সঙ্গে কথা বলে ওদেরকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। পাশাপাশি স্যাভিনহোর চোট পাওয়াটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।'

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সমতায় ফিরিয়ে কুনহা।

ডার্বিতে জয় বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ৪ জানুয়ারি : নতুন বছরেও জয়ের ধারা অব্যাহত বার্সেলোনার। শনিবার রাতে 'কাতালান ডার্বি'-তে এস্প্যানিওলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের দলের হয়ে গোল করেন ড্যানি ওলমো ও রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এই ম্যাচ জিতে ১৯ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষস্থান আরও পোক্ত করেছে তারা।

কাতালান ডার্বিতে ঘরের মাঠে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চাপে রেখেছিল এস্প্যানিওল। তবে বার্সার পরিত্রাতা হয়ে ওঠেন গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া। হাফ ডজন নিশ্চিত গোল সেভ করে দলের দূর্গ অক্ষত রাখেন তিনি। একদা এস্প্যানিওলের 'ঘরের ছেলে' হয়ে ওঠা গার্সিয়া এই মরশুমে জার্সি বদল করে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন। যেটা মেনে নিতে পারেননি এস্প্যানিওলের সমর্থকরা। তাই ম্যাচের আগে গার্সিয়াকে ব্যঙ্গ করে বিভিন্ন ব্যানার গ্যালারিতে টাঙিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতেও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি বার্সা গোলরক্ষকের। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে 'ডেডলক' ভেঙে বার্সাকে এগিয়ে দেন ওলমো। ৯০ মিনিটে বার্সার হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন পোলিশ গোলমেশিন লেওয়ানডস্কি।

ম্যাচের পর গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। তিনি বলেছেন, 'ম্যাচ জয়ের জন্য আমি গার্সিয়াকে ধন্যবাদ দেব। ও এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকদের একজন।

বড় জয় রিয়ালের

রবিবার রিয়াল মাদ্রিদ ৫-১ গোলে চূর্ণ করেছে রিয়াল বেতিসকে। ২০, ৫০ ও ৮২ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন গঞ্জালো গার্সিয়া। তাদের বাকি দুই গোলস্কোরার রুবেন অ্যাসেনসিও ও ফ্রান্সিসকো গার্সিয়া। বেতিসের গোলটি জুয়ান হার্নান্ডেজের। ১৯ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল ২ নম্বরে রয়েছে। তাদের থেকে ৪ পয়েন্ট এগিয়ে বার্সা শীর্ষস্থানে।

ফিট থাকতেই টেনিসে : ভেনাস

অকল্যান্ড, ৪ জানুয়ারি : বয়স এখন ৪৫ বছর। এখনও টেনিসকে উপভোগ করছেন ভেনাস উইলিয়ামস। সামনেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। তারই প্রস্তুতিতে মগ্ন ভেনাস। তারই মাঝে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি সবসময় আনন্দে থাকতে চাই। নিজেকে ফিট রাখতে চাই। ফিট রাখতে হলে টেনিস খেলা চালিয়ে যেতে হবে।' অকল্যান্ডে ওপেনে খেলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় অন্য প্রতিযোগীদের তুলনায় সবচেয়ে কম টেনিস খেলে অংশ নিচ্ছি। এখানে নিজের ছন্দ ফিরে পেতে চাই।'

ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ

মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশকে স্বাগত জানাচ্ছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি : মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কে জল আরও ঘোলা। বাইশ গজ ছাড়িয়ে এখন তা দুই দেশের রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত। পালটা পদক্ষেপ হিসেবে ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ সরকার।

নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র দ্বারস্থ হয়েছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড। পালাবদলের পর চূড়ান্ত নৈরাজ্যে ডুবে থাকা পদ্মাপাড়ের প্রতিবেশী দেশের ক্রিকেট বোর্ডের দাবি, ভারতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা নিরাপদ নয়! ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কাতে তাদের ম্যাচ সরানো হোক।

পাকিস্তান একই কারণ দেখিয়ে ভারতে খেলতে রাজি হয়নি। সেই কারণে হাইব্রিড মডেলে ভারত ও শ্রীলঙ্কাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। পাকিস্তানের সমস্ত ম্যাচ হবে দ্বীপরাষ্ট্রে। এমনকি ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হলেও কলম্বোতে খেলা হবে। পাকিস্তানের দেখানো পথেই হাঁটল 'বন্ধু' বাংলাদেশও।

রবিবার দুপুরে বিসিবি-র বিশেষ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার নেপথ্যে সরকারের নির্দেশ। মুস্তাফিজুরকে বাতিলের পর গতকাল রাতেই বিসিবি কর্তারা একপ্রস্থ আলোচনা করেন। যেখানে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবিরোধী মুহাম্মদ ইউনুস সরকারের ভারত-বয়কটের নির্দেশ আসার পর কড়া পদক্ষেপ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

এদিন বিকেলে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়ে দেন, বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠানো হবে না। মুস্তাফিজুরকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপের কারণেই বিসিবি-র এই সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন তোলেন, শুধু মুস্তাফিজুরকেই যদি নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ দলকে কীভাবে নিরাপত্তা দেবে?

প্রকাশিত বিশ্বকাপ সূচি অনুযায়ী ৭ মার্চ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতার ইডেন উদ্যানে অভিযান শুরু করার কথা বাংলাদেশের। গ্রুপ লিগের বাকি ম্যাচগুলি কলকাতার পাশাপাশি মুম্বইয়ে খেলবে। বিসিবি চাইছে সমস্ত ম্যাচ ভারত থেকে সরাতে। এই মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসি-র কাছে আবেদনও জানিয়েছে তারা।

খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাকেই হাতিয়ার করেছে। দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত নিরাপদ নয় বাংলাদেশের খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, কর্মকর্তাদের জন্য। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে বাংলাদেশি সাংবাদিক, সমর্থকরাও। আশাবাদী, বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুরোধ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে আইসিসি এবং দ্রুত পদক্ষেপ করবে।

আইসিসি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বিবেচনা করছে বলেও খবর। পরিষ্কার কোনও অবস্থান এখনও না নিলেও বাংলাদেশের অনুরোধকে উড়িয়ে দিতে পারছে না ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা। যদিও বিসিসিআই আত্মবিশ্বাসী, সেই রকম কিছু ঘটবে না। বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, চাইলেই রাতারাতি ম্যাচ সরানো যায় না। প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে একাধিক বিষয় জড়িয়ে থাকে। প্রতিটি দলের যাতায়াত, হোটেল বুকিং যেমন রয়েছে, তেমনই সম্প্রচার সংস্থা কর্মী, মাঠের প্রস্তুতি, টিকিট বিক্রিও আছে। বাংলাদেশ চাইলেই এই আবদার রাখা কঠিন।

> বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠানো হবে না। মুস্তাফিজুরকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপের কারণেই বিসিবি-র এই সিদ্ধান্ত। শুধু মুস্তাফিজুরকেই যদি নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে পুরো বাংলাদেশ দলকে কীভাবে নিরাপত্তা দেবে?
> -আসিফ নজরুল
> বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা

বিশ্বকাপে শুধু আটকে থাকছে না বিষয়টি। জল গড়াতে চলেছে আইপিএল সম্প্রচারে। বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের ব্যাপারেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ক্রীড়া উপদেষ্টার তরফে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

যাকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত সেই মুস্তাফিজুর যদিও সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। হতাশ হলেও বাংলাদেশের তারকা পেসার বলেছেন, 'ওরা যদি আমাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমি কী করতে পারি?' মুস্তাফিজুর বাড়তি গুরুত্ব না দিলেও জল যে অনেক দূর গড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গিলকে না দেখে অবাক পন্টিং

সিডনি, ৪ জানুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের দলে নেই শুভমান গিল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচকদের এই সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করতে পারছেন না অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং।

টেস্ট ও একদিনের ফরম্যাটে জাতীয় দলের বর্তমান অধিনায়ক। কিছুদিন আগেও কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে ভারতের সহ অধিনায়কের দায়িত্ব সামলেছেন। সেই শুভমানকে টি২০ বিশ্বকাপের দলে না রাখায় যথেষ্ট অবাকই হয়েছেন পন্টিং। ভারতের দল নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেছেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময় ছন্দে নেই শুভমান। এই কথা অজানা নয়। তবুও ওর দলে না থাকা আমার কাছে অবিশ্বাস্য।' পন্টিং আরও বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শেষবার ব্যাট করতে দেখেছি ওকে। সেখানে গিল যেভাবে খেলেছিল কাউকেই সেভাবে ব্যাট করতে দেখিনি।' ঘুরিয়ে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক যে তাঁর প্রশংসাই করেছেন তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তবে নিজের মত প্রকাশ করতে গিয়ে পন্টিং এই কথাও বলেছেন যে, শুভমানকে বাদ দিয়ে দল গড়ার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতা। তাঁর কথায়, 'গিলের মতো ক্রিকেটারের বিশ্বকাপের দলে সুযোগ না পাওয়া প্রমাণ করে যে ভারতে দক্ষ ক্রিকেটারের অভাব নেই।'

আসছেন না গুকেশ, পরিবর্ত নিহাল

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি : কলকাতায় ডোম্মারাজু গুকেশ-বিশ্বনাথন আনন্দ দ্বৈরথ দেখার অপেক্ষা বাড়ল।

টাটা স্টিল চেজ ইন্ডিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন না বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গুকেশ। ব্যক্তিগত কারণেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন বলে খবর। ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত এই দাবা প্রতিযোগিতার আসর বসবে কলকাতায়। টুর্নামেন্টের অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল গুকেশ-আনন্দ দ্বৈরথ। তবে ডোম্মারাজু নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বাংলার দাবাপ্রেমীদের 'গুরু-শিষ্যের' এই লড়াই দেখা হবে না।

টুর্নামেন্টের ডিরেক্টর দিব্যেন্দু বড়ুয়া জানালেন, গুকেশের কলকাতায় না আসা প্রতিযোগিতার জন্য বড় ধাক্কা। জানা গিয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুর পরিবর্ত হিসেবে টাটা স্টিল দাবায় সুযোগ পেয়েছেন নিহাল সারিন। এছাড়া পুরুষদের বিভাগে প্রতিযোগিদের তালিকায় ভারতীয়দের মধ্যে বড় নাম রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, বিদিত গুজরাটি প্রমুখ। মহিলাদের বিভাগে খেলবেন দিব্যা দেশমুখ, আর বৈশালী, হরিকা দ্রোনাভল্লি, বন্তিকা আগরওয়ালরা।

ব্যক্তিগত কারণে আসছেন না ডোম্মারাজু গুকেশ।

> ওরা যদি আমাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমি কী করতে পারি?
> - মুস্তাফিজুর রহমান

বিতর্কের মাঝেই দল ঘোষণা

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি : ভারত বনাম বাংলাদেশ।

বিতর্কের যে ঢেউ পৌঁছে গিয়েছে আইসিসি-তেও। ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। চলতি যে বিতর্কের মাঝেই এদিন টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল তারা। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মুস্তাফিজুর রহমানকে রেখেই ১৫ জনের দল বেছে নিল।

লিটন দাসের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ অভিযানে নামবে বাংলাদেশ। দল নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষানিরীক্ষার পথে হাঁটেনি তারা। সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সইফ হাসান।

বিশ্বকাপ ব্রিগেডে মুস্তাফিজুরও

সম্প্রতি টি২০ ফরম্যাটে চারশো উইকেটের ক্লাবে পা রাখা মুস্তাফিজুরের পাশাপাশি দলে আছেন অভিজ্ঞ পেসার তাসকিন আহমেদ।

দলে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। গত টি২০ বিশ্বকাপের ৯ জন সদস্য তাঁদের জায়গা ধরে রেখেছেন। তবে জাকের আলি, নাজমুল হোসেনের জায়গা হয়নি এদিনের ঘোষিত দলে। গ্রুপ 'সি'-তে থাকা বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দলগুলির হল ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ও নেপাল।

বাংলাদেশ দল : লিটনকুমার দাস (অধিনায়ক), সইফ হাসান (সহ অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, তৌহিদ হৃদয়, শামিম হোসেন, পারভেজ হোসেন ইমন, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান শাকিব, তাসকিন আহমেদ, মহম্মদ সইফুদ্দিন ও শরিফুল ইসলাম।

জয়ী ডিএভি, হিন্দি বালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির ২০তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে রবিবার ডিএভি স্কুল ৩ উইকেটে হারিয়েছে আয়োজকদের 'বি' দলকে। সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ মাঠে হিন্দি বালিকা বিদ্যাপীঠ ৩৩ রানে জিতেছে জার্মেলস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। সান্তালপুর মিশন হাইস্কুল ৬ উইকেটে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

সেমিফাইনালে নারায়ণ-লিস্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের আন্তঃ সদস্য সঞ্জীব দত্ত (শিবু) ট্রফি অকশন ব্রিজে রবিবার জিতে নারায়ণ দাস-লিস্টন বন্দ্যোপাধ্যায় সেমিফাইনালে উঠেছেন। এছাড়াও এদিন জয় পেয়েছেন সুশীল হালদার-অনুপ সরকার ও শ্যামল ঘোষ-অমিত চক্রবর্তী।

জয়ী প্লেয়ার্স

কোচবিহার, ৪ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে রবিবার আলিপুরদুয়ার প্লেয়ার্স ইলেভেন ৭৫ রানে বিবেকানন্দ ক্লাবকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে প্লেয়ার্স ১৯.১ ওভারে ১৪২ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা অনিকেত সিং ৩১ রান করেন। সুমিত ঝাঁ ১৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বিবেকানন্দ ক্লাব ১৯.১ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হচ্ছে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে।

জাগরণীর ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খিদিরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : জাগরণী সংঘের মাস্টার প্রীতনাথ চ্যাম্পিয়ন গোল্ড কাপ, সাবিত্রীদেবী জাজোদিয়া রানার্স সিলভার কাপ ট্রফি ১১ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ২৫ রানে হারিয়েছে নেপালের বোস্টন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে প্রথমে খিদিরপুর ২২.৫ ওভারে ১৪৬ রানে অল আউট হয়। রোশনকুমার যদুবংশী ও অবিনাশ থাপার অবদান ৩৭ রান। রুশিল রিমাল ২১ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে রিকেশ অংদাঙ্গেও (২০/২)। জবাবে বোস্টন ২৪.২ ওভারে ১২১ রানে অল আউট হয়। রিকেশ ২৬ ও কৈলাস কার্কি ২৩ রান রেখে এসেছে। অজিত যাদব ২০ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ফাইনালের সেরা রোশন। পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, জাগরণীর সচিব সৈকত দে, ক্রীড়া সংগঠক মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অম্বর রায় ট্রফি শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেট সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে শুরু হবে। ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মুখোমুখি হবে জাগরণী সংঘের। অংশগ্রহণকারী ৮টি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে – আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ, স্বস্তিকা যুবক সংঘ, বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও সুকান্তনগর সুকান্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে অগ্রগামী সংঘ, সবুজের অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, জাগরণী ও দিল্লি পাবলিক।

শুরু বাতাসির ক্রিকেট

খড়িবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : পিএসএ ক্লাবের বাতাসি পিএসএ টি১০ কাপ ক্রিকেট শুরু হল শনিবার। উদ্বোধনী ম্যাচে নকশালবাড়ি সুব্রতি সংঘ ২১ রানে হারিয়েছে ইলেভেন অলরাউন্ডার দলকে। টসে জিতে সুব্রতি ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৯ রান তোলে। জবাবে ইলেভেন ৮.২ ওভারে ৬৮ রানে গুটিয়ে যায়। ১৬ দলীয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

তেশিমলা লিগের নিলাম

মালবাজার, ৪ জানুয়ারি : তেশিমলা প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে ১২ জানুয়ারি। তার আগে শনি ও রবিবার সফলভাবে হয়ে গেল লিগের নিলাম প্রক্রিয়া। প্রতিযোগিতায় ১০টি দল অংশ নেবে। নিলামে ১৫৬ জন ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছিলেন।

সেমিতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দার্জিলিং পুলিশ। রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার্স ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে নেপালের কনকাই এফসি-র বিরুদ্ধে। মিলন মোড় মাঠে ২৩ মিনিটে পালদেন তামাং গোল করেন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রদীপ বিশ্বাস। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার্স ফাইনালে খেলবে আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি।

এক নম্বরে সুন্দরবন

ক্যানিং, ৪ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) উত্থান সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র। জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি-কে সরিয়ে তারা লিগ টেবিলে এক নম্বর স্থানের দখল নিল। ৮ ম্যাচ খেলে সুন্দরবনের পয়েন্ট এখন ১৬। তাদের ম্যাচ কম খেলে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়্যাল সিটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ঘরের মাঠ ক্যানিং স্টেডিয়ামে রবিবার সুন্দরবন ২-০ গোলে জিতেছে কোপা টাইগার্স বীরভূমের বিরুদ্ধে। ৬ মিনিটে রিচমন্ড এগিয়ে দেন তাদের। ৩৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নবাব। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন রিচমন্ড।

সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বর্ধমান ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে নর্থবেঙ্গল। লিগের প্রথম পর্বে বর্ধমানের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে নর্থবেঙ্গল জিতলেও এখন পরিস্থিতি অন্য। গতকাল প্রথমার্ধেই মাঠ ছেড়ে উঠে যান নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার এবেনজার আমোহ চোট পেয়ে বেরিয়ে যান। পরে তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়। শোনা যাচ্ছে, সেই সময় এবেনজারের শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। স্ট্রাইকারদের টানা অফফর্মের মাঝে এটাও এখন নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্টের চিন্তার কারণ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নবীন সংঘের নবাঙ্কুর ঘোষ।

সুপার ডিভিশনে বড় জয় নবীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটার ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে নবীন সংঘ ১৫৭ রানে চূর্ণ করেছে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে নবীন ৪৩ ওভারে ৮ উইকেটে ২৮৩ রান তোলে। নবাঙ্কুর ঘোষের অবদান ৮৬ রান। ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন প্রতীক দত্ত। রাজকুমার রায় ৬৮ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে স্বস্তিকা ২৩.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৬ রানে আটকে যায়। সুমিতকুমার সিং ৫০ ও রাজকমল প্রসাদ ৪২ রান রেখে এসেছেন। ২ উইকেট নেন জয়ন্ত দে, অক্ষয় শর্মা ও ম্যাচের সেরা নবাঙ্কুর।

খেতাব বটতলা সুপার জায়েন্টের

বেলাকোবা, ৪ জানুয়ারি : এসবিআই বেলাকোবা বটতলা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বটতলা সুপার জায়েন্ট। রবিবার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে জিতেছে ম্যাজিক ইলেভেনের বিরুদ্ধে। বটতলা জুনিয়ার প্রাইমারি স্কুল মাঠে ম্যাজিক ইলেভেন প্রথমে ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান করে। জবাবে বটতলা ১২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪০ রান তুলে নেয়। ৫৩ রান করে ফাইনালের সেরা হয়েছেন শুভম বসাক। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার পুনম ওরাওঁ। সেরা বোলার প্রণব ওরাওঁ।

ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ২০০০ ব্যাচ (উপরে) ও ২০১৬ ব্যাচের ক্রিকেটারদের। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

চ্যাম্পিয়ন ২০১৬, ২০০০

মাথাভাঙ্গা, ৪ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ২০১৬ ও ২০০০ ব্যাচ। জুনিয়ার বিভাগের ফাইনালে ২০১৬ ব্যাচ ৫ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৫ ব্যাচকে। ২০১৫ টসে হেরে ১০ ওভারে ৯৩ রান করে। ইন্দ্রজিতের অবদান ৩২ রান। ফাইনালের সেরা সাইরাজ হোসেন ১৭ রানে ২ উইকেট নেন। ২০১৬ জবাবে ৫ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। অপূর্ব বর্মন ২৫ রান করেন।

সিনিয়ারদের ফাইনালে ২০০০ ব্যাচ ৮ উইকেটে জিতেছে ২০০১ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০০১ টস জিতে ১১৪ রান করে। শঙ্কু দত্তের অবদান ৫২ রান। ২০০০ জবাবে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ফাইনালের সেরা উৎসব গুহ ৬৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

সিনিয়র বিভাগে ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় ১৯৯৩ উচ্চমাধ্যমিক ব্যাচ। প্রতিযোগিতার সেরা ২০০১ ব্যাচের শঙ্কু। প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার ২০০৪ ব্যাচের রণদীপ দাস এবং সেরা বোলার হন ২০০১ ব্যাচের মিঠুন দাস। জুনিয়ার বিভাগে ফেয়ার প্লে ট্রফি পায় ২০২৫ উচ্চমাধ্যমিক ব্যাচ। প্রতিযোগিতার সেরা ২০১৬ ব্যাচের অপূর্ব বর্মন। সেরা ব্যাটার ২০১৫ ব্যাচের শুভজিৎ সাহা। সেরা বোলার ২০১৬ ব্যাচের সাইরাজ হোসেন।

সেমিতে আদিবাসী ফুটবল ক্লাব

ওদলাবাড়ি, ৪ জানুয়ারি : নেতাজি সুভাষ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও মোহন স্পোর্টিং ক্লাবের ষষ্ঠ বর্ষ রিনা ঘোষ, পরশুরাম আগরওয়াল ও সুদাম মণ্ডল ট্রফি নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল মালদার আদিবাসী ফুটবল ক্লাব। রবিবার বিধানপল্লি ময়দানে চতুর্থ কোয়ার্টার্স ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে কলকাতার বিবেকানন্দ কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধেই ম্যাচের সেরা আবদুল্লা গোলটি করেন। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে অসমের গ্লোবাল এফসি ও নেপালের ধিমাল এফসি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে আবদুল্লা। ছবি : অনুপ সাহা

রাঁচি রওনার আগে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল।

রওনা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দল

বেলাকোবা, ৪ জানুয়ারি : পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের ফুটবলে অংশ নিতে রাঁচি গেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দল। ৫-১১ জানুয়ারি প্রতিযোগিতাটি হবে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলগাঁও স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সহকারি সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, ১৮ জনের দলে রয়েছেন - মৃণাল পাল, ধীরাজ রায়, ইউনিস বাগ, সঞ্জয় রায়, চঞ্চল বর্মন, সুমন বর্মন, আরমান গুরুং, কল্যাণজিৎ রায়, আশিস রায়, অপরূপ ঈশ্বরী, চঞ্চল বর্মন, কেসাং লামা, তপন রায়, ত্রিদীপ রায়, রবি রায়, চন্দন রায়, পীযূষ মণ্ডল ও আকাশ রায়। দলের সঙ্গে গিয়েছেন কোচ শম্ভু সাহা ও ম্যানেজার শিব নাথ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা অপর্ণা পাল - কে 05.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39H 72668 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির এই জয়টা আমার জীবনে চিরদিন মনে থাকার মতো একটা আশীর্বাদ। এই পুরস্কার আমার জীবনে অনেক আনন্দ, স্বস্তি আর নতুন আশা নিয়ে এসেছে। এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আর আমার পরিবারকে যে ভরসা এবং সহায়তা দিয়েছে তার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।